ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন।

[দ্বিতীয় খণ্ড।]

দশম ভাগ।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।

"তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥"

[ভাগবত।]

কলিকাতা।

২০ নং পটুয়াটোলা লেন।

মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে,

পি, কে, দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দ ১৮১২।

বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের দশম ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই ভাগে অনেকগুলি প্রাচীন সঙ্গীত, যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, পুনঃ সংযোজিত এবং বহুসংখ্যক নূতন সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইল। সর্ব্বশুদ্ধ ২৯৮টি সঙ্গীত ইহাতে আছে। ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত নবম ভাগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনে একটী পূর্ব্বতন উপাসনাপ্রণালী প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে অনন্তে আনন্দ, আনন্দে প্রেম, এতৎসূচক আরাধনা সন্নিবিষ্ট আছে, পুণ্যেতে আনন্দ অথবা পুণ্য হইতে আনন্দে অবতরণ এ নবীন প্রণালী তাহাতে নাই। এবার সংক্ষিপ্ত আর একটী উপাসনাপ্রণালী এই খণ্ডে দেওয়া গেল, ইহাতে শেষোক্ত প্রণালীতে স্বরূপসমূহ আরাধনায় নিবিষ্ট রহিয়াছে। যাঁহারা আরাধনাদির একটি সংক্ষেপ আদর্শ চান তাঁহাদের পক্ষে উহা নিতান্ত উপযোগী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রথম উপাসনাপ্রণালী সঙ্গীতগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যখন প্রথম উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন স্বরূপ-সমূহ কি প্রকারে আচার্য্য কেশবচন্দ্র অন্তশ্চক্ষুর্গোচর করিতেন

সকলে অবগত হন। দ্বিতীয় উপাসনাপ্রণালী উপাসনায় প্রবৃত্ত নবীন সাধকগণকে সাহায্য করিবার জন্য স্বয়ং আচার্য্য অনেক দিন পূর্ব্বে আপনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই উপাসনা-প্রণালী তাঁহার পরিবর্ত্তিত প্রণালী সহ মিলাইয়া পর সময়ে মুদ্রিত হয়। তিনি যে উদ্দেশ্যে এই সংক্ষিপ্ত প্রণালী নিবদ্ধ করেন, সেই উদ্দেশেই এই সঙ্গীত গ্রন্থে উহা প্রদত্ত হইল।

ইহার পর যে সকল নূতন সঙ্গীত হইবে তাহা এই খণ্ডের অন্তর্গতরূপে মুদ্রিত করা যাইবে, এবং এই খণ্ডের সূচীপত্রে সেই সকল সঙ্গীত নিবিষ্ট করিয়া নূতন সূচীপত্র সকলকে প্রদত্ত হইবে।

সংক্ষিপ্ত

উপাসনা প্রণালী।

[একটি উদ্বোধনসূচক সঙ্গীতসহকারে উপাসনা আরম্ভ হইবে।]

উদ্বোধন।

যিনি আমাদিগের স্রষ্টা পাতা পরিত্রাতা তাঁহার পূজা করিবার জন্য আমরা সকলে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। এখন আমরা সাংসারিক চিন্তা ও কামনা পরিত্যাগ করি, মনকে প্রশান্ত করি, এবং পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহার সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হই। এ গৃহ তাঁহার গম্ভীর পবিত্র আবির্ভাবে পরিপূর্ণ, বিশ্বাস ও ভক্তি নয়নে তাহা প্রত্যক্ষ করি। সেই অনন্ত দেব, সেই সত্য শিব সুন্দর পিতার চারিদিকে বসিয়া আমরা সকলে বিনম্র ভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করি, তাঁহাকে ধ্যান করি, ও তাঁহার নিকট মুক্তির জন্য প্রার্থনা করি। দয়াময় ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করুন।

[সঙ্গীত]

আরাধনা।

[সকলে সমস্বরে।]

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈতং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

তুমি সত্য, সর্ব্বস্থানে তোমার জীবন্ত সত্তা। সমুদয় বিশ্বের আশ্রয় স্থান তুমি, চেতন ও অচেতন তাবৎ পদার্থের তুমি মূলাধার। তোমাতেই আমরা জীবিত রহিয়াছি এবং বাস করিতেছি। তোমা ছাড়া সকলই অসার ও মিথ্যা। হে সর্ব্বত্র বিদ্যমান ঈশ্বর, তুমি আমাদের জীবনের জীবন।

তুমি জ্ঞান, তোমার অপার জ্ঞান জলে স্থলে আকাশে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। চারিদিকে কেবল সুন্দর কৌশল, কেমন আশ্চর্য্য নিয়ম। তোমার অসংখ্য জ্ঞানচক্ষু আমাদের উপর স্থির রহিয়াছে এবং আমাদের বাহ্যিক ও আন্তরিক সমুদয় পাপ দেখিতেছে। তোমার দৃষ্টির আলোকে আমরা কিছুই ঢাকিতে পারি না। তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বসাক্ষী।

তুমি অনন্ত, তোমার আরম্ভ নাই, তোমার শেষ নাই কালে তুমি নিত্য, দেশে তুমি সর্ব্বব্যাপী; তোমার উচ্চতা ও গভীরতা কে পরিমাণ করিবে? এই প্রকাণ্ড বিশ্ব তোমার

পদতলে সর্ষপকণার ন্যায়। তুমি ইন্দ্রিয়ের অতীত। তুমি ভূমা মহান্, তুমি পূর্ণব্রহ্ম।

তুমি শিব তুমি মঙ্গল। এই জগৎ সহস্র মুখে তোমার দয়ার পরিচয় দিতেছে। পিতার ন্যায় তুমি আমাদিগকে স্নেহ ও যত্ন সহকারে প্রতিপালন করিতেছ এবং অন্ন বস্ত্র ও জ্ঞানধর্ম্ম দিয়া আমাদিগকে সুখী করিতেছ, যাহারা তোমাকে মানে না তুমি তাহাদিগকেও স্নেহ কর। দুঃখী পাপীদের তুমিই সহায়। তুমি দয়াময়, সন্তানবৎসল ও প্রেমসিন্ধু।

তুমি অদ্বৈত, তোমার দ্বিতীয় নাই। একাকী তুমি সমুদায় রক্ষা ও শাসন করিতেছ। অসংখ্য জীবের, অগণ্য আত্মার তুমি একমাত্র আশ্রয়দাতা। চারিদিকে কেবল তোমারই নামের জয়ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তুমি সকলের রাজা, সকলের প্রভু, তুমি আমাদের একমাত্র সহায় সম্বল ও আশা ভরসা।

তুমি শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, তুমি নির্ম্মলস্বভাব। তোমার ইচ্ছাই পুণ্যের আদর্শ। এমনি তোমপুণ্যের তেজ যে ইহার একটি কিরণস্পর্শইলে পাপ হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়; তোমাকে একবার ভাবিলে জীবন পবিত্র হয়। হে ধর্ম্মরাজ, তোমার ভয়ে পাপ পলায়ন করে, তোমার ন্যায়বিচারে পাপী কখন প্রশ্রয় পায় না, তোমার শাসনে দুষ্ট দমন হয়। তুমি পুণ্যের সূর্য্য, তুমি ধর্ম্মের আবহ ও পাপীর পরিত্রাতা।

তুমি আনন্দ, তুমি অমৃত, তুমি দুঃখীকে সুখী কর, তুমি তাপিত প্রাণকে শীতল কর, তুমি অমৃত হইয়া মৃত্যু যন্ত্রণা পরিহার কর। তোমাকে দেখিলে, তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিলে, তোমার নিকটে বসিলে হৃদয় জুড়ায়। তুমি সুখসিন্ধু, হৃদয়রঞ্জন।

হে দেব,আমরা সকলে তোমার শরণাগত হই, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তোমার উপর নির্ভর করি, তুমি আমাদের স্তবনীয়, তুমি আমাদের সম্ভজনীয়। জগদীশ, আমরা তোমার বন্দনা করি, হে দীনহীনের বন্ধু, সকল পরিবারেব পিতা, পাপীর পরিত্রাতা, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

ধ্যান।

যাঁহাকে আমরা সকলে আরাধনা করিলাম, তাঁহাকে প্রতিজনে গোপনে ধ্যান করি। এই দেহমন্দিরে হৃদয়মধ্যে সেই অন্তরাত্মা সর্ব্বদা অধিবাস করিতেছেন। তিনি চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন ও প্রাণের প্রাণ। তিনি চিরকাল আমাদিগের সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, তিনি আমাদের অনন্ত জীবন। এই জড় জগৎ পরিত্যাগ করিয়া যাবৎ বাহিক ব্যাপার বিস্মৃত হইয়া একাকী নিমীলিত নয়নে নির্জ্জনে হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করি। তথাকার অন্ধকার ভেদ

করিয়া হৃদয়ের গভীরতম স্থানে প্রেমাসনে প্রেমনাথকে দেখিয়া পবিত্র হই, এবং তাঁহার অনন্ত সহবাসের উপযুক্ত হই।

[সকলে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে ধ্যান করিবেন,
পরে সমস্বরে এই প্রার্থনা করিবেন।]

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও। হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। দয়াময় তোমার যে অপার করুণা তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

[এক শত অষ্টোত্তর ব্রহ্মনাম সমস্বরে উচ্চারণান্তর
বিবিধ গ্রন্থ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোক
পাঠ ও সে দিনের বিশেষ প্রার্থনা।]

শান্তিবাচন।

যে দয়াময় ঈশ্বর এখানে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদের উপাসনা শ্রবণ করিলেন; তিনি উহা সফল করুন, এবং অদ্যকার

বিশেষ প্রার্থনা পূর্ণ করুন। তিনি এই উপাসকদিগকে সর্ব্বদা ধর্ম্মের পথে রক্ষা করুন এবং তাঁহাদের হৃদয়ে নিত্য শান্তি বিধান করুন।

প্রণাম।

হে দয়াময়, তুমি আমাদিগকে তোমার চরণতলে আশ্রয় দাও। আমরা সকল ভ্রাতা ভগিনীতে মিলিত হইয়া শ্রদ্ধাভক্তির সহিত তোমার মুক্তিপ্রদচরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সূচীপত্র।

ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

[দশম ভাগ]

ভৈরবী।—ঠুংরি।

নিদ্রা পরিহরি, বল হরি হরি, অলসে থেক না আর।
প্রাণের ভিতরে, দেখি প্রাণেশ্বরে, কর তাঁরে নমস্কার।

দিবস রজনী, জগত জননী, আছেন সঙ্গে তোমার; গোপনে গোপনে, করেন যতনে, জীবনীশক্তি সঞ্চার; তাঁর পানে চেয়ে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, দেখ দেখ এক বার।

হইছে দিন দিন, পরমায়ু ক্ষীণ, বাড়িছে পাপের ভার; যামিনী যায় চলি, কাণে কাণে বলি, কর হরিনাম সার; চড়ি বায়ুরথে, বাতায়ন পথে, ডাকে উষা বার বার; মিলে তার সনে, কহে পাখিগণে, স্বর্গের সুসমাচার।

মধুর হাসিনী, কুসুমকামিনী, গায় যশোগীত তাঁর; বিহগ কূজনে, প্রাতঃসমীরণে, ঝরে কিবা সুধাধার;

হরিসহচরী, প্রকৃতি সুন্দরী, দেয় কত উপহার; উঠ রে উঠ ভাই, হরিগুণ গাই, খুলি হৃদয় দুয়ার ॥ ১০৭৭ ॥

ললিত—কাওয়ালি।

কাঁদে রে ভিখারী কেঁদে যায় যায় দ্বারে।
কাতরে চরণ ধরি বারে বারে।

আর কিছু নাহি চাই, একবার দেখ ভাই, হৃদয়বিহারী প্রাণাধারে; ভক্তিরসে গলি, দয়াময় বলি, কর প্রণিপাত তাঁরে।

তাঁহার মতন সুহৃদ এমন, কেহ নাই সংসারে; এত করে আর, সহি দুরাচার, ভাল বাসিতে কে বা পারে; মান অপমান, নাহি কিছু জ্ঞান, দেন প্রেম সবাকারে; উথলি পড়ে তাঁর, প্রীতিসুধাধার, অবিরত চারি ধারে।

বাসনানলে প্রাণ, জ্বলিছে অবিরাম, ম্রিয়মাণ পাপভারে; রবে কত দিন, বিষাদে মলিন, একা ভবকারাগারে; মিলে প্রাণে প্রাণে চাহি তাঁর পানে, এস হে ডাকি সখারে; হরি হরি বলে, ভাসি আঁখিজলে, যাই ভবসিন্ধু পারে। ১০৭৮ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কাটি মায়ার বন্ধন।
তোমার উদ্দেশে, দেশে দেশে করিব ভ্রমণ।

বিজনে প্রান্তরে বনে, একাকী উদাস মনে,
ফুলে ফলে জলে স্থলে হেরিব তব আনন।
বসি হিমালয়শিরে, নির্ঝর-তটিনী-তীরে,
যোগানন্দনীরে ধীরে ধীরে হইব মগন।
মিলে প্রকৃতির সনে, মহাযোগসম্মিলনে,
অনন্তে করিব অন্ত অসার এ দেহ মন।
শুনি স্বভাবসঙ্গীত, হবে প্রাণ বিগলিত,
মহাভাবে ডুবে তব করিব গুণ কীর্ত্তন ॥ ১০৭৯ ॥

কীর্ত্তন।

নাচাও আনন্দময়ী, মাতাও প্রেমসুধাপানে।
নাচি আনন্দে দু-বাহু তুলে, চেয়ে তব মুখ পানে।
মা মা বলে নেচে নেচে, চলে যাই আনন্দধামে; নাচি শিশুর মত, অবিরত, ইচ্ছা হয় এই পাগলপ্রাণে।
মায়ে ছেলে হেসে খেলে, নাচি গাই এক তানে; তোমার সুরে সুর মিলাইয়ে ভুলে থাকি নামগানে ॥ ১০৮০ ॥

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

মা গো চিনেছি তোমায়।

পারিবে না, পারিবে না ছাড়িতে আমায়।

মারিলেও কাঁদিব না, কারো কাছে বলিব না, হাসিব ধমক দিলে পড়ে রাঙ্গা পায়।

মধুর প্রকৃতি তব, অনন্ত সুধার্ণব, নব নব বেশে প্রাণ মন ভুলায়॥ ১০৮১॥

আলেয়া মিশ্র—ঢিমে তেতালা।

দেও মা আমায় অভয় চরণ।

পাপভয়ে, ব্যাকুল হয়ে, লইনু তোমার শরণ।

যার লাগি তব দ্বারে, যাচি ভিক্ষা বারে বারে, কার্য্যকালে মোহে ভুলে, প্রতিজ্ঞা করি লঙ্ঘন।

ছদ্মবেশে রিপুগণ দেখায় প্রলোভন, শাস্ত্র যুক্তি কুদৃষ্টান্ত করে প্রদর্শন; যথা দুষ্ট লঙ্কাপতি, হরেছিল সীতা সতী, তেমতি কুমতি সবে করে মোরে নির্যাতন॥ ১০৮২॥

ভৈরবী—ঠুংরী।

তোমারে ভালবাসিব।

ওহে প্রাণসখা আর কি আছে দিব।

যতনে হৃদয়ে ধরে, রাখিব আদর করে, অনিমেষে মুখ-পানে চেয়ে রহিব।

প্রাণে প্রাণে দুই জনে, অনন্তপ্রেম মিলনে, যথা নদী সিন্ধু সনে, মিশে যাইব।

তুমি হে প্রাণবল্লভ, অনাথ জন-বান্ধব, এমন সুহৃদ আর কোথা পাইব ॥ ১০৮৩ ॥

ভৈরবী—যৎ।

ফিরে লও মা তোমার সুখের সংসার।
চাহি না চাহি না এ সব কিছু আর।

অভয় চরণতরী, দেও মা গো দয়া করি, হরি হরি হরি বলে হই ভব পার।

সাজায়ে ভবের মেলা, মা তুমি করিছ খেলা, অনন্ত তোমার লীলা বুঝে সাধ্য কার।

কেন আর কর ছলনা, কাঙ্গাল জনে বঞ্চনা, মিছে মায়ায় ভুলিব না, মজিব না আর; ভক্তের বাঞ্ছিত ধন, মাতঃ, তব শ্রীচরণ, জীবনের অবলম্বন জানিয়াছি সার ॥ ১০৮৪ ॥

বাহার—ঝাঁপতাল।

তোমার কার্য্য সাধনে যদি যায় হে এ জীবন।

সার্থক হইবে জন্ম, অসার এ দেহ মন।

বড় সাধ আছে মনে, সেবাব্রতহোমাগুনে, পূর্ণাহুতি দান করি যাই অমরভবন।

চারি দিকে হরিধ্বনি, করিবে ভাই ভগিনী, নামের হিল্লোলে ভাসি হেরিব তব আনন; ও পদ হৃদয়ে ধরি, আদরে চুম্বন করি,বলিব আনন্দে তব হউক ইচ্ছা পূরণ ॥১০৮৫॥

খাম্বাজ—যৎ।

মার গো মার গো আমায় ও মা সন্তানবৎসলে।

মা মা বলে কাঁদি আমি পড়ে তোমার পদতলে।

তোমার প্রহারে হয়, পাপ অপরাধ ক্ষয়, অন্ধের চৈতন্যোদয় মরুভূমি ভাসে জলে।

উথলে হৃদয়-সিন্ধু, নেত্রে ঝরে অশ্রুবিন্দু, তব প্রেমমুখ ইন্দু তাহার মাঝে উজলে ॥ ১০৮৬ ॥

খাম্বাজ—যৎ।

ওহে পাখী, বল দেখি, কে তোমায় শিখালে গান।

তোমার সুললিত তানে আমার উদাস হইল প্রাণ।

লুকাইয়ে তরুশাখে, বারে বারে ডাক যাঁকে, বলিতে কি পার তাঁর কোথায় পাব সন্ধান।

ইচ্ছা হয় তোমা সনে, ডেকে ডেকে বনে বনে, ফিরি তাঁর অন্বেষণে দোঁহে মিলে ধরি তান॥ ১০৮৭॥

কীর্ত্তন—তেওট।

কাতর হৃদয়ে, ডাকি অভয়ে, ভবভয়বারিণী।

জুড়াও তাপিত প্রাণ, কর শান্তি দান; সন্তাপহারিণী ওমা শান্তিদায়িনী।

মাগো দুর্ব্বলের তুমি বল, জীবনসম্বল, ভরসা কেবল; দিয়ে শ্রীকরকমল, মুছাও চক্ষের জল, শুনাও গো আশাবাণী॥ ১০৮৮॥

কাফি—যৎ।

করি তব প্রেমসুধা পান, ওহে ভগবান্।

নিবারিব ভবক্ষুধা জুড়াব তৃষিত প্রাণ।

অনন্ত প্রেমের টানে, একেবারে তোমা পানে, টান এ দীন সন্তানে, তাহলে পাইব ত্রাণ।

শান্তিবারি দানে, অনন্ত নির্ব্বাণে, বাসনা কর নির্ব্বাণ; চরণ আশ্রয়, দেহি দয়াময়, ঘুচাও আত্মাভিমান ॥ ১০৮৯ ॥

বিভাস—একতালা।

প্রেমে মজায়ে, ভুলায়ে, রহিলে কোথায়।

হে প্রেমময়, ভেবে প্রাণ যায়।

মোহমন্ত্র দিয়ে কাণে, টানিয়ে আপনার পানে, অকূল পাথারে ফেলে গেলে হে আমায়।

মণিহারা ফণীর মত, ভ্রমিতেছি অবিরত, উদাস হইয়া চিত তোমা পানে ধায়, হায় হায়; পড়িয়ে প্রেমের ফাঁদে, দিবা নিশি প্রাণ কাঁদে, নিরন্তর প্রেমচাঁদে দেখিবারে চায় ॥ ১০৯০ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

প্রকৃতির শান্তিকোলে একাকী বসে বিজনে।

পাসরিব আপনারে মিশে অনন্তের সনে।

পঙ্কে পঙ্ক হবে লয়, ঘুচিবে ভাবনা ভয়, নিরখিব প্রেমময় চিদানন্দ নিরঞ্জনে।

অনন্ত শান্তির জলে, নিবায়ে বাসনানলে, সমাধিহিল্লোলে

ভাসি যাব শান্তি নিকেতনে ; বিহরিব মহাকাশে, নিত্যধামে চিদাবাসে ; অনন্তের সহবাসে, মিশে অনাদি কারণে ॥১৮৯১॥

বেহাগ—কাওয়ালি।

মা, এ কি রূপ প্রাণরমণ !

দরশন, করি মন, নবরসে, নবোল্লাসে হইল সুখে মগন।

অপরূপ নববেশে, হেসে হেসে কাছে এসে, ভালবেসে প্রেমাবেশে দিলে মোরে আলিঙ্গন।

ওগো মহামায়া সতী, বহুরূপা ভগবতী, সুন্দর মূরতি হেন দেখিনি কখন, করিলে মোহিত চিত, মহাভাবে বিগলিত, প্রভাবে হৃদয় কাঁপে চমকে নয়ন ॥ ১০৯২ ॥

খাম্বাজ—যৎ।

মা বোলে ডাকিলে তোমায় জুড়ায় তাপিত প্রাণ।

তাই মা আনন্দময়ী করি তব নাম গান।

মা তোমার আশাবচন, চিরপ্রসন্ন বদন, বিষণ্ণ হৃদয়-মাঝে শান্তিবারি করে দান।

মা তোমার দরশনে, কত ভাব হয় মনে, ইচ্ছা হয় সদা তব স্তন্যসুধা করি পান ॥ ১০১৩ ॥

বিভাস—ঝাঁপতাল।

তোমার মধুর প্রীতি স্মরণে পাষাণ গলে।

উথলে হৃদয়সিন্ধু, দুনয়ন ভাসে জলে।

দুর্জ্জয় প্রেমের টানে, ধায় প্রাণ তোমা পানে, যথা সিন্ধু-সমাগমে তরঙ্গিণী বেগে চলে।

ভক্তচিত্তহারী হরি, মোহন মুরতি ধরি, প্রাণ মন চুরি করি, কোথা লুকায়ে রহিলে; প্রেম আলিঙ্গন দিয়ে, জুড়াও তাপিত হিয়ে, প্রেমসুধা পিয়াইয়ে, রাখ মোরে পদতলে ॥১০১৪॥

সিন্ধুভৈরবী—ঠেকা মধ্যমান।

তোমার মুখ চাহিয়ে ধরি এ জীবন।

আপনার বলে কে আর করিবে কোলে গ্রহণ।

স্নেহ আলিঙ্গন পাশে, বেঁধে রাখ মা এ দাসে, তাপিত হৃদয়ে কর শান্তিবারি বরষণ।

বিপদ আঁধার ঘোরে, কাণে কাণে বোলো মোরে, মধুর

সান্ত্বনাবাণী সন্তাপহরণ; এই বিশ্ব ভূমণ্ডল, যায় যদি রসাতল, তাহাতে না করি ভয়, পাই যদি অভয় চরণ ॥ ১০৯৫ ॥

সুরট মিশ্র—ঝাঁপতাল।

চাহি না এ জীবন। নাহি চাহি মরণ।

চাই হে কেবল তব অভয় চরণ।

যে ভাবে যখন থাকি, তোমারে হৃদয়ে রাখি, নিরখি ও প্রেমমুখ যখন তখন।

পরিহরি পরিতাপ বিলাপ ক্রন্দন, সুখ দুখ হর্ষ শোক ভয় প্রলোভন; প্রাণপণে করি নাথ তব ইচ্ছা পালন, অন্তে যেন ত্যজি দেহ যাই অমর ভবন।

অন্তরে নেহারি রূপ চিদানন্দ ঘন, বাহিরে হেরিব নব লীলা বৃন্দাবন; তব সহবাসে করি স্বর্গ দরশন, প্রেমরস পানে নাম গানে হব মগন।

কি ভয় তাহার তুমি যার অবলম্বন, বিপদে শ্রীপদে নিরাপদে লয় শরণ; শুনাও মধুর স্বরে আশ্বাসবচন, দেহি দীন জনে দেব দেহি নব জীবন ॥ ১০৯৬ ॥

লুম ঝিঁঝিঁট—কাওয়ালি।

ভাল বেসে তোমায়, ভাল আমি হইব এব'র।

ওহে প্রাণসখা হরি প্রেমপারাবার।

সহজে প্রাণের টানে, ধাইব তোমার পানে ; (ছুটে চলে যাব হে ;—যথা নদী সিন্ধুপানে) ঃ—অনলে পতঙ্গ যেমন) কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞানে নাহি যে নিস্তার।

আদেশ শুনিবার তরে, চাহিব ব্যাকুলান্তরে ; আনন্দে করিব ইচ্ছা পালন তোমার।

সরল বালকের মত, হয়ে রব অনুগত ; প্রেমে গলে দোঁহে মিলে হব একাকার।

যে তোমারে ভাল বাসে, পড়ে সে প্রেমের ফাসে, আশে পাশে কোন দিকে যেতে নারে আর।

প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, সিদ্ধ হয়ে প্রেমসাধনে, প্রেমতরী আরোহণে হবে ভব পার। (নেচে গেয়ে হেসে খেলে) ॥১০৯৭॥

জয়জয়ন্তী—যৎ।

হৃদয়সমুদ্রে বাসনাতরঙ্গ উথলে নিয়ত কু আশা পবনে।

মোহমেঘ আঁধারে, ঘিরে চারি ধারে, ভীষণ হুঙ্কারে গরজে সঘনে।

এ ঘোর তুফানে, বিপন্ন সন্তানে, দেও মা আশ্রয় অভয় চরণে ; প্রসন্ন বদনে, শান্তি বচনে, কর গো সান্ত্বনা গতিহীন জনে ॥ ১০৯৮ ॥

বিভাস—একতালা।

অভয় চরণ পরশরতন দিলে যদি দীন জনে।

ঘোর মোহালসে, নিদ্রাবশে, যেন না হারাই আমি সে ধনে।

অন্তরের অন্তরে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে রাখিব সে ধনে ; রব দিবা নিশি যোগে জেগে, থাকৃব না আর অন্য মনে ॥ ১০৯৯ ॥

কাফি-সিন্ধু।—যৎ।

আদরিণী জননী আমার, জানিনে আদর তোমার।

অযতনে তোমা ধনে, হারাইনু বার বার।

আপন জন বলে, হেসে হেসে প্রেমে গলে, কাছে এলে আহা কত বার ; আমি পর ভেবে অনায়াসে করিনু বন্ধ দুয়ার।

লজ্জা অপমানে, দুঃখ অভিমানে, বহে চক্ষে অশ্রুধার ; (মা, তোমার) হায় দেখিতে কি পাব না মা ও প্রসন্ন মুখ আর।

এস মাগো কাছে এস, প্রাণসিংহাসনে বস, সর্ব্বস্ব কর অধিকার; তোমা বিনে ত্রিভুবনে কে আছে আর আপনার ॥ ১১০০ ॥

মল্লার-মিশ্র।—আড়াঠেকা

ওহে হিমালয় নগপতি শান্তিনিকেতন।

(চির) তোমা ছেড়ে ঘরে যেতে চাহে না যে মন।

যোগীন্দ্রনিবাস তুমি, অনন্তের লীলাভূমি, প্রশান্ত মুরতি তব নয়নরঞ্জন। (কিবা চিত্তবিনোদন)

তোমার উন্নত শিরে, শীতল নির্ঝর নীরে, শান্তি সমীরণ সদা করে সঞ্চরণ; পরশে যাহার হয়, যোগানন্দ রসোদয়,—প্রাণ মন মধুময়,—জুড়ায় জীবন।

বিশাল বরাঙ্গে তব, আভরণ নব নব, রজত তটিনী হার, কুসুম রতন; (কত বিচিত্র বরণ) সুনীল আকাশকোলে, সুমন্দ পবনে দোলে, শ্যামল সুন্দর ঘন নিকুঞ্জ কানন।

তুঙ্গশৃঙ্গ গিরিবর, শ্বেতকান্তি মহীধর, যেন জটাধারী হর ধ্যায় নিরঞ্জন; চারি ধারে মেঘমালা, হাসে কাঁদে করে খেলা, মধুর গম্ভীর তার ভীষণ গর্জ্জন।

পতঙ্গ বিহঙ্গগণে, গায় গীত বনে বনে, বসিয়া বিজনে হরি

করেন শ্রবণ; (একা) ইচ্ছা হয় প্রাণ ভরি, হেরি সে রূপ মাধুরি, ভেদ করি প্রকৃতির স্বচ্ছ আবরণ॥ ১১০১॥

ভৈরবী।—মধ্যমান।

সহজে তোমারে দিতে পারি কি এ প্রাণ।
বল করি লও হরি ওহে সর্ব্বশক্তিমান্।

গোপনে হৃদয়ে আসি, পাপ অন্ধকার নাশি, চিত্তহারী রূপে কাড়ি লও আত্মজ্ঞান।

প্রেম মদিরাঘোরে, রাখ অচেতন কোরে, বাঁধি প্রেমডোরে মোরে দেও শ্রীচরণে স্থান॥ ১১০২॥

সিন্ধুখাম্বাজ।—কাওয়ালি।

কেন ভালবাস মা আমায়।
আমি যে অধম পাপী, কত অপরাধী তব পায়।

তোমার প্রেমের ঋণ, বাড়িতেছে দিন দিন, শুধিবার নাহি যে উপায়; সরমে মরমে ব্যথা মরমে মিলায়ে যায়।

প্রতি দিন তব, কৃপা নব নব, নিরখি রসনা হয় নীরব; ইচ্ছা হয় মনে, লুটায়ে চরণে, জীবন সঁপি তোমায়।

দিয়াছ যে ধন, জীবন রতন, ফিরাইয়ে লও গো তাহায়;
বন্দী করে জন্মের তরে, রাখ মোরে ঋণদায় ॥ ১১০৩ ॥

বিভাস।—একতালা।

দুঃখে অনাহারে বিপদ আঁধারে ফেল যদি মোরে হে দীনশরণ।

বিপদভঞ্জন মূরতি তখন হৃদয় মাঝারে দিও দরশন।

নিজে দুঃখী হয়ে পরসুখ লাগি, থাকি যেন আমি সদা অনুরাগী, আপনি কাঁদিয়ে দয়ার্দ্র হৃদয়ে পরদুঃখঅশ্রু করিব মোচন।

দুঃখদাবানলে পুড়ে যদি প্রাণ, দুঃখে দুঃখে দিন হয় অবসান, তাহে যেন আমি না হই অধোগামী কঠোর হৃদয় কখন; দুখের ভিতরে হেরি তব মুখ, পাশরিব সব আপনার দুখ, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া বলিব, তব শুভ ইচ্ছা হউক পূরণ ॥ ১১০৪ ॥

জয়জয়ন্তী।—ঠুংরি।

ব্রহ্মানন্দসনে, এস বন্ধুগণে, হয়ে থাকি সবে একপ্রাণ।

এমন বন্ধু আর, কে আছে আপনার, তিনি হে সবাকার মিলনের স্থান।

বিধাতাপ্রেরিত, বিধান অমৃত, করিলেন যিনি দীনজনে দান; প্রেম ভক্তিভরে, কৃতজ্ঞ অন্তরে, চরিতসুধা তাঁর কর রে, কর পান ॥ ১১০৫ ॥

পূরবী—একতালা।

কোটি কণ্ঠ গাইছে তোমার অপার মহিমা লোক-লোকান্তরে।

জয় জয় নাদে করিছে বন্দনা জড় জীব সুর নরে সমস্বরে।

অযুত অগণ্য রবি শশী তারা, না পেয়ে সন্ধান ঘুরে হল সারা, ধূমকেতু যত হয়ে পথহারা, ভ্রমে ব্যোমে ব্যোমে আকুল অন্তরে।

অনন্ত গগনে ঘন মেঘাবলী, করে অন্বেষণ জ্বালিয়া বিজলী, ভীমবজ্ররবে, ডেকে ডেকে সবে, বেড়ায় কাঁদিয়া আকাশ উপরে।

ছুটিয়া ছুটিয়া ধায় নদ নদী, স্ফীতবক্ষে কেঁদে উঠে মহোদধি, হিমানী গলিয়া পড়ে নিরবধি,—তোমা তরে, গিরি কন্দরে কন্দরে।

বনে বনে ফিরে বিহগদম্পতী, তোমার বিরহে ওহে

বিশ্বপতি, ফুলফলডালি লয়ে বসুমতী দেয় ঢালি ও চরণে সমাদরে ॥ ১১০৬ ॥

মিশ্র জয়জয়ন্তী—কাওয়ালি।

গোপনে গোপনে, প্রেম আকর্ষণে, টানিছ আমারে ওহে প্রেমময়।

তাই তোমাতরে, প্রাণ কেমন করে, উচাটন মন, উদাস হৃদয়।

যে দিকে ছুটে যাই, সে দিকে বাধা পাই, কিছুতে শান্তি না হয়; অমিয় ভ্রমে হরি, গরল পান করি, সুখআশে শেষে দুঃখে জ্বলে মরি, অন্তিমে ভরসা তব পদাশ্রয়।

দেখিনু বার বার, তুমি বিনা আর, এ ভবে সার কিছু নয়; জেনে শুনে হায়, বাসনাপিপাসায়, লবণোদক পানে কেন পরাণ চায়, সুখে দুঃখে নাথ হোক তোমার জয়।

অনেকে ভুলাইতে, আছে এ পৃথিবীতে, তাতে কি মন ভুলে রয়; জীবনের গতি,প্রকৃতি নিয়তি, তোমা পানে নাথ ধায় দ্রুত গতি; তুমি দেব চিরশান্তিরালয় ॥ ১১০৭ ॥

সিন্ধু ।—একতালা ।

মরণ নিশ্চয় যদি হরিনামসাগরে ডুবে মরি।

খেয়ে তাহে হাবু ডুবু হরিনামামৃত পান করি।

যিনি জীবের জীবন, করে তাঁর নাম উচ্চারণ, (পাব) মরণে নব জীবন ইথে কি সন্দেহ করি।

মুখে হরি হরি বলে, নির্ভয়েতে যাব চলে, নামের মালা পরে গলে জয় জয় ধ্বনি করি।

ডুবিলে নাম রত্নাকরে, পাব কত রত্ন করে, ঘুচিবে চির দারিদ্র্য পেয়ে দারিদ্র্যভঞ্জন হরি।

কি ছার এ পাপ জীবন, দিব তারে বিসর্জ্জন, পেয়ে হরির শ্রীচরণ মানব জনম সফল করি।

কার আছে বাসনা আর, বৃথা জীবন বয়ে যায়, হরি নাম সাগরে ডুবে মরি, (করি) সবে গলা ধরাধরি ॥ ১১০৮ ॥

খট ভৈরবী ।—একতালা ।

কি ভয় ভাবনা ভবে।

এই হরিনাম গ্রহণ করে যেই জন, এ ভব সাগরে অনায়াসে তরিবে।

(তাই) হরি হরি মুখে বল বারংবার, হৃদে হরিপদ ধ্যান কর সার, হরিনামের মালা কর কণ্ঠহার, এ ভবযন্ত্রণা তবেত এড়াবে।

(দেখ) জগাই মাধাই মহাপাপী ছিল, ভক্তমুখে এ নাম শ্রবণ করিল, সেই দণ্ডে তারা পুণ্যধামে গেল, নামের ঘোষণা রহিল ভবে।

বেদ পুরাণ তন্ত্র করিছে ঘোষণা, হরিনামে ঘোচে জীবের যন্ত্রণা, একবার তাহা ভুলেও কি ভাবনা, সত্যকে অসত্য কেন ভাব তবে।

গৌর নিত্যানন্দ ভক্ত শিরোমণি, ভক্তিভরে করি হরি হরি ধ্বনি, স্বর্গের সমাচার পরিত্রাণকাহিনী, দ্বারে দ্বারে বিলায় দয়া করি জীবে।

হরিনাম ব্রত কররে গ্রহণ, হরিনাম সদা কররে সাধন, সর্ব্ব মনোরথ হইবে পূরণ, হরিচরণে মরণে স্থান যে পাইবে। ঘরে ঘরে সবে বল হরি হরি, হরি হরি বল সব নর নারী, বালক যুবক বৃদ্ধ বল হরি হরি, শ্রীহরিপ্রসাদে কুশলে রহিবে ॥৯১০৯॥

গাড়া ভৈরবী।—একতালা।

হরিনামকল্পতরুমূলে বসতি বাসনা করি।
পরিয়া বৈরাগ্যবাস ভক্তিজটা শিরে ধরি।

অক্ষয় গুরু হৃদয়ে, থাকিয়া তাঁর আশ্রয়ে, রহিব সদা নির্ভয়ে মুখে বল্‌ব হরি হরি।

ভক্তপদরেণু লয়ে, অঙ্গে বিভূতি মাখিয়ে, নামযোগে যোগী হয়ে, নামামৃত পান করি।

এক তন্ত্রী লয়ে করে, হরিগুণ গান করে, মোহিত হইবে প্রাণ, হরিপদ হৃদে ধরি ॥ ১১১০ ॥

আলেয়া—যৎ।

কেমন করে তোমায় ছেড়ে থাক্‌ব বল আর।

আমি তোমায় ছেড়ে ঘোর বিপাকে ঠেকেছি এবার।
(আমায় দয়া করি দয়াল হরি করহে উদ্ধার)।

সংসারের মায়াজালে, ফেলিয়ে কালের জলে, আমায় টানিতেছে দুজন জেলে করিতে সংহার।

পাপেতে জীবনভার, (আমি) বহিতে পারি না আর, এখন যা কর হে দীনবন্ধু ভরসা তোমার।

তুমি হে ভবকাণ্ডারী, (হরি) দাওহে আমায় চরণতরি, নৈলে তরঙ্গেতে ডুবে মরি, না জানি সাঁতার।

জেনে শুনে প্রলোভনে, পড়ে জ্বলন্ত আগুনে, আমি দগ্ধ হলাম নিশি দিনে উপায় কর তার।

তুমি হে রোগের ঔষধি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি, বিপদের কাণ্ডারী তুমি সর্ব্ব মূলাধার।

শরণ লয়েছি পদে, হরি রাখ আমায় এ বিপদে, অসহায়ের সহায় তুমি জানিয়াছি সার॥ ১১১১॥

সিন্ধু।—পোস্ত।

হরিনামের সুরা পান করিয়া এবার আমি মাতাল হব।

পিপে ধরে মার্ব্বো যে টান, আর পান করে আশা মিটাব (নামের সুরা)

গরল উঠে বিষয়মদে, কাজ কি আমার সে সকল মদে, পান করে সেই আসল মদে, লজ্জা ভয় তেয়াগিব।

শুড়িবাড়ী কর্ব্বো বাসা, পূরাইব সকল আশা, নিবারি দারুণ পিপাসা, চাষা নাম ঘুচাইব।

মাতালে বল্‌বে প্রমত্ত, তাহাতে হব না ভীত, হরিনামেতে হয়ে উন্মত্ত, হেসে খেলে দিন কাটাব।

বড় বড় মাতাল যত, হয়ে তাদের পদানত, গ্রহণ কর্ব্বো সেবাব্রত, মোক্ষফলের চাট খাইব।

ষড়রিপু করবো দমন, তাদের নেসায় করি অচেতন, নির্ব্বিবাদে কর্‌বো সাধন, এবার হরিনামে সিদ্ধ হব॥ ১১১২॥

আলেয়া।—যৎ।

আমার মন মনুয়া তবু করে বিষয়-বনে বাস।

তার ভগ্নবাসে, বনবাসে না পূরিল আশ।

(আছে) কি সুখে কণ্টকবনে, বিষয়ের কণ্ডূয়নে, তার বিষম জ্বালা প্রতিক্ষণে তবু যে উল্লাস।

ছয় জনা প্রধান অরি, তারে দিবানিশি আছে ঘেরি, তারা ফেলে তারে বিষম ফাঁদে কচ্ছে সর্ব্বনাশ।

পশ্চাতে বিকট শমন, করিয়া মুখ ব্যাদান, ক্রমে নিকট হতেছে, কখন করে গ্রাস।

বলিলে শুনে না কথা, অহঙ্কারে ঘোরায় মাথা, আমার প্রাণে দেয় যে ব্যথা ভেবে হই হতাশ।

কে বুঝাইয়ে বল্‌বে তারে, সে যে সদা অন্ধ মোহের ঘোরে, আবার বিচারেতে তর্কবাগীশ, হয়ে মায়ার দাস।

ভুলেও বলে না হরি, কেবল ভোগবিলাসের কারিকুরি, আবার আপনার পায়ে কুড়ুল মেরে আপনি দেয় সাবাস॥১১১৩॥

সিন্ধুভৈরবী।—যৎ।

হরি নামের নিশান তুলে ভবপারে চলরে মন।

স্বয়ং শ্রীচৈতন্য আসি তোরে করিবেন পথ প্রদর্শন।

হরিনামে নারদ ঋষি, সশরীরে স্বর্গবাসী, সংসারে হয়ে উদাসী, করেন ভক্তিতে নাম সংকীর্ত্তন।

নামের গুণ ভাই কে বর্ণিবে, ব্যক্ত আছে ক্ষেপা শিবে, যিনি কক্ষেতে লয়ে সংসারে, করিছেন যোগসাধন।

এমন হরি নামের জোরে, অনায়াসে যাব তরে, ইথে কি সন্দেহ আছে যার সাক্ষী আছে দেবগণ।

নামে ভক্তি কর ভাই, ভক্তি বিনা মুক্তি নাই, নামের সার সেই ভক্তি রতন, নৈলে অরণ্যে বৃথা রোদন।

ভক্তি ভরে বাজাও খোল, হরিনামে তুলে রোল, সবাই মিলে দাও হরিবোল, এ নাম শুনাও আর কর শ্রবণ ॥১১১৪॥

বাউলে।—খেম্‌টা।

প্রভু দীন দেখে কি আমায় দয়া করবে না।

তবে দীনবন্ধু বলে তোমায় কেউতো ভবে ডাক্‌বে না।

আমি মায়ার ঘোরে, পাপের ফেরে, পেতেছি যে যাতনা, তুমি অন্তর্যামী সকল জান আমার মনের বেদনা।

তুমি অধম তারণ, পতিত পাবন, জগতে এই ঘোষণা, এবার সেই নামেতে তরে যাব আছে মনের বাসনা।

তুমি যুগে যুগে পাপীদিগের করেছ যে করুণা।
এবার বোঝার উপর শাকের আটী বইতে কি হে পার না।

তুমি কৃপণ হলে, ও নামের বলে, পড়ে কেউত রবে না,
এবার ভবের কূলে হরিবলে ডাকিতে তোমায় ছাড়্‌ব না ॥১১১৫॥

কীর্ত্তন।—খেম্‌টা।

অকূল সাগরের মাঝে প্রেমের তরি ভেসে যায়।

তার সাঙ্গোপাঙ্গ ডাঁড়ি মাঝি, গৌর আপ্‌নি বসে হাল চালায়, তোরা কে যাবি রে চলে আয়।

ঐ দেখ উড়ছে পতাকা, তাহে হরিনাম লেখা, ভক্ত সঙ্গে বিরাজ করেন ভকত সখা, পেয়ে চরণতরি ভববারি পারে সবাই চলে যায়।

এই ভবেরই কূলে, যত পাপী সকলে, দিবা নিশি হরি বলে, ডাকছে উভরায়,আবার মনের দুখে ঊর্দ্ধমুখে তরির পিছে পিছে ধায়।

হরি গুণধাম, নহেন কারেও বাম, কৃপাসিন্ধু নিজ কোলে দিতেছেন আশ্রয়, যে জন হরি বলে, বিনা মূল্যে পারে চলে যায়॥ ১১১৬ ॥

কীর্ত্তন।—খেম্‌টা।

দয়াল নামটি মধুর স্বরে গাও।

তার সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে মধুর মৃদঙ্গ বাজাও।

দিয়ে কর তালি, হরি বলি ভাবরসে মগ্ন হও।

নামে মুক্তি দেবার শক্তি আছে (তার সাক্ষী জগজ্জনে) (আর সাক্ষী ভক্তগণে) (তারা প্রমাণ দেখাইয়েছে) এ নাম ভক্তি ভরে লও। (নামে পরিত্রাণ হবেই হবে)

আমরা হরি হরি হরি কেন বা বলি, আমরা পাপের জ্বালায় মরি জ্বলি, হরি বিনা মোদের কে বা আছে, সংসারের মাঝে, দিতে চরণে আশ্রয়।

নামে পাপ তাপ সব দূরে যাবে ভাই, নির্ম্মল হবে হৃদয়। নামরস মদিরা পানে মত্ত হয়ে যাও, আপনি মাতিয়া প্রেমে জগতে মাতাও।

নামযোগে যোগী হয়ে, সকলে জাগাও। (মোহ নিদ্রা হতে)

এক মনে এক প্রাণে হরি বল ভাই।

জীবনে সম্বল হরি বিনা গতি নাই॥ ১১১৭॥

কীর্ত্তন।—একতালা।

তোমার বিরহে, প্রাণ যে দহে, কেমনে ধৈরজ ধরি।
অনল সমান করিছে দাহন, তোমার বিচ্ছেদ অরি।
হৃদি সিংহাসন শূন্য অনুক্ষণ, (পাপ) আঁধারে রেখেছে ঘেরি।
করি অন্বেষণ না পাই দরশন, নয়নে আসে হে বারি।
আমার হৃদি বৃন্দাবন, শ্মশান সমান, হয়ে আছে অনিবারি।
(ভক্তি) কুসুম সৌরভ, না হয় উদ্ভব, বহে না শান্তি বারি।
(শান্তি যমুনারি বারি হে)
এস হে প্রাণের হরি, শ্রীচরণ হৃদে ধরি, প্রাণ শীতল করিহে শ্রীরূপ হেরিয়ে, প্রাণ ভরিয়ে, জনম সফল করি হে।
হৃদয়সিংহাসনে, প্রাণরাধিকা সনে, বিরাজ কর শ্রীহরি।
মোহন বেশ ধরি,বাজায়ে মোহন বাঁশরি,আমার প্রাণ মন লও হরি। (তাহে কি কাজ আছে, সেত তোমারি হে)
তাঁর শ্রীচরণে বেঁধে রাখ, ছাড়িয়ে দিওনাক (সেতো পশুর স্বভাব) তারে কর চরণের ভিখারি।
চরণ অমিয় ধার, পিয়ে যদি একবার, আসিবে না আর ফিরি (সংসার বনে) ॥ ১১১৮ ॥

খাম্বাজ।—মধ্যমান।

কি রসে ডুবাইয়ে রেখেছ। (এই স্বভাবে) (ওহে রসরাজ)
ফলে রস ফুলে রস চাঁদে সুধা ঢেলেছ।

সলিলে শীতল রস, অন্নে প্রাণময় রস, যাহার বিধানে জীবে জীবিত রেখেছ।

নর নারী হৃদে রস, শিশুমুখপদ্মে রস, সংসারে প্রেমের রস, কত দিয়াছ।

কেবলই প্রেমের খেলা, সবে সুখে করে মেলা, তোমার দয়ার লীলা প্রকাশ করেছ।

স্বভাবদর্পণ ছাঁদে, আপনি পড়েছ ফাঁদে, হেরি মন প্রাণ কাঁদে, কি খেলা খেলেছ।

ভক্তহৃদে ভক্তিরস, প্রেমিকের প্রেমাবেশ, প্রেমরসময় নিজে রসিক সেজেছ ॥ ১১১৯ ॥

বাহার।—কাওয়ালি।

তব তত্ত্ব কে জানে।
হল বেদ পুরাণ পরাস্ত যেখানে।

অপরূপ রূপ সত্যস্বরূপ, স্বরূপ চিন্তনে বুদ্ধি হারে; সতত প্রকাশ হও স্বপ্রকাশ ভক্তহৃদয়দর্পণে।

মহিমার সাগর করুণানিধান, করিতেছ যুগে যুগে নব-বিধান, তারণ কারণ কর অবতরণ সাধুভক্ত মহাজনে ॥ ১১২০ ॥

ললিত।—খেম্‌টা।

মা মা মা মা মা বলে শমন তোরে ফাঁকি দিব।

আমার মা রাজরাজেশ্বরী এবার তাঁর রাজ্যে বাস করিব।

মা আমার ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, যাঁর চন্দ্র সূর্য্য আজ্ঞাকারি, ওরে তার রাজ্যে বাস করিয়ে আর কি তোরে ভয় করিব।

মায়ের কোলে শুয়ে রব, মুখ পানে তাকাইব, নামের সুধা পান করিয়ে এবার আমি অমর হব।

মায়ের নামে বাজিয়ে ডঙ্কা, তোরে সদলে লাগাব শঙ্কা, শমন দমন মায়ের নামে এবার তোরে ভয় করিব।

দেবগণে সহায় লয়ে, শাসন কর্ব্বো রিপুচয়ে, তখন শূন্য চক্ষে থাক্‌বি চেয়ে, সশরীরে স্বর্গে যাব ॥ ১১২১ ॥

কীর্ত্তন।

অবিশ্বাসে প্রাণ আমার জ্বলে যায়।

কেবল ভাবলে তোমায় দয়ার নিধি আমার আশ্বাসে প্রাণ শীতল হয়।

আমি করে মহাপাপ, সই যে কত মনস্তাপ ; তবু তোমায় ছেড়ে অন্ধকারে, আমার প্রাণ কেন হে থাকৃতে চায়।

হল একি বিড়ম্বন, তোমার নাম করে শ্রবণ ; আমায় গলে না পাষাণ মন, সে যে যেমন তেমনি রয়ে যায়।

সাধুজনগণমুখে সদা শুন্তে পাই, হরি বিনা গতি নাই, তবু মজে না মন তোমার পদে, কেবল অহঙ্কারে মত্ত রয়।

তুমি দয়াল হরি ভববারি হতে কর পার, ভরসা আছে এবার ; এখন নিজ গুণে দীনহীনে হরি কর হে কিছু উপায়।

আমার শুষ্ক হৃদয় মনাগুনে জ্বলছে অনিবার, পুড়ে হল ছার খার ; ওহে শান্তিদাতা শান্তিবারি দয়া করি দাও আমায় ॥ ১১২২ ॥

গাড়া ভৈরবী।—যৎ।

প্রাণের এক তন্ত্রী সনে হৃদয়তন্ত্রী মিলাইব।

সে বাজিবে আমার সুরে আমি তার সুরে গান করিব ॥

ব্রহ্মসুরে ব্রহ্মতালে বাজাইব তালে তালে নাচ্‌ব গাব হরিবলে আনন্দে মন মাতাইব।

হরিনাম গুণগানে, নাম রস সুধা পানে, ভাসি চিদানন্দ রসে ভবের ভাবনা ভুলে যাব।

এক তন্ত্রীর সাধনে, একব্রহ্ম দরশনে, পড়ে তাঁর শ্রীচরণে অপরাধ ক্ষমা চাব।

উঠিবে প্রেম লহরী, মুখে বলবে হরি হরি, মোহ মায়া পরি হরি হরিপদে মিশাইব ॥ ১১২৩ ॥

কীর্ত্তন।

হরি নাম বিনা আর এ সংসারে ও মন কি ধন আছে বল রে।

এ নাম জীবনের সার ধন, এ নাম মরণে সম্বল রে।

আমার নাই তপস্যা সাধন ভজন, আমার নাইক যোগ বলরে।

ভবপারে যাবি যদি এনাম বদন ভরে বল রে।

এ নাম ধ্রুব প্রহ্লাদ বলে ছিল (গৌর নিতাই গেয়ে ছিল) (শিবশুক নারদাদি রে) তারা পেলে পুণ্য বল রে।

নামে পাষণ্ড দলন হয় রে, কাঁপে পাপাসুর দল রে।

নামে শান্তি সুখোদয় হয় রে, করে হৃদয় নির্ম্মল রে।

নামের তুল্য কেবা আছে, হরি আপনি কেবল রে।

নামের গুণে বাঁধা আছেন, হরি ভকত বৎসল রে (ও মন আর কিবা চা'স বল রে)

নামে অগতির গতি হয় রে, এনাম দুর্ব্বলের বল রে।

এখনও সময় থাকিতে, মুখে বল হরিবোল রে।
কেন কাটাবি অমূল্য জীবন, হয়ে পাপেতে বিহ্বল রে ॥ ১১২৪॥

ভৈরবী।—আড়া।

যা কর করুণাময়ী তোমারই ভরসা ভবে।
তোমা বিনে অকিঞ্চনে বল কে আর তারিবে।
তুমি গো মা মুক্তিদাত্রী হর্ত্রী, কর্ত্রী জগদ্ধাত্রী, তুমি গো সর্ব্বমঙ্গলে মঙ্গল করিছ জীবে।
পড়েছি ভব দুস্তরে, তোমা বিনা কেবা তারে, ত্রিলোক তারিণী তুমি আমারে তারিতে হবে।
ক্ষমা কর অপরাধ, ধরিতব শ্রীপাদ, সন্তানে ত্যজিলে গো মা, মা নামে কলঙ্ক রবে।
শ্রীপাদ তরণী ভব, তরিবারে ভবার্ণব, আমি তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব, কে আর আশ্রয় দিবে ॥ ১১২৫ ॥

রামপ্রসাদী

মা কি তুই কুমারের মেয়ে, আমি ভাব্‌তেছি তাই অবাক্ হয়ে।

আমায় কাঁচা পুতুল গড়েছিলি মা, যখন ভূমিষ্ঠ করিলি, এখন ভাল দগ্ধ করিলি গো মা, ঠাণ্ডা করগো ও অভয়ে॥

আমায় খাওয়াস মাটী পরাস মাটী, মাটীর শয্যায় শোয়াইয়ে, আবার অন্তকালে দেহ মাটী পাঁচে পঞ্চ মিশাইয়ে।

মা তোর মাটীর গড়ন ওড়োন পাড়ন, ব্যক্ত আছে চরাচরে, মাটীর সূর্য্য মাটীর চন্দ্র শূন্যে রেখেছিস্ ঝুলাইয়ে।

তোর বিষম চক্রে ঘোরে চাকা, গড়নের নাই লেখা জোকা, আমায় ভাব্‌তে লাগে ভেবা চাকা, চাকার মর্ম্ম দে বুঝাইয়ে।

তুই নাকি মা রাজরাজেশ্বরী, সম্পদ ঐশ্বর্য্যেশ্বরী, তবে এ কি গো তোর ধূলা খেলা, কালে প্রাপ্ত হবে লয়ে॥

ওমা শাস্ত্রে তোরে চিন্ময়ী বলে, অরূপা অনন্তরূপা, এবার মাটী কল্লে ভারতবাসী, তোরে মাটীর গড়ন দিয়ে॥

অজাতের জাত ঠিক ঠিকানা, এনাগাইদ তো কেউ পেলেনা, তোর জাতের কথা থাক্ মা ভোলা, আমায় তারিস্ চরণ দিয়ে॥ ১১২৬॥

রামপ্রসাদী।

মা দিলি যে জমিদারী।
আমি কর্‌তে নারি মালগুজারি।

আত্মজ্ঞান গোমস্তা বসে করিতেছে তসিলদারী, সে যে হাজা সুখা বাদ মানে না উপায় কি করি শঙ্করি।

আমার পাষাণ হৃদে হল চলে না,নাইক তাহে ভক্তিবারি, আবার ক্বাষাণ ছয়জন চাষ করে না, সদাই করে দাগাদারি॥

ফসল কুটা যা ছিল মা পাপানলে দগ্ধ হলো, এখন আপনি খেতে পেট ভরে না, তোরে দিব বল কি করি।

আমায় বাকি পড়া রেহাই দে মা,করিসনে আর জোরাবরি এবার নাতোয়ানে পড়ে আমি এসেছি মা তোর কাছারি।

নামের বীজ দাদন দে মা, করে ভক্তিবারির অধিকারী। আমি প্রাণপণেতে করব আবাদ, দেখি কি তার কর্ত্তে পারি॥

ও তোর কৃপা বেড়া দেগো আমায়,ফসল তাহে রাখব ঘেরি, আবার গোমস্তাকে দিস্‌গো বলে, করে যেন খবরদারি॥

যদি ভক্তি নদী বাণ আসে মা তরঙ্গ তার উঠে ভারি, তবে পায়ে ধরি, ক্ষেমঙ্করি দিশ মা আমায় চরণ তরি॥ ১১২৭॥

আলেয়া।—যৎ।

আমি কেমন করে যাব পারে তরঙ্গ ভারি।

আমি না জানি সাঁতার তাহে অতি আনাড়ি॥

ভবের তুফান ভাবলে পরে, আমার প্রাণ যে কেমন করে, কু-আশায় রেখেছে ঘেরি পথ না হেরি॥

নাহিক সাথি সম্বল, আমি নিজে যে অতি দুর্ব্বল, কে পার করিবে বল নাই পারের কড়ি।

কে এমন দয়াল আছে, আমায় দীন দেখে ডাকিবে কাছে, আমায় বিনা মূলে পার করিবে এ ভববারি।

আমি শুনেছি যে সাধুমুখে, যে জন হরি বলে ডাকে, সে যে তরে ঘোর বিপাকে পায় চরণতরি।

বসে ভবনদীকূলে, আমি ডাক্‌তেছি তাই হরি বলে, আমায় পার করিবেন অবহেলে দয়াল কাণ্ডারি ॥ ১১২৮ ॥

কীর্ত্তন।

এবার হৃদয় ভরে ডাক্‌বো তোমায় পণ করে বসেছি।
হয়ে মায়ার উপরে জ্বালাতন ঐ চরণে শরণ লয়েছি ॥

আমার নাইক উপায় আর, হরি তোমারিত ভার, ভব পারে দীনকাণ্ডারি কেবা আছে আর। তুমি অধমতারণ পতিতপাবন আমি সাধুমুখে শুনেছি।

গেয়ে তোমার নাম, পূর্ণ কর্ব্বো মনস্কাম, আবার হরি বলে অবহেলে যাব পুণ্যধাম। এবার পাপাসুরে বধ করিতে ব্রহ্ম অস্ত্র পেয়েছি।

একবার এস হে হরি দীনে করুণা করি, আমায় পুত্র বলে শান্তি কোলে লও তুলে হরি—পুড়ে মহাপাপে মনস্তাপে যাতনা পেতেছি ॥ ১১২৯ ॥

কীর্ত্তন।

একবার এস গো করুণাময়ী, তোমার শ্রীচরণ পূজিব।

আমার ভক্তিকুসুম ফুটিয়াছে মা, আমি আর কারে সমর্পিব ॥
(আমার আর কেবা আছে)

তুমি ভুবনমোহিনী, তুমি ভক্তচিত্ত উন্মাদিনী, রূপে জগৎ আলো করে আছ, আমি সেরূপ হেরিয়ে প্রাণ ভরিয়ে, নয়ন সফল করিব।

তোমার শ্রীমুখের বাণী, পবিত্র কাহিনী শুনে শ্রবণ জুড়াব।

ওমা, ভজন সাধন বিহীন আমি, দীনহীনের জননী তুমি, আমি তোমায় ভজে চরণ পাব।

ওমা সেই আশয়ে তোমায় ডাকি, আমারে দিওনা ফাঁকি, আমার কেবা আছে কার কাছে যাব।

আমি পাপের জ্বালায় মরি জ্বলি, এবার মনের কথা তোমায় বলি, আমি সব দুখ নিবারিব।

অসুরনাশিনী বেশে, এসগো মম মানসে, তোমায় পাপাসুরে বলি দিব। (জয় মা জয় মা বলে)

তোমার চরণদাপে, ভুবন কাঁপে হুঙ্কারে ডরে দানব।

তুমি জ্ঞান ঐশ্বর্য্যদাত্রী, অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী, চিদানন্দ-বিলাসিনী, অরূপা অচিন্তরূপা, চিন্ময়জ্ঞানস্বরূপা, দিব্যজ্যোতি-বিকাশিনী।

তোমার ভক্তগণ সঙ্গে লয়ে এস গো মা মম হৃদয়ে, আমি মনসাধ পূরাইব (একবার তোমায় হেরে) (বহু দিনের সাধ আছে) তব পদে লূটাইয়ে, বাসনা মিটাইয়ে, তোমারে প্রণাম করিব। (আর কিছু চাইনা মা)

তোমার সন্তান হয়ে, তোমা ধনে হারাইয়ে আমি কত কাল কাটাইব ॥ ১১৩০ ॥

বাউল।—খেমূটা।

ওমা ধন্য সে জন তোরে ভক্তিভরে চায়।

তুচ্ছ করে বিষয় কায়ে, সার করে তোর রাঙ্গা পায় ॥

ছেড়ে সংসার আশা, অসার সুখপিপাসা, শান্তিরসে সুখাবেশে মগ্ন থাকে সে সদাই।

আবার ভক্তি করে হৃদয় ভরে, তোর মহিমা সদা গায়, তার হৃদয় সরসী মাঝে, তোর চরণকমল বিরাজে, তার মনো-ভৃঙ্গ করে রঙ্গ সদা মধু পিতে চায়।

হয়ে মধুপানে মাতোয়ারা, হয় সে বিষয় বুদ্ধিহারা, কেবল মনের সুখে, নেসার ঝোঁকে, তোর মুখ পানে চেয়ে রয় ॥

তার পূর্ণ হয় সব কামনা, থাকে না ভয় ভাবনা, সদানন্দে চিদানন্দ রসে ভাসে ডুবে যায়।

হয়ে স্বর্গসুখের অধিকারী, তার প্রেমে ঝরে অশ্রুবারি, আবার তোর নাম উচ্চারণ করি, হাসে কাঁদে নাচে গায়। (ক্ষেপা পাগলের প্রায়)

তার থাকেনা কোন মমতা, সর্ব্বভূতে আত্মীয়তা, বিবেকী বৈরাগী হয়ে আত্মহারা হয়ে যায়।

তোর চরণতলে পড়ে থাকে, মুখে মা মা বলে ডাকে উদর পুরে সুধা খায়, সে কাতর হলে ক্ষুধায় ॥ ১১৩১ ॥

ইমনকল্যাণ ।—আড়াঠেকা ।

বিরাজ করিছ গো মা আপন মহিমাকাশে।
চরাচর মনোহর তোমার সুযশ ঘোষে ॥

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, আকাশে বিহরে তারা, জ্বলিছে উজ্জ্বল ভাতে, তোমার জ্যোতি প্রকাশে।

কলকণ্ঠ বিহঙ্গম, গাইছে তোমার নাম, কাননে কুসুম কলি, তোমারি সুহাসি হাসে।

প্রেমময় এ সংসারে, তব প্রেম পরিবারে, রয়েছে সকলে সুখে বাঁধা তব প্রেমপাশে।

প্রেমময়ী জননী হয়ে, সকলেরে কোলে লয়ে, পালিছ সদা যতনে, প্রাণ তাই তোমায় ভালবাসে॥ ১১৩২॥

বাগেশ্রী বাহার।—আড়াঠেকা।

ভজরে ভজরে মন নিখিল জগদাধারে।

সতত পূজরে তাঁরে ভক্তিপুষ্প উপহারে॥

যাঁ হতে সুখ সম্পদ, যিনি আপদের আপদ, ভজ সেই ব্রহ্মপদ, অলস থেক নারে॥

একমাত্র সেই বন্ধু, তরিবারে ভবসিন্ধু, দীননাথ দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু বলে যাঁরে॥

যা করিতে ভবে এলে, বল তার কি করিলে, বৃথা জীবন যাপিলে পরিণাম রবে নারে।

ধর মন সার তত্ত্ব, সদা কর আত্মতত্ত্ব, আশ্রয় করিয়ে সত্য, ভাব সেই সারাৎসারে ॥ ১১৩৩ ॥

সুরটমল্লার।—একতালা।

কে গো আমার অন্তরে বসে, ডাকিছ আমারে, তুষিয়া আদরে প্রাণ শীতল মধুর ভাসে।

তোমায় চেন চেন করি, চিনিতে না পারি, জননীর সম মনে জ্ঞান করি, দিবস সর্ব্বরী সাথে সাথে ফিরি, করিছ যতন ভাল বেসে।

কহিতেছ সদা কত হিত কথা, শুনিলে দূরে যায় প্রাণের ব্যথা, শুভঙ্করী হেন কে দেখেছে কোথা, বিরাজিতা চিদাকাশে তোমার রূপের ঝলকে চমকে নয়ন, মহিমা চিন্তনে স্তম্ভিত মন, তোমায় মা বলিয়া কেন করি সম্বোধন, মধুর হৃদয় আনন্দে ভাসে।

যখন যাহা চাই, তখন তাহা পাই, কিছুরই কোন অভাব রাখ নাই, সুধাই তোমায় তাই, তুমি কি গো সেই, জগত জননী গোপন বেশে ॥ ১১৩৪ ॥

কীর্ত্তন।

ওমা আদরেরই ধন, তোরে কোন প্রাণে বিদায় দিব।

একবার দয়া করে, এসেছিলে মম ঘরে, দয়াময়ী গো মা, এখন তোরে বিদায় দিয়ে, কি ধন লইয়ে শূন্যবাসে থাকিব। (প্রাণ কেঁদে উঠে)

যতক্ষণ ঘরে ছিলি, কত রূপ দেখাইলি, জীবনে নাহি ভুলিব। সেরূপ নিরখি ভাসিল দু আঁখি, তোরে পুন কবে হেরিব।

কত সুখ বিতরিলি, সন্তাপ হরিলি, (পাপনাশিনী গো) করিলি উৎসব আনন্দ উদ্ভব, সে ভাব কোথা আর পাব। (ওমা তোমায় ছেড়ে)

তুমি সম্পদবিধায়িনী, বরদে শুভদায়িনী, ভক্ত মনরঞ্জিনী, এই মিনতি তব পদে, বিপদে কি সম্পদে, থেক হৃদয়বাসিনী যেন আকুল অন্তরে, ডাকিলে তোমারে দরশন পাই তব।

আমি তোমারে হেরিয়ে দুখ পাশরিয়ে, সুখনীরে সদা ভাসিব।

এখন ছেলের মাতায় দিয়ে হাত, কর মাতা আশীর্ব্বাদ, আমি তোমা ছাড়া নাহি রব। সদা তোমারে ভজিব, তোমারে

পূজিব, তব নাম গাইব অন্তরে বাহিরে হেরিয়ে তোমারে, জনম সফল করিব।

গৃহলক্ষ্মী হয়ে থাক, আমারে ছেড় নাক, (আমি জনম দুখী) আমি তোমারে লইয়ে সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে, তব পদে বিকাইব॥ ১১৩৫॥

বাউলে।

প্রেম কি সহজেতে পাওয়া যায়।
সে যে স্বর্গের ধন মর্ত্ত্যে কভু নাহি রয়।

প্রেম নয় সামান্য ধন, তারে কর্ত্তে হয় অনেক যতন, যতন বিনে রতন বল কে কোথা পেলে কোথায়।

এই প্রেমে বাঁধা নর নারী, প্রেমে বাঁধা স্বয়ং হরি, হতে প্রেমের অধিকারী সর্ব্বত্যাগী হতে হয়।

প্রেমসাগরে ডোবে যে জন, তার থাকে না কোন চেতন, বাহ্যজ্ঞান হারা হয়ে সদা প্রেমে মত্ত রয়।

সদা প্রেমের আলোচনা, থাকেনা অন্য ভাবনা, তার প্রেমের চক্ষে বর্ষে সোণা রে; আবার প্রেমেতে জগৎ রঙ্গায়, তার সাক্ষী দেখ শ্রীগৌরাঙ্গ, করলেন প্রেমে কত রঙ্গ, এই বঙ্গ-ভূমি রঙ্গভূমি হল যাঁর কৃপায়। এখন যে জন তাঁহার সঙ্গে

মেশে.গৌর প্রেমতরঙ্গে যায় সে ভেসে,দিশে হারা হয়ে যে সে অগাধ জলে ভেসে যায়॥

গৌর মায়ায় দিয়ে জলাঞ্জলি, নিলেন সন্ন্যাসের ঝুলি, করেন আচণ্ডালে কোলাকুলি প্রেমে পাগলেরি প্রায়। হরি নামে মূর্চ্ছাগত, আবার হরিনামেই জাগরিত, একি ভাব বিপরীত, ভাবনা নাহি কুলায়।

হরিপ্রেম পরেশমণি, যে জন সে ধনে ধনী, বানায় সংসারে সোণার খনি, যাহা ইচ্ছা তাহা পায়।

থাকে না কোন অভাব, উদার বৈরাগীর স্বভাব, সদা মহা ভাবের আবির্ভাবে (হরিপ্রেমে) নয়নজলে ভেসে যায়॥ ১১৩৬॥

কীর্ত্তন।

তোর বৃথা জীবনের স্রোত বয়ে যায়, মূঢ় মন নয়ন মুদে রইলি তায়।

পরেশ পাথর পেয়ে হাতে ফেল্লিরে জলে, আর কি ডুব দিলে মিলে, এখন অগাধ জলে তলিয়ে গেলে প্রাণ হারাবার শঙ্কা তায়।

তুইরে অপোয়ে, দেখ্‌লিনে চেয়ে, ঐ যে সোণায় বরণ

চাঁদের কিরণ হৃদয় মাঝারে। সে যে প্রেমতরঙ্গে নৃত্য করে, চিত্তচকোরে না চায়।

যা হবার তা হয়ে গেছে ভেব না রে মন, উপায় বলি তোরে শোন, হরির চরণ, কর স্মরণ, শমন ভয় এড়াবি তায়।

পড়ে দয়ে গেলি বয়ে অকুল পাথারে, ঘোর মোহ আঁধারে, তোর নাইক তরি কেমন করি যাবিরে তুই কিনারায়।

ঐ দেখ ভক্তজীবন, যাচ্চে কেমন, বেয়ে প্রেমতরি গেয়ে নামের সারি। আবার তুলে ধ্বজা, কর্‌ছে মজা তারে ভক্তি সমীরে উড়ায়।

যদি ভবপারে যাবি ওরে আমার মূঢ় মন, কর সেই তরি আরোহণ, তোর পারের কড়ি চাবে না কেউ, কেবল হরিনামে দিও সায়॥ ১১৩৭॥

ভৈরবী।—আড়াঠেকা।

কবে করুণা প্রকাশিবে। দিয়ে ভক্তিজ্ঞান করিবে পরিত্রাণ ঘোর দুস্তর ভবে।

নিষ্কলঙ্ক কোটি শশী, জিনিয়ে রূপরাশি, হেরে প্রাণ শীতল হবে মোহ আঁধার নাশিবে।

তব প্রেম সূর্য্যোদয়ে, হৃদিপদ্ম বিকশিবে, সুধাগন্ধে মত্ত হয়ে মনভৃঙ্গ তায় পশিবে।

যোগানন্দে মজে রবে, সহজে তোমায় হেরিবে, অপার প্রেমপারাবার হৃদে উথলিবে।

দূরে যাবে পাপভয়, তব সহবাসে, মনের উল্লাসে প্রাণ তব গুণ গাইবে ॥ ১১৩৮ ॥

বেহাগ—একতালা।

বল কোথায় তাঁরে পাব।
তাঁহার বিরহে কেমনে বাঁচিব ॥

যাঁহার কারণে ব্যাকুলিত প্রাণ, কোথা গেলে পাব সেই প্রাণধন, তাঁহারি তরে, প্রাণ যে কি করে, কে আর শুনিবে, কাহারে বলিব; আকাশে তাঁহারে করি অন্বেষণ, শূন্যময় দেখি না পাই দরশন, তাঁহারি স্বজন হেরিল নয়ন তাঁহার সন্ধানে পরাভব।

জলধি মাঝারে হইলে মগন, গভীরতা তাঁর না হয় নিরূপণ, অরণ্য ভিতর ভূচর খেচর, ধরাধরে নাহি ধরে তাঁর ভাব।

সত্যজ্ঞানময় তাঁহার বরণ, প্রেমসুধাকরে সুধারি কিরণ, অনন্ত রূপেতে মানসমোহন, আনন্দ সদা উদ্ভব।

মঙ্গলময় অদ্বিতীয় পতি, সর্ব্বারাধ্য পুণ্যময় মহা-জ্যোতি, সাধু হৃদি মাঝে সতত বসতি কে দেখে তাঁহারে বিনা মহাভাব ॥ ১১৩৯ ॥

আলেয়া।—একতালা।

কেন মিছে মর ভেবে। ভুলে রহিলে ভবে, আপন আপন কর অনুক্ষণ, জান না আপনে ত্যজিতে হবে।

ধন জন বৃথা কর আহরণ, পলকেতে কাল করিবে হরণ, অতুল বৈভব কোথা রবে তব, শমন ভবনে যাবে যবে ॥

একবার মনে নাহি ভাব সার, এ সংসার অসার কেহ নহে কার, সময় হইলে করিবে প্রয়াণ, ধরিয়া রাখিতে না পারিবে।

প্রাণ সম পুত্র আদরেরি ধন, অশ্রুনীরে দিতে হবে বিসর্জ্জন, প্রাণের প্রেয়সী হাসে জ্যোৎস্না রাশি, সে হাসি ফুরাবে গলে ফাঁসি রবে।

সংসারেরি দশা যদি এই হলো, কেন তার তরে হওরে ব্যাকুল, গুরু বাক্য ধর, সত্যপথে চল, অপার আনন্দ পাবে।

নিত্য সত্য যিনি সর্ব্ব মূলাধার, যাঁ হতে উৎপত্তি সকল সংসার, ভাব মনে সদা তাঁর পদ সার,চরমে সুসার হবে॥ ১১৪০॥

কীর্ত্তন।

নববিধান এসেছেন ধরায়, করিতে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়। (এই কলিতে) হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টীয় মহম্মদাদি রবে না প্রতিবাদী, সবে ভক্তিভরে সমস্বরে বলবে হরি দয়াময়ের জয়॥

ঈশা মূশা গৌর গৌতম, শাক্য মহাবীর, শিব নানক কবির, যাজ্ঞবল্ক সুধীর। বসে একাসনে যোগধ্যানে, হবে ভক্তি প্রেমে এক হৃদয়, আবার দাউদ নারদ বীণার তানে গাবে হরি দয়াময়ের জয়।

যোগ ধর্ম্ম জ্ঞান কর্ম্ম, ভক্তি প্রেম আর, সবার হইবে সুসার। সকল গুরুবাক্যের এক হইবে, হবে সর্ব্ব শাস্ত্রের জয়।

ঘোর কলিযুগে শুভযোগে শুভ ভাগ্যোদয়, হবে কলির বিপর্য্যয়, নাশিবারে পাপরাশি, হল বিধান শশীর উদয়।

এবার মর্ত্তালোকে রবেন হরি আর ভাবনা নাই, ঘরে বসে স্বর্গ পাই। ঐ হৃদয় ভরে দেখ্‌বে তাঁরে যত পাপিগণ,

সেবা করিবে চরণ। আবার এক তানে এক প্রাণে গাবে হরি দয়াময়ের জয়।

ঐ পূর্ব্ববাণী পূর্ণ হবে, ভারতের সমাচার, সব হবে একাকার। (জাতিভেদ রবে না ক আর) আবার সাকার যাবে, নিরাকারে হবে, হরি দয়াময়ের জয়।

ঐ আচম্বিতে স্বর্গ হতে হয় দৈববাণী, বিশ্বাস কর্ণেতে শুনি, এবার ভজে হরি ভববারি পারে যাবে পাপী সমুদয় ॥১১৪১॥

বাউলে সুর।—একতালা।

তারে আপন ভেবে ডাক দেখি মন হৃদয় ভরে, প্রাণ মন সমর্পণ করে।

যিনি জীবের জীবন, করিছেন পালন, ভাবিয়ে আপন এ সংসারে। আবার তোমারি কারণ, করেন বিতরণ, বিবিধ রতন অজস্র ধারে।

তুমি বিষয়েতে ব্যস্ত, বিষপানে মস্ত প্রমত্ত, হইয়ে মায়ার ঘোরে, সদা থাক যে অন্তরে, ভাব না অন্তরে, যে জন অন্তরে বাহিরে বিরাজ করে।

দেখ বিশ্বাস নয়নে, হৃদয় রতনে, হৃদিসিংহাসনে প্রাণা-

ধারে। দেখ সেরূপ কেমন, ভুবনমোহন, জ্যোতির্ম্ময় আছেন আলো করে।

দিয়ে ভক্তি উপহার, পূজা কর তাঁর, দয়াল পিতা বলে ডাক তাঁরে। ভাব তাঁহারে আপন, সে নহে আপন, তুমি আপন আপন বল যারে।

সেই পারের কর্ত্তা হরি দয়াল কাণ্ডারী; দেবেন চরণতরি ভব পারে। ওরে এ ভববন্ধন, যাঁ হতে মোচন, তাঁ হতে আপন বল কারে॥১১৪২॥

পূরবী।—আড়াঠেকা।

গেল দিন আয়ু ক্ষীণ হইল তোমার।

তথাপি নিশ্চিন্ত আছ, না চিন্ত সেই সারাৎসার।

বিষয়ে হইয়ে রত, করিলে যে দিন গত, ফিরে আসিবে না সেতো তব পাশে পুনর্ব্বার।

অগাধ কালজলধি বহিতেছে নিরবধি, মানবজীবন নদী মিশে তাহে একাকার।

মধ্যাহ্ন তপনপ্রভা, দিবা অন্তে হতপ্রভা, তোমার তুলনা কিবা তুমি কোন ছার।

অনন্ত কালসাগরে, ভাসিতেছ বিম্বাকারে, ভাব না কোন্ অহঙ্কারে, নিজ দশা একবার ॥ ১১৪৩ ॥

পঞ্চম বাহার।—যৎ।

জয় ব্রহ্ম জয় ব্রহ্ম বলে, উঠরে নিদ্রিত মন।

তাঁরে ভক্তিভরে প্রণমিয়ে কর তাঁর অভিবাদন ॥

প্রাতঃসমীরণ সনে গাওরে তাঁহার গুণ, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম কররে অনুকরণ।

বাল রবি আলো করি উদিল পূর্ব্ব গগনে, প্রকাশে তাঁর মহিমা দেখ চাহিয়া নয়ন।

ফুটিল কুসুমদল, ছুটিল যে পরিমল, তাঁহার যশ অমল হিল্লোলে বহে পবন।

তাঁরে গাইছে অমর সবে মাতিয়া আনন্দোৎসবে, বাজিছে আনন্দবাদ্য নীরবে কর শ্রবণ।

প্রকৃতি সহায় তব, উদ্দীপনে তাঁর তরে, ভাবিয়া স্বভাব ভাব কর তাঁর উদ্বোধন।

খুলিয়া হৃদয়দ্বার, ডাক সেই প্রাণাধার, দিয়ে ভক্তি উপহার কর তাঁর পূজার আয়োজন ॥ ১১৪৪ ॥

আলেয়া—আড়াঠেকা।

তার কিসের অহঙ্কার।
জীবনসম্বন্ধ যার সঙ্গে রচিত তোমার।

ধন ঐশ্বর্য্য মান, করে গর্ব্ব উদ্দীপন, ভাবিয়ে দেখ রে মন পলকে প্রলয় তার। দেখ নিজ জ্ঞানচক্ষে, বিশাল কালের বক্ষে, বেষ্টিত হয়ে বিপক্ষে, ভাসিতেছে বিশ্বাকার।

কবে প্রতিকূল বায়ু, হরিবে তোমার আয়ু, পাঁচে পঞ্চ মিশাইবে সব হবে শূন্যাকার।

দর্পহারি ভগবান্, সর্ব্বত্র বিরাজমান, হতেছে সাম্য বিধান শাসনে নিয়ত তাঁর।

উঠিলে পড়িতে হবে, সতত মনে রাখিবে, বিনয়ী প্রণত জনের পতন নাহিক আর॥ ১১৪৫॥

আলেয়া।—একতালা।

হরিনাম বদনে বল ভাই। হরিনাম বিহনে গতি নাই।

হরিনামরসামৃত, পান কর অবিরত, কেন থাক জীবন্মৃত হরি বিনা সুখ নাই।

পাপেতে হলেম প্রবীণ, দিন গত আয়ু ক্ষীণ, ক্রমে নিকট সে দিন, কি হবে তার ভাবি তাই ॥ ১১৪৬ ॥

আলেয়া।—একতালা।

তুমিসর্ব্বসুখ সার, অতুল করুণাধার। অনাদি অনন্ত, কে বা পাবে অন্ত, প্রশান্ত শান্তিপারাবার।

রাজাধিরাজ কল্যাণবিধাতা, অধমতারণ পাপীর মুক্তি-দাতা, তুমি পিতা মাতা সর্ব্ব সুখদাতা, তুমি বিনা কে বা আছে আর।

শ্রীপদসম্পদ যে করে ভাবনা, নিমেষে ঘোচে তার যমের যন্ত্রণা, এ ভবভাবনা রহে না রহে না, আনন্দ সদা অপার। কটাক্ষে যাহারে চাও কৃপাচক্ষে, সর্ব্ব বিপদেতে পায় সে যে রক্ষে, তব পাদপদ্ম শোভে তার বক্ষে, প্রেম অশ্রুজলে ভাসে আঁখি তার ॥ ১১৪৭ ॥

বাহার।—ঝাঁপতাল।

হরিনাম করে যে জন কি ভয় তার মরণে।

হয় রবিসুত বশীভূত দুর্জ্জয় নামের গুণে।

ভক্তদলসঙ্গে মিলে, সিংহনাদে হরি বলে, নির্ভয়েতে যায় সে চলে, দুস্তর ভবজীবনে।

হরিনাম সুধাধার, পিয়ে যে বা একবার, কি ভয় ভাবনা তার, পাপ তাপ মোচনে। ও ভাই মুখে হরি হরি বল, ক্রমে কাল নিকটে হ'ল, কি ফল হইবে বল, বিফল কাল হরণে ॥ ১১৪৮ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

বাপের শাসনভয়ে এসেছি মা তোর কাছে।

রাখ্ মা আমায় আঁচল ঢেকে নহিলে কি প্রাণ বাঁচে।

করেছি কুকর্ম্ম কত, ভেবে হই মা জ্ঞানহত, এখন হলাম তোর শরণাগত মার খেয়ে প্রাণ যায় পাছে।

কেমনে পাইব ত্রাণ, ভেবে আকুলিত প্রাণ, কর মা আশ্রয় দান, আর আমার কে বা আছে ॥ ১১৪৯ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

কোথা হে করুণানিধি কর ভবে পার।

পড়েছি দুস্তরে অতি না জানি সাঁতার।

তুমি পাতকিতারণ, ভবভয়বারণ, অনাদি আদিকারণ, সর্ব্বমূলাধার।

দীন দয়াময়, পতিতপাবন, শ্রীপদে লয়েছি শরণ, ভব কর্ণধার। (তুমি) ॥ ১১৫০ ॥

কীর্ত্তন।—একতালা।

দগ্ধ অঙ্গার সম, দহিছে মম জীবন।

আমি অসত্যসেবনে, পাপবিষপানে, শিয়রে ডাকিনু শমন (কত আদর করে) (মোহ আঁধার ঘোরে) আমি সত্যেরে অসত্যের আভাস করিলাম কত দান। (পরধন লভিবারে) (বৃথা মান পাইবারে) (পাপমদ অহঙ্কারে)।

হয়ে আত্মঘাতী, মহাপাপী, কেমনে পাইব ত্রাণ। (উপায় কি আর আছে) (হরি নাম বিনা আর)

এখন শান্তিবারি কোথা পাব শীতল হইবে প্রাণ ॥ ১১৫১ ॥

কীর্ত্তন।—একতালা।

ডাক ভাই সকলে,হর্ষ কোলাহলে, দয়াময় হরি বোলে।

হরিনামের হিল্লোলে, পাষাণহৃদয় গলে, আঁখি ভাসে প্রেমজলে।

জীবন ধারণে, বহু পাপাচরণ, দিনে দিনে কত হয় রে (একবার ভেবে দেখ) সে পাপমোচনে, হরিনাম বিনে, গতি নাই বেদে কয় রে। (কথা মিথ্যা নয় রে) তবে কেমনে রহিবে, বল রে নীরবে, দয়াময় নাম ভুলে (ঘোর পাপী হয়ে) ॥ ১১৫২ ॥

কীর্ত্তন।

প্রাণারাম দীনবন্ধু হরিনাম বদন ভরে বল রে।

তবে ঘুচিবে পাপের জ্বালা মায়ারি শৃঙ্খল। (ভব বন্ধন মোচন হবে রে।)

তোমার জনম বিফলে গেল কররে সফল (মধুর হরিনাম লয়ে রে) মিছে বিষয়ে আশয় কর সকলি বিফল (কেহ চির দিনের নহে রে) (কখন কাল গ্রাসিবে রে) (অন্ধের স্বপনেরি প্রায় রে) হরিনাম বিনা কিছু নাহিক সম্বল। (ভব পারে যাই- বারে রে). (একবার ভেবে দেখ রে)

এ নাম ভক্তিভরে সাধন কর থেক না বিহ্বল। (ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি রে) (কি লয়ে ভুলিয়ে আছ রে) ॥ ১১৫৩ ॥

কীর্ত্তন।

বৃথা দিন যায়, ডুবিয়ে মায়ায়, ক্ষয় হলো তব জীবন। (এক বার চেয়ে দেখলি না রে)।

আছ কি আশায় ও মন দুরাশয়, বিষয়ে করি যতন।

না দেখ চাহিয়ে শিয়রে বসিয়ে, নিকট বিকট শমন।

প্রতীক্ষা করিছে দিন গণিছে (কাল) কবে হবে পূরণ।

বৎসরান্তে বৎসর এলো, তোমার দিন ফুরাল, ভেবে দেখ্‌লি না মন।

মায়া ইন্দ্রজালে বিভ্রান্ত রহিলে, নাহি তত্ত্ব অন্বেষণ।

এইরূপ কাল কত, হইল অতিবাহিত, হয় কি রে স্মরণ।

পাপবৃদ্ধি দিনে দিনে, পর্ব্বতপরিমাণে, তবু নির্ভয় কেমন। (যেন এমনি যাবে চির দিন)

এখন সময় থাকিতে, মন দাও নিজ হিতে, লও হরি-পদে শরণ। তাঁর নাম গান, কর অনুক্ষণ, (হয়ে) ভক্তিরসে মগন।

ত্যজে ভাবনা অসার, আত্মতত্ত্ব কর সার, হয়ে অকিঞ্চন।

দিবানিশি বল, মুখে হরিবোল, হবে পাপ বিমোচন॥ ১১৫৪॥

টোরিভৈরবী।—আড়াঠেকা।

কবে সে দিন হবে।

উজ্জ্বল বৈরাগ্য প্রভা হৃদে প্রকাশিবে।

ঘুচিবে সংসারবাসনা, অনিত্য অসার কল্পনা, আত্মতত্ত্ব অন্বেষণে মন মজিবে।

যোগাসনে বসে মন, ভাবিবে বিভুচরণ, করে তাঁর নাম উচ্চারণ প্রেমাশ্রুধারা বহিবে।

মলিনতা অন্ধকার, রবে না রবে না আর, সব হবে একাকার, তাঁর ভাব আবির্ভাবে।

আমার আমিত্ব যাবে, তন্ময় সকল হবে, ব্রহ্মসত্তাসাগরে জীবাত্মারে বিসর্জ্জিবে॥ ১১৫৫॥

বিভাস।—একতালা।

মোহন বেশে মন করি আকর্ষণ, বিরাজ করিছ জগতে শ্রীহরি।

দয়াল নামের গুণে বাঁধি দীনজনে, ভুলালে দেখায়ে রূপের মাধুরি।

সাগর জিনিয়া তোমার করুণা, আকাশ জিনিয়া তোমার

মহিমা, কোটী চন্দ্র জিনিয়া রূপ অতুলন, হেরে তোমাকে নয়নে বহে প্রেমবারি।

জননীর বেশে নারীহৃদি মাঝে, রাজরাজেশ্বর মানব-সমাজে, করিছ শাসন করুণা বিধানে, বিবিধ মঙ্গল বিতরণ করি।

ফল ফুলে মহালক্ষ্মী রূপ ধরি, শান্তিরূপে বহে নির্ঝরের বারি, (তুমি অন্নদা রূপেতে অন্নদান করি, পালিছ জগতে বিরাট্ রূপ ধরি।

মহাজ্ঞানরূপে বেদাদি বেদান্তে, পুণ্যময়রূপে সাধু পুণ্যবন্তে, ভবকর্ণধার হয়ে জীবনান্তে, জীবে তরাও দিয়ে শ্রীচরণতরি॥ ১১৫৬॥

আলেয়া।—আড়াঠেকা।

বরিষার ধারে বহে করুণা তোমার।

তৃষিত তাপিত প্রাণ করে শীতল আমার॥

না চাহিতে দিলে কত, সুখ শান্তি অবিরত, সকলি সময়োচিত তব ব্যবহার।

দারুণ পাপদহনে, দহিল যবে জীবনে, ঘেরিল অনল-

রাশি হৃদয় আগার। হলো আশার সঞ্চার, পেয়ে করুণা অপার, নিবারি পাপের জ্বালা করিলে উদ্ধার।

দিলে প্রেম আলিঙ্গন, লয়ে নিজ নিকেতন, পুরালে প্রাণের আশা অতি চমৎকার। সে ভাব উদয় হলে, পাষাণ-হৃদয় গলে,ছাড়ি তব পদতলে যাইতে চাহে না আর॥ ১১৫৭ ॥

কীর্ত্তন।—তেতালা।

কি ভাবে পাগল গোরা রায়।

মুখে হরি হরি বলে নয়ন জলে ভেসে যায়।

হয়ে বাহ্য জ্ঞানহারা, পথে চলে যায় গোরা, যেন প্রেমানন্দে মাতোয়ারা, তাঁর পরশে পবিত্র হয়। (ভুবন)

দশ দিক আলো করি, চলিছে ভক্তের সারি, সঙ্গে কুঞ্জবিহারী হরি, কি শোভা হয়েছে তায়।

হয় সিংহনাদে হরিধ্বনি, শুনে কম্পিত মেদিনী, যার প্রবেশে শ্রবণপুটে, তার পাপভয় দূরে যায়। (রবে পাষণ্ড দলন হয়)॥ ১১৫৮ ॥

বেহাগ।—যৎ।

কর কি কৌতুক, শমন, শিয়রেতে বসিয়ে।

কেন বৈরিভাবে চেয়ে আছ প্রাণবধ আশয়ে।

জান না কি হরিনামে, ভয় নাহি পরিণামে, অমর হয়েছি আমি নামেরি সুধা পিয়ে।

কি আর করিবে বল, মুখে হরি হরি বল, এস দুই জনাতে পাতাই স্যাঙ্গা, নামরসে রসিয়ে॥ ১১৮৯॥

কীর্ত্তন।—যৎ।

গৌর দরশনে যদি যাবিরে পিপাসু মন।

যথা নিত্যধামে বিরাজ করেন সাধু ভক্ত মহাজন।

স্নান করি পুণ্যজলে (সাধুর চরণ ধোয়া জলে) (অন্য জলে হবে নারে) পররে পবিত্র বসন।

হরিনামামৃতরসে কররে নয়নাঞ্জন। (নৈলে দেখা পাবি নারে) (সে যে দেবের দুর্লভ দরশন) (হরিনাম বিনা কি গৌর মেলে) দেখ্‌বি প্রেমের দরবারে বসি আছেন গৌর রায়। তথা কেহ হাসে কেহ কাঁদে কেহ প্রেমে নাচে গায়। (আনন্দের সীমা নাই রে) (সদানন্দের সহবাসে রে) কেউবা প্রেমতরঙ্গে রঙ্গে, প্রেমসিন্ধুর সঙ্গে, প্রেমনীরে হয়েছে মগন। কেবল বহিছে প্রেমের ধারা ভরিয়া নয়ন।

তারা ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে, কভু ধরাশায়ী প্রেমাবেশে, কভু সিংহনাদে হরি বলে করে নাম সংকীর্ত্তন।

নয়নে নয়নে হেরি, হৃদয়বিহারী হরি, প্রেম উৎসব করে অনুক্ষণ।

ভক্তিপুষ্প উপহারে, সবে মিলে পূজে তাঁরে, শিরে লয় তাঁর শ্রীচরণ।

কি বা ভকতসমাজ মাঝে, ভকতবৎসল বিরাজে, হেরিয়ে নয়ন হয় শীতল। কলুষ-বিষ-দহন, নিমেষে হয় মোচন, প্রেম ভক্তি হয় যে উজ্জ্বল।

হেরিয়ে সে ভাবখানি, ধরা স্বর্গ হেন মানি, যথা হরি তথা স্বর্গোদয়। সাধুভক্ত মহাজন, দেবতা সমান হন, দরশনে ছুটে পাপভয়। এবার পাইয়া গৌরাঙ্গ সঙ্গ ছেড়নারে মন ॥ ১১৬০ ॥

আলেয়া।—আড়াঠেকা।

ওহে চতুর চূড়ামণি।

বিচিত্র তোমার লীলা অদ্ভুত কাহিনী।

দিয়ে মোরে দারাসুত, করিলে যে অভিভূত, চৈতন্য-রূপেতে পুন জাগাও আপনি।

সাধিতে আপন কর্ম্ম, কামাদি প্রবৃত্তি ধর্ম্ম, দিয়ে আমায়

ভবক্ষেত্রে পাঠাইলে তুমি। আমি অধম কেমন, হয়ে মোহে অচেতন, আপন জালে জড়িত হইলাম জানি শুনি।

সম্মুখে আশাপর্ব্বত, বিবিধ সাজে সজ্জিত, করিতেছে প্রলোভিত দিবস যামিনী। পশ্চাতে শমন বসি, লয়ে খরসান অসি, হাসিয়া বিকট হাসি, নাশিছে পরাণী।

হেন দুর্ব্বল মানবে, কেন পাঠাইলে ভবে, তব মর্ম্ম কে বুঝিবে, ওহে গুণমণি। করহে কিছু উপায়, ধরি প্রভু দুটি পায়, বিফলে জনম যায়, কি হবে না জানি ॥ ১১৬১ ॥

পাহাড়ী।—আড়াঠেকা।

[কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিনে]

মায়ের কোলে বসি, হাসি হাসি যাইলে কোথায় হে।

সে হাসিতে আজি কেন পরাণ কাঁদয় হে।

আর বুঝি আসিবে না, আর বুঝি হাসিবে না, তাই মুদ্রিত রাখিলে হাসি, মুখের শোভায় হে।

ভারত সন্তান যত, কাঁদিতেছে অবিরত, সবে যেন বজ্রাহত, না দেখে তোমায় হে।

লয়ে পরহিত ব্রত, আপনি কাঁদিলে কত, হাসিল দুষ্ট ভারত, তোমার যাতনায় হে।

সে শোধ ভাল লইলে, হাসিয়ে সবে কাঁদালে, কি খেলা আজি খেলিলে, বিদরে হৃদয় হে।

নিজ পূর্ণ যোগ বলে, ভবলীলা সংবরিলে, মৃত্যুকে জয় করিলে, হলে মৃত্যুঞ্জয় হে ॥ ১১৬২ ॥

কীর্ত্তন।

ঘোর কলিযুগে মহাপুরুষ কে রে।

যাঁহার পুণ্যচরিতে নববিধান বিরাজ করে।

মন রাখ রে হৃদয়ে গাঁথি চিত্তে যদি পার তাঁরে।

কভু হিমালয়শিখরে বসি যোগেতে মত্ত, সংসারে উদাসী মত, আবার ভক্তিগঙ্গা শিরে ধরি পঞ্চমুখে গান করে (হরি গুণ) কভু সংসারে পশি, কর্ম্ম তুফানে ভাসি, বীরবাহুবলে অবহেলে, তরঙ্গেতে সন্তরে। (ঘোর)

কভু চৈতন্যস্বরূপে মহাভাবেতে মাতি, ভক্তবৃন্দের সাথি, দিয়ে সোণার নূপুর রাঙ্গা পায়ে নব নৃত্যে চিত্ত চুরী করে।

সঙ্গে খ্রীষ্ট হিন্দু গৌতম মোহম্মদ চেলা, সবে করিতেছে মেলা, বসে একাসনে ভ্রাতৃভাবে প্রেম আলিঙ্গন করে জাতি নাহি বিচারে।

নাহি বিবাদ বিসংবাদ, এক পরব্রহ্মবাদ, দিয়ে ভক্তিপুষ্প উপহার মানসে পূজে তাঁরে। (কেরে)

কোরাণ পুরাণ বেদ বাইবেল সবে সমজ্ঞান, এক ব্রহ্মের বিজ্ঞান, হবে প্রেমেতে বিভোর, প্রাচীন পীর প্যাগাম্বর, যোগী ঋষি সবার সমাদর করে। (কেরে)

কলিকালে যুগধর্ম্ম ধর্ম্ম সমন্বয়, হলো যা হতে উদয়, ও যাঁর সঙ্গে মিলে হরি বলে ব্রহ্মাণ্ড নৃত্য করে ॥ ১১৬৩ ॥

খাম্বাজ—যৎ।

প্রাণসখারে কেমনে ভুলিব এ জীবনে।

জীবন মরণ সম যাঁহার বিহনে, যাঁ হ'তে লভিলাম জ্ঞান, ধরম পরম রতন, যাঁ হ'তে বহে জীবন অনন্তকালেরই সনে।

যাঁর পুণ্য সহবাসে, হৃদয় উল্লসে প্রাণ কমল আনন্দে হাসে প্রেম রবির কিরণে ॥ ১১৬৩ ॥

ভৈরবী।--ঝাঁপতাল।

ভীষণ খরসান তরবারি ধরি, সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছ পাপান্তক অরি।

পলকে প্রলয় কর ভীম হুঙ্কারি, বজ্রনিনাদে অরিকুল সংহারি।

তব আগমনে উদ্যান শ্মশান, তব দরশনে উদাসী সংসারী।

সাধন সহায় তুমি পরমোপকারী, দুর্দ্দম পাপাগম সংযমকারী।

হর পাপ হর শোক মোহ আঁধার আমারি, প্রণমামি তব পদে জয় হে তোমারি॥ ১১৬৫॥

খাম্বাজ।—মধ্যমান।

বিপৎসঙ্কুল ভবসাগরে হরি বিনা কে বা আছে নিস্তার করে তোরে।

বিপদ যে পদে পদে, অমানিশা প্রতিপদে, তথাপি নিশ্চিন্ত আছ অসার আশা ধরে।

দেখ না চাহিয়ে মন, খুলিয়ে জ্ঞাননয়ন, নিকট বিকট শমন, কখন্ গ্রাস করে॥ ১১৬৬॥

সিন্ধু-ভৈরবী।—মধ্যমান।

বিপদে শ্রীপদে মাগো দিও শ্রীচরণে স্থান।

তব পদ বক্ষে ধরি কেঁদে জুড়াইব প্রাণ।

হইয়ে অনন্যগতি, যদি হয় তোমাতে মতি, একান্ত ভকতি রতি, তা হ'লে পাইব ত্রাণ।

বিষাদ ঘন আঁধারে, অপার ভবতুস্তরে, মা বলে ডেকে তোমারে, হারাইব আত্মজ্ঞান॥ ১১৬৭॥

নগরকীর্ত্তন।

(তেওট) হাসিছেন আনন্দময়ী, হাসি হাসি ডাকিছেন মধুর স্বরে, আনন্দভরে।

মায়ের প্রেমনয়নে প্রেমাননে, অবিরত করুণা অমৃত ঝরে।

(লোফা) কোলে লয়ে ভক্তবৃন্দে, ঈশা গৌর ব্রহ্মানন্দে, ডাকিছেন সকলে আদরে ; মায়ের রূপের ছটায় জগৎ হাসে, রবি শশী হাসে সুনীল অম্বরে।

(দশকুশী) নিরখি মায়ের হাসি, আহ্লাদসাগরে ভাসি, হাসিছে প্রেমিক ভক্তগণ ; (হাসি ধরে না, ধরে না,—ভক্ত-মুখে হাসি আর) কিবা হাস্যময় জল স্থল, আকাশ অবনীতল, হাস্যরসে মগন ভুবন।

কিবা মায়ের কোলে শিশু হাসে, কাননে কুসুম হাসে, হাসে সতী কুলের কামিনী ; হাসে গিরি নদ নদী, নবঘন

জলনিধি, বনে বনে হাসে বিহঙ্গিনী। (হাসি ধরে না ধরে না, প্রকৃতির মুখে)

(খয়রা) হাসিতে মিশায়ে হাসি, প্রেমানন্দে নাচি গাই।

বিবাদ বিচ্ছেদ, অসার প্রভেদ, একবারে সব ভুলে যাই। (প্রেমে মত্ত হয়ে)

কেন রে বিষণ্ণ মুখ, কিসের অভাব ভাই; আমরা মায়ের, মা আমাদের, আর কিছু ভাবনা নাই।

মায়ার ছলনে ভুলে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই; মায়ের চরণে, অনন্ত মিলনে, আমরা থাকিতে চাই।

হাস রে এবার তবে, প্রাণ খুলে সবে ভাই; হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া গাইয়া শান্তিধামে চলে যাই।

বৃথা মানে অভিমানী হইতে আর নাহি চাই; ঘৃণা অপমান, দুঃখ অভিমান, এক হাসিতে উড়াই।

আনন্দময়ীর ছেলে হাসরে এবার। (তোরা) মুখ ভার করে আর থেক না রে আর।

ওরে মা আমাদের হাস্যময়ী, মায়ের প্রেম ভুবনবিজয়ী; ঐ দেখ মায়ের প্রেমস্রোতে ভাসে জগত সংসার।

সব ভাই ভগিনীর মুখে, জননীর হাসি দেখে, প্রেমে গলে মায়ের কোলে হব একাকার।

হৃদয়দুয়ার খুলে, আয় ভাই আয় চলে, হেসে হেসে মিষ্ট ভাসে, ডাক একবার।

পেয়েছ মরমে ব্যথা, শুনে নিদারুণ কথা, এখন ভাল বেসে হেসে দূর কর দুঃখভার। মায়ের অভয় পদ বুকে বাঁধি, আনন্দ অন্তরে কাঁদি, হরি হরি বলে সবে হব ভব পার।

মায়ের প্রসারিত প্রেমবাহু, ঐ দেখ দীনহীন কাঙ্গালের তরে ॥ ১১৬৮ ॥

সিন্ধু।—ঠুংরী।

ভবপারে, অনন্তধামে, মন ছুটে যেতে চায়।

উদাসী পরাণ মোর উদাস হয়ে পলায়।

ভাবের ভাবুক হয়ে, কে যাইবে সঙ্গে লয়ে, ব্যথার ব্যথী কে আছে হেথায়; আমি ভাবি তাই, বসে ভাই পিঞ্জরের পাখী প্রায়।

মিছে এ সংসারের মেলা, অসার মায়ার খেলা, কেহ এরা কাহারে না চায়; সবে বেচে কিনে, দেখে শুনে, আসে আর ফিরে যায়।

কে আছে বল এখানে, চাহিব কাহার পানে, মনের কথা

বলিব কাহায়; তবু ছেড়ে যেতে নারি, পথে বিঘ্ন বাধা পায় পায়।

আছেন যথা জননী, সাধু ভক্ত ভাই ভগিনী, হায় কবে যাইব তথায়; কোথা দয়াল হরি, দয়া করি, চরণতরী দাও আমায় ॥ ১১৬৯ ॥

কাফি।—ঠুংরি।

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, তুমি হে ঈশ্বর, পূর্ণব্রহ্ম হরি ভগবান্।
সৎ চিদ্ ঘন, মূরতি মোহন, হৃদয়ে হৃদয়ে বর্ত্তমান।

তোমারে মা বলে, ভক্তিরসে গলে, পেলেন ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মজ্ঞান; বিধানবিজয়ী, হলেন দয়াময়ী, তব স্তন্যসুধা করি পান।

তাঁরে কোলে লয়ে, এস মা অভয়ে, কর সবে বরাভয় দান; সেরূপ হেরিলে, সে ভাবে মজিলে, পূর্ণ হবে ভবে এ বিধান।

তোমার প্রভাবে, স্বরূপ স্বভাবে, নব ভাবে করে প্রাণ দান; মিলনে স্বর্গধাম, মিলনে পূর্ণকাম, মিলনে হয় পরিত্রাণ ॥ ১১৭০ ॥

আলেয়া।—আড়াঠেকা।

কর ভবে পার। (আমায়) জননী আমার, একাকী অকূলে বসে ডাকি বার বার।

ফুরাল সকল খেলা, ভাঙ্গিল ভবের মেলা, ঝিকি মিকি করে বেলা, সম্মুখে আঁধার।

ভীষণ করাল কাল, পাতিয়া মায়ার জাল, নীরবে আসিছে কাছে করিতে সংহার।

অভয় চরণতরী, দেও গো মা দয়া করি, ইহ পরকালে তুমি ভরসা আমার॥ ১১৭১॥

বেহাগ।—তেওট।

নববিধান বরে, করি সমাদরে, সব সখী মিলে বরণ। জয়পতাকা ধরি, ভূভারহারী হরি, দিলেন ভূতলে দরশন।

বিধাননিশান, করে অভয় দান, সঞ্চারে মৃত দেহে জীবন; আনন্দ হিল্লোলে, নেচে হেলে দুলে; গাইছে জয় জগবন্দন।

অমর ভকত, দেব দেবী যত, করিছে কুসুম বরষণ; অনন্ত ভুবনে, উঠিছে সঘনে, জয়ধ্বনি লোমহর্ষণ॥ ১১৭২॥

সাহানা বাহার।—একতালা।

হাতে হাতে ফল না পেলে আশায় কি বাঁচে জীবন।

ডেকে দেখা না পাইলে কে ডাকিবে কত ক্ষণ।

চাহিয়ে তোমার পানে, ডাকিব একান্ত মনে, অমনি তখনি স্বর্গ করিব হে দরশন।

পিপাসু হৃদয় লয়ে, আসিব ব্যাকুল হয়ে, তব পদে প্রণমিয়ে পাইব নবজীবন॥ ১১৭৩॥

নৃত্যগীত।

নাচে নিত্যানন্দময়ী আনন্দ বাজারে।

সাধু ভক্ত নর নারী নাচে চারি ধারে।

সেরূপে ভুবন ভাসে, আনন্দে জগৎ হাসে, অবিরত শান্তিসুধা ঝরে শত ধারে।

প্রেমরস পান করি, মায়ের অঞ্চল ধরি, নাচ গাও বল হরি, কি ভয় কাহারে॥ ১১৭৪॥

খাম্বাজ।—একতালা।

কেমনে পাইব আমি সে হরি ধনে।

যোগিচিত্তহারী ভক্তহৃদয়রঞ্জনে।

প্রাণ কাঁদে যাঁর তরে, বিরহে নয়ন ঝরে, শূন্য মনে ভ্রমি একা সংসারকাননে।

যাঁহার গুণের কথা, শুনি আমি যথা তথা, জুড়াব প্রাণের ব্যথা তাঁহার চরণে।

হেরি যাঁর প্রেমমুখ, ত্যজিয়া সকল সুখ, মাতিলেন শ্রীচৈতন্য নাম সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১১৭৫ ॥

নগরকীর্ত্তন।

(তেওট) তোরা আয় রে, নববৃন্দাবনে, নবলীলা করি দরশন।

নববিধানের হরি, কত রূপে ভুলাইছেন ভক্তের মন।

(লোফা) অশান্তির হলাহলে, বিষয় বাসনানলে, জর জর হল রে জীবন; (আর যে সহে না সহে না) চল জুড়াই গিয়ে তাপিত হৃদয়, হেরি প্রেমময়ের প্রেমানন।

ঐ শোন ডাকিছেন সুমধুর স্বরে; (প্রাণসখা হরি হে)—(মাভৈমাভৈঃ রবে,—অবিরত প্রেমভরে,--আয় আয় আয় বলে) (ঈশা গৌর সবাই ডাকে) ভয় নাই বলে হে,—(ব্রহ্মানন্দ কেশব ডাকে) কাঙ্গাল জ:ন দয়া করি. ডাকিছেন দয়াল হরি,

থেক না ভাই নিরাশ অন্তরে। (ফিরে যেও না হে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে)

(খাম্‌টা) জয় জয় বিশ্বপতি, জয় হরি দয়াময়। সুখে দুঃখে রোগে শোকে হউক তোমারি জয়। যা কর তাই ভাল,কি আঁধার কিবা আলো; সম্পদে বিপদে যেন তব পদে মতি রয়।

কখন বিষাদভরে কাতর অন্তরে, ভাসি শোক অশ্রুনীরে তব পদে হয়ে লয়; কভু আনন্দ উৎসবে, প্রেমরসে মাতি সবে সিংহরবে বলি হরি, পরিহরি লাজ ভয়।

(দশকুশী) তোমা পানে চেয়ে হরি, আহ্লাদসাগরে ভাসি, নাচি গাই মিলে ভক্ত দলে; (কোলাকোলি গলাগলি) (প্রাণে প্রাণে এক হয়ে,) আবার চাহিয়ে আপনার পানে, কাঁদি হে আকুল প্রাণে, ভ্রাতৃপ্রেম বিরহ অনলে। (কোথা গেল বলে হে—ভাই বন্ধু সব কোথা গেল) আমরা হাসি কাঁদি হে—আবার কাঁদি হাসি হে—(হাসিতে হাসিতে কাঁদি, আবার কাঁদিতে কাঁদিতে হাসি।)

যেমনে নাচাও নাচি,—হাসি কান্না সব মিছে,—সুখ দুঃখ সব মিছে (কেবল তুমিই সার হে)

এখন ভবলীলা ফুরাইল, প্রেমদাসে দয়া করে দাও শ্রীচরণ॥ ১১৭৬॥

খাম্বাজ।—কীর্ত্তন।

হরি হরি হরি বল ভাই সবে। সিংহরবে।

কর হরি নাম পরিত্রাণ পাইব ভবে।

কর হরিসাধনা, হরি ভাবনা, হরিচিন্তা হরিধ্যান হরি-কামনা; হরিনামামৃত পান করিলে তাপিত প্রাণ শীতল হবে।

খুলে হৃদয়দুয়ার, দেখ দেখ রে একবার, চিদানন্দঘন হরিরূপ নিরাকার; হরিকৃপাবলে, পাষাণ গলে, অসম্ভব সম্ভবে॥ ১১৭৭॥

বিভাস।—লোফা।

আমার এই পাগল প্রাণ কেন পাগল কর হরি।

তোমার নিত্য নবলীলারসরঙ্গ দেখে কেঁদে মরি।

তোমার সঙ্গে কে পারিবে, যে খেলিবে সেই হারিবে, লইবে তার সর্ব্বস্ব হরি। (হার মেনেছি হে, তুমি নাথ চির-বিজয়ী—লও লও কেড়ে লও যাহা কিছু আছে হে—সহজে যা দিতে নারি—বল করে কেশে ধরে (তুমি না নিলে কে দিতে পারে) জয় জয় তোমার জয়! আর খেলিব না হে।

সাধন ভজন বালির বাঁধন, তাহে কি বাঁচে এ জীবন,

আপনারে আপনি ধরি ; (বল কোথা পাব হে দুর্ব্বলের বল তুমি) তোমার প্রেমের টানে, ধাইব তোমার পানে, 'হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ' বলিব বদন ভরি। (যাহা ইচ্ছা হয় কর, হার মেনেছি হে ॥ ১১৭৮ ॥

সিন্ধুখাম্বাজ।—আড়াঠেকা।

তোমারে লইয়ে সুখী না হয় যে জন।

তারে সুখী কে করিবে, ও হে শান্তিপ্রস্রবণ।

সম্পদে বিপদ হয়, সুধাসিন্ধু বিষময়, অমৃতে গরল উদয় ; নিদাঘতপনপ্রায় চন্দ্রের কিরণ।

বসন্তবায়ুহিল্লোলে, শীতল নির্ম্মল জলে, জলে প্রাণে যেন হুতাশন ; কুসুমসুরভি যেন কালভুজঙ্গদংশন ॥ ১১৭৯ ॥

খাম্বাজ।—আড়াঠেকা।

সখা হে তোমারি তরে। বলিব কি আর, প্রাণ আমার কেমন করে।

না জানি কি বন্ধনে, বাঁধা আছি তোমাসনে, জীবনে, মরমে মরমে ; তাই ভাবি মনে মনে উদাস অন্তরে।

আমিত ভাল বাসি না, তোমার মর্ম্ম বুঝি না, তবু কেন ভুলিতে পারি না; নীরবে হৃদয় কাঁদে, নয়ন ঝরে।

জেনে শুনে বার বার, কেন দুঃখ দাও আর, তোমা বিনা কেহ নাই আমার; দেও শ্রীচরণ,করি আলিঙ্গন প্রেমভরে ॥১১৮০॥

খাম্বাজ বাহার।—একতালা।

একে একে সবে গেল চলে, হায়! কে আমার আমি কার।

যারা আছে, তারাও যাবে, সঙ্গে নাহি রবে কেহ আর:

ভীষণ শ্মশানে অনন্ত আঁধারে, ঘেরিবে যে দিন একাকী আমারে; সেই দিন, সম্মুখীন, এবে কে করিবে ভবে পার।

এস প্রাণসখা জীবনের জীবন, চরমের বন্ধু অচলশরণ; সাধ মনে, দুই জনে, মিলে হই হে একাকার।

ইহ পরকালে জীবনে মরণে, রাখিব তোমারে হৃদয়ে যতনে; দয়াময়, পদাশ্রয় দাও দীন জনে; চাহ কৃপানয়নে, ভবে তুমি হে কেবল সার॥ ১১৮১ ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ।—মধ্যমান।

সুখে দুঃখে আছি, মাতঃ, পড়ে তব পদতলে।
কখন আনন্দে হাসি, কভু ভাসি আঁখিজলে।
ভাবিতে পারি না আর, লও গো সকল ভার, ভবভয়ে কর গো নিস্তার; রাখ নিরাপদে মা অভয়ে, অনাথবৎসলে।
চাহিয়া তোমার পানে, ডাকি গো কাতর প্রাণে, দাও শান্তি দীন সন্তানে; বিরাজ আনন্দে সদা আমার হৃদিকমলে॥ ১১৮২॥

বিভাস।—একতালা।

মহাসমারোহে করে মহোৎসব প্রকৃতি হিমাদ্রিশিখরে।
দিবস রজনী, হয় জয়ধ্বনি, কন্দরে কন্দরে নির্ঝরে।
সহস্র তম্বুরা বাজে নিরন্তর, ঝিল্লীরবে গায় পতঙ্গনিকর, মিলে তার সনে, গায় পিকগণে নিকুঞ্জ কানন ভিতরে।
নীল নভস্তলে রজতবিমল, অনন্ত হিমানী ধবল অচল, তপনকিরণে করে ঝলমল, নিত্য যোগানন্দভরে; দেখে শুনে প্রাণ হল রে পাগল, কোন্ দিকে যাই, কি করি তা বল, কে যেন আমারে, ঘেরি চারি ধারে, দেয় আলিঙ্গন আদরে।
জীবন্ত ঈশ্বর জ্বলন্ত প্রভায়, করেন আনন্দে বিরাজ

হেথায়; এ পাপ নয়নে, দেখিব কেমনে, মহাদেব মহেশ্বরে ॥ ১১৮৩ ॥

বাহার খাম্বাজ।—একতালা।

কে কোথায় যাবে দুই দিন পরে, নাহি তার নিরূপণ।
কার মুখ চেয়ে আছি তবে ভবে, কেন অরণ্যে রোদন।
দেহের সম্বন্ধ দেহ অবসানে, চিতানলে ভস্ম হইবে শ্মশানে, সুখ দুঃখ ভয়, জয় পরাজয় অন্তে হয় অনন্তে নিধন।
অনন্ত বিশাল কাল সিন্ধুজলে, অতীত স্মৃতির ইতিহাসতলে, মিশে যাব যত মৃতদের দলে, না রহিবে কোন নিদর্শন; প্রথমে যেমন, শেষেও তেমন, তুমি আর আমি কেবল দুজন, লোকলোকান্তরে, তোমারি ভিতরে করিব হে জীবন ধারণ ॥ ১১৮৪ ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ।—মধ্যমান।

না জানি কেমন সে কুসুম। (প্রাণসখা হে)
মধুর আঘ্রাণে যার মোহিত ভুবন।
ফুটেছে ফুল কোন্ বনে, না হেরি কিছু নয়নে, বহে গন্ধ মৃদু সমীরণে; মধুলোভে মত্ত হয়ে ধায় ভক্ত অলিগণ।

সে দেশে যাইবার তরে, প্রাণ যে কেমন করে, ভ্রমি তাই আকুল অন্তরে, মাতিল হৃদয় গন্ধে উদাস হইল মন ॥ ১১৮৫ ॥

ভৈরবী বিভাস।—একতালা।

তোমার আঁখিতে আঁখি মিলাইয়ে রহিব হে নিশি দিন।
দেখিতে দেখিতে আনন্দসাগরে হইব বিলীন।

পশিবে মরমে ও প্রেম মাধুরী, সশরীরে প্রবেশিব স্বর্গপুরী, আপনা পাসরি, হে দয়াল হরি, থাকিব তব অধীন।

মোহের বিকারে ঘিরে চারি ধারে, রেখেছে আমারে ভবের মাঝারে, অনন্ত পাথারে আঁধারে একাকী ঘুরিতেছি অনুদিন; প্রেমআঁখি তব তাহার ভিতর, চাহি আমা পানে জ্বলে নিরন্তর, যে আলোক ধরি লোকলোকান্তর যায় অন্ধ দৃষ্টিহীন।

আঁখির ইঙ্গিতে গোপনে গোপনে, তব অভিপ্রায় বোঝে ভক্তগণে, নয়নে নয়নে মিশিব কেমনে, হায় আমি অতি দীন ॥ ১১৮৬ ॥

বিভাস।—ঢিমে তেতালা।

ওহে গতিনাথ, করি প্রণিপাত, শুয়ে তব পদে লয়।
জীবনের ভার, বহিতে নারি আর, শ্রান্ত ভগ্ন হৃদয়।
ভজনে সাধনে, পাপরিপুগণে কে করিবে পরাজয়; তব কৃপাবল, সম্বল কেবল, দেহি দেহি দয়াময়।

ঢালি দিয়ে প্রাণ, ত্যজি অভিমান, লইনু চরণাশ্রয়; দেহ প্রাণ মন, জীবনযৌবন সঁপিনু সব তোমায়; একান্ত অন্তরে, জনমের তরে, রহিনু পড়ে তব পায়; শান্তিবারি দানে বাঁচাও হে প্রাণে দূর কর ভবভয়॥ ১১৮৭॥

জয়জয়ন্তী।—আড়াঠেকা।

কে ডাকিল রে! (আমায়) মৃদু মৃদু মধুর স্বরে। ছিলাম ঘুমায়ে আমি মায়ার ঘোরে।

নয়ন খুলিয়া চাই, কিছু না দেখিতে পাই, অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াই; উদাস পরাণ মোর তাহার তরে।

বাজিতেছে সুর কাণে, দিবা নিশি প্রাণে প্রাণে, মন আর ধৈরজ না মানে; দিশাহারা হয়ে ভ্রমি দেশ দেশান্তরে॥১১৮৮॥

মল্লার।—আড়াঠেকা।

কেমনে চিনিব তোমায় বহুরূপী ভগবান্।

আমি অন্ধ ভ্রান্ত জীব পাপে তাপে ম্রিয়মাণ।

নিত্য নব নব বেশে, উপদেশ দেও এসে, জীবনের ইতিহাসে প্রকাশে বেদ পুরাণ।

কেহ মৃদু মধুস্বরে, হাস্যমুখে প্রেমভরে, সমাদরে করে স্নেহ আলিঙ্গন দান; কেহ বিকট বদনে, কঠোর কটু বচনে, শিক্ষা দেয় তব ন্যায় নীতির বিধান।

সুখ দুঃখ যাহা হয়, কিছু নিরর্থক নয়, সকলই তোমার খেলা এই যেন থাকে জ্ঞান; অবস্থা ঘটনাচক্রে, নর-নারীর ভিতরে, রূপান্তরে মূলাধারে আছ তুমি বর্ত্তমান॥ ১১৮৭॥

সিন্ধু।—আড়াঠেকা।

কত লীলা দেখাইলে ওহে লীলারসময়।

ধন্য ধন্য ধন্য দেব, জয় জয়, তোমারি জয়।

অনন্ত বিভব তব, লীলা রস নব নব, নিরখি ভকত সব, অবাক্ হইয়ে রয়।

সুখ দুঃখে রোগে শোকে, আঁধারে কিংবা আলোকে, ইহ পরলোকে, দেব তব ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

কি আর বলিব আমি, ওহে হৃদয়ের স্বামী, অন্তর্যামী জ্ঞান সমুদয়; এই ভিক্ষা, অন্তে যেন তব পদে হই লয় ॥১১০॥

ভৈরবী।—ঝাঁপতাল।

বুঝিতে পারি না পারি, নাথ হে, আমি তোমায়।

হৃদয় ভরিয়ে শান্তি দিতে হইবে আমায়।

যোগী ঋষি জ্ঞানী যত, কে বা পায় তব অন্ত, কেবল ভকত জনে ভক্তিরসে শান্তি পায়।

ভাবরসে হয়ে মত্ত, পাসরিয়া আত্মতত্ত্ব, তাই তারা অবিরত, হাসে কাঁদে নাচে গায়; অজ্ঞানে হইয়া জ্ঞানী, অন্তরে কৃতার্থ মানি, নিজানন্দে প্রেমানন্দে স্রোতে ভেসে চলে যায়।

জননীরে নাহি জানে, অবোধ শিশু সন্তানে, কিন্তু সে প্রাণের টানে, সহজে চেনে তাঁহায়; কে তুমি, কি তুমি, বুঝিতে চাহি না আমি, স্নেহসুধা পান করি পড়ে রব তব পায় ॥১১১॥

সিন্ধু ভৈরবী।—একতালা।

হৃদয়ে হৃদয়ে হৃদয়-নাথ করিছ বিহার।

বিকাশে প্রেম-কুসুম ইঙ্গিতে তোমার।

জীবিত অনন্ত প্রেমে এ বিশ্ব সংসার ;

তোমার প্রসাদে হয় পর আপনার।

শুভ দিনে শুভ ক্ষণে, মিলাইলে দুই জনে, ভক্তিভরে ও চরণে নমি বারংবার ; মাথায় রাখিয়া হাত, কর দেব আশীর্ব্বাদ, হউক নব দম্পতী সুখী পরিবার ॥ ১১৯২ ॥

মল্লার।—ঝাঁপতাল।

অনন্ত স্নেহের টানে টানিছেন মা আমারে।

কেমনে তবে কোন্ প্রাণে ভুলে থাকিব তাঁহারে।

এক টানা স্রোতে ভেসে, প্রেমানন্দে হেসে হেসে, যাইব আমি স্বদেশে এ ভবজলধিপারে।

মায়ের প্রেমের টান, স্মরণ হইলে প্রাণ, আহ্লাদে নাচিয়া উঠে মত্ত হয়ে একবারে ; জননীর ভাল বাসা, আমার ভরসা আশা, সে চির-প্রেম বন্ধন বল কে কাটিতে পারে ॥ ১১৯৩ ॥

বাহার।—যৎ।

গাও হে আনন্দে আজ জগত-পিতার জয়।

যাঁহার কৃপায় সব সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

সঁপিয়ে এ দেহ মন নর নারীর সেবায়; স্বদেশ সুহৃদ সবে কর কৃতার্থ হৃদয়।

অসার পার্থিব তনু পঞ্চ ভূতে হবে লয়; অমর হইবে যদি লহ বিভু পদাশ্রয়; ধর মহাজনসঙ্গ, ঘুচিবে ভাবনা ভয়, দিবা নিশি বল মুখে জয় জয় দয়াময় ॥ ১১৯৪ ॥

কীর্ত্তন।

নব বিধান কল্পতরু তলে যাই, এস এস ভাই।

যথা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল পাই।

ডালে ডালে পাতায় পাতায়, নব নব প্রেমফুল কিবা শোভা পায়; ফুলের মধু গন্ধে মত্ত হয়ে ধায় ভক্তগণে তাই।

দেখে আহা মুখে আসে জল, নব রসে ভরা যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম ফল; তরুচ্ছায়াতলে বসে কত যোগী মহন্ত গোসাঞী।

ছিল তরু অমর উদ্যানে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আনিলেন এখানে; গাছে ফলিবে ফল অনন্ত কাল কত যে তার অন্ত নাই ॥ ১১৯৫ ॥

ঝিঝিট খম্বাজ।—মধ্যমান।

মা যদি তোমায় এ সংসারে দেখিতে না পাই।
কি হবে তবে, এ বিভবে? কাজ নাই, কাজ নাই।
জীবনের গুরুভার, বহিতে পারি না আর, মা বিনা সকলই অসার; মা মা মা বলে, প্রাণ কেঁদে উঠে তাই।
মহা মোহে ভুলাইয়ে, হায় মোরে ভোগা দিয়ে, কোথা তুমি আছ লুকায়ে; উদাস হইল প্রাণ, নিরখি ভবশ্মশান, তোমার ধন তোমায় দিয়ে বনবাসে চলে যাই। (আমি) ॥ ১১৬॥

জয়জয়ন্তী মিশ্র।—ঝাঁপতাল।

কেঁদ না কেঁদ না ওরে অবোধ ভ্রান্ত সন্তান।
নহেত আমার এ সংসার শ্মশান সমান।
যেই আমি তপোবনে, সেই আমি গৃহাশ্রমে, আছি সর্ব্ব স্থানে বর্ত্তমান।
পিতা মাতার হৃদয়ে, সখার প্রণয়ে, পাবে মোর দরশন; সুখ সম্পদে বিপদে, বিষাদে আনন্দে, করি আমি বিচরণ। জীবনে মরণে, দুঃখ প্রলোভনে, রোগ শোকের ভিতর; মা হয়ে সকলে, লয়ে বক্ষঃস্থলে আছি আমি নিরন্তর। বিপদে পড়িয়া

আকুল হইয়া, যে জন ডাকে আমায়; স্নেহ আলিঙ্গনে, অভয় বচনে, করি শান্তি দান তায়।

থাক সুখে গৃহবাসে, সদা মোর সহবাসে, আমি তোদের প্রাণের প্রাণ ॥ ১১৯৭ ॥

ভৈরবী।—যৎ।

তুমি না ধরিলে আমায় ও হে বিশ্বধারী, আমি কি তোমায় ধরে রাখিতে পারি।

দীনহীন আমি তব দয়ার ভিখারী, সর্ব্বশক্তিমান তুমি ভবভয়হারী।

দুর্ব্বলের বল দেব দয়াল কাণ্ডারী, অপার মহিমা তব গায় নর নারী।

লও হে আমারে কোলে, লও আগুসারি জুড়াও তাপিত প্রাণ দিয়ে কৃপাবারি ॥ ১১৯৮ ॥

সিন্ধু ভৈরবী।—একতালা।

কাতরে মিনতি করি মা তব চরণে।

চাও গো করুণাময়ী করুণানয়নে।

রোগে শোকে পাপানলে, দেহ মন প্রাণ জ্বলে, নিবাও সন্তাপ শান্তিবারি বরষণে।

সহে না যাতনা আর, কাঁদে প্রাণ বারবার, জুড়াও তাপিত হিয়া মধুর বচনে; মাথায় রাখিয়া হাত কর মাতঃ আশীর্ব্বাদ, বল শান্তি শান্তি শান্তি প্রসন্ন বদনে॥ ১১৯৯॥

ঝিঁঝিট।—পোস্ত।

মা তোমায় সুখ না পেলে দুঃখেতে অন্তর জ্বলে।

শুকায় হৃদয়নদী দ্বেষ হিংসা ক্রোধানলে।

তাই যত ভ্রান্ত চিত, হয়ে আত্মবিস্মৃত, করে পরনিন্দা কত, নিজের কথা নাহি বলে। (হায়)

বড় সাধ হয় মনে, অনিমেষ নয়নে, চাহি তব মুখপানে থাকি অভয় চরণতলে॥ ১২০০॥

কীর্ত্তন।

ব্রহ্মানন্দের কর রে সাধন। রে আমার মন।

তবে নব বিধানের মর্ম্ম হইবে হৃদয়ঙ্গম।

নব যোগ নবভক্তি, দিব্যজ্ঞান অনাসক্তি সেই জলন্ত জীবন।

বৃথা নাম লইয়া তাঁর, কি হইবে বার বার, পুরাতন মুখের বচন; (ভাবহীন প্রাণহীন) পাছে অপরাধ হয়, এই মনে বড় ভয়, নিন্দা করে, হাসে শত্রুগণ।

হায় কবে হইবে মিলন; জীবনে জীবন। পাপীর সহায় দীনের উপায়, সেই হরিভক্ত মহাজন॥ ১২০১॥

সিন্ধু কাফি।—একতালা।

তোমায় ভাল বাসি কি না জান অন্তর্যামী।

মুখে আর বার বার, কি বলিব আমি।

ইচ্ছা হয় হরি ব'লে, এখনি যাই স্বর্গে চলে, কিন্তু স্বভাব যায় না মলে, করে অধোগামী। (অভ্যাসের দোষে)

অসার বিনয় বচনে, মধুর মায়া ক্রন্দনে, পারে না করিতে তব ইচ্ছা-অনুগামী।

পবিত্র কামনা কত, চমকে চপলার মত, বর্ষে না গরজে যত, কাজে বিষয়কামী; এক সুর লয় তানে, এক ইচ্ছা ভাবে জ্ঞানে, বেঁধে রাখ প্রাণে প্রাণে হয়ে প্রাণস্বামী॥ ১২০২॥

কীর্ত্তন।

(লোফা) চল যাই রে, সে অমর ভবনে, আছেন যেখানে সাধু ভক্তবৃন্দ যোগেতে জীবিত অনন্ত জীবনে।

ছিন্ন কন্থা বাঁধি গলে, ভাসি শোকঅশ্রুজলে, বসি হরি পদতলে ব্রহ্মানন্দ সনে রে; চিতাভস্ম অঙ্গে মাখি, দয়াময় বলে ডাকি, আর কাঁদি রে; আজ কাতর হৃদয়ে দন্তে তৃণ লয়ে, পড়ে থাকি তাঁর শ্রীচরণে।

(খয়রা) কাঙ্গালের হরি, দীনে দয়া করি, মিলাও ভকত সঙ্গ; যাঁহার প্রভাবে, কঠোর স্বভাবে, উঠিবে ভাবতরঙ্গ।

যাঁর কথামৃত, জীবন্ত দৃষ্টান্ত, জীবনের অন্ন পান; আহা জননীর মত, করিতেন কত, যোগভক্তিসুধা দান।

এবে হয়ে মাতৃহীন,বিষাদে মলিন, আছি সবে মৃত প্রায়; সেই ভক্ত বিনে, এ ঘোর দুর্দ্দিনে, দেখি না কোন উপায়।

পবিত্র চরিত তাঁর, কর নাথ সঞ্চার, পাপজীবনে হে; নববিধানের জয়, কেশবের জয় করুক ঘোষণা বিশ্বজনে ॥ ১২০৩ ॥

আলেয়া জয়জয়ন্তী।—একতালা।

কালের প্রভাবে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিনু হায়।

সীমা অন্ত রেখা, নাহি যায় দেখা, সিন্ধুতে বিন্দু মিলায়।

অনন্তের টানে, অনন্তের পানে, ধায় প্রাণনদী বাধা নাহি মানে; বাঁধা আছি যাঁর সনে প্রাণে প্রাণে, তাঁহারেই প্রাণ চায়।

সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তার, নিবিড় নিস্তব্ধ নীরব আঁধার, তার মাঝে জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার চমকে চপলা প্রায়; কেহ নাহি হেথা তুমি আর আমি, অনন্ত বিজনে হে অনন্ত-স্বামী, কোথায় রাখিব, বল কি করিব লইয়া আমি তোমায়!

কাঁপাইয়া মহানাদে বিশ্বধাম, "আমি আছি" রব উঠে অবিরাম, "তুমি আছ" "তুমি আছ" প্রাণারাম, আত্মারাম দেয় সায়॥ ১২০৪॥

কাফি খাম্বাজ।—একতালা।

উড়িল জগতে নববিধান নিশান। উঠিল অমর লোকে জয় জয় গান। আনন্দে আনন্দময়ীর কর জয় গান।

অরুণ বরণবিভা, হাসিছে নাচিছে কিবা, হেরি অপরূপ শোভা নেচে উঠে প্রাণ।

প্রেমহিল্লোলে, আনন্দে দোলে, জাগায় সকলে মা ভৈঃ

রবে; কাঁপায়ে স্বর্গধাম, জয় ব্রহ্ম নাম, গায় অবিরাম দেবতা সবে।

শুনিয়া সে ধ্বনি, বিশাল ধরণী, করে প্রতিধ্বনি গভীর গর্জ্জনে; আহ্লাদে গলে, হরি হরি বলে, হাসে নাচে গায় কুলবালাগণে।

জয় জয় জয় রবে, বরণ করিছে সবে, আসিলেন ভবে ভক্তসঙ্গে ভগবান্।

চল সখীগণে নববৃন্দাবনে নিরখি নবীন হরি। হৃদয়-সখারে আদরে বরণ করি।

সংসার মাঝারে, বসাইয়া তাঁরে পূজিব সদা যতনে; হয়ে কৃতাঞ্জলি, দিব প্রেমাঞ্জলি, মিলে পুত্রকন্যাগণে (নব অনুরাগে)

আহার বিহারে, বস্ত্র অলঙ্কারে, অন্ন পানে ধন মানে; তাঁর আবির্ভাব, জীবন্ত প্রভাব হেরিব নব বিধানে। (প্রেম-নয়নে)।

ত্যজি অভিমান, সয়ে অপমান, হয়ে রব তাঁর দাসী; হরিকৃপা বলে, যাব স্বর্গে চলে, প্রেমানন্দে হাসি হাসি। (হরি হরি বলে)

সুখে দুঃখে দয়াময়, গাইব তোমার জয়, দেহি বরাভয়, করি চরণে প্রণাম ॥ ১২০৫ ॥

বিভাস।—ঝাঁপতাল।

আমার দুঃখেতে মাগো কাঁদে কি প্রাণ তোমার :
বল শুনি দয়াময়ী ভাল করে আর একবার।

ঘোর দুঃখদাবানলে, যখন অন্তর জ্বলে, মনে হয় দয়া মায়া নাহি তব কিছু আর।

তুমি রাজরাজেশ্বরী, আমি দরিদ্র ভিখারী, কেন বা সহিবে এত কাঙ্গালের আবদার ; কিন্তু আমি যে তনয়, তাই অভিমান হয়, বিষাদে কাঁদে হৃদয়, মা বলে বার বার ॥ ১২০৬ ॥

খাম্বাজ।—ঠুংরি।

এইত সে দিন দয়াময়। নিকটে এল সময়।
জীবনে মরণে প্রভু গাই তব জয় !

ঘেরিল চৌদিক কাল অনন্ত আঁধারে আমারে, ডুবিল তরী পাথারে ; দীপ হইল নির্ব্বাণ, প্রাণ করিল পয়ান, ফুরাইল সব ভবলীলা অভিনয়।

কে আছে না আছে কাছে দেখিতে না পাই, কেহ নাই,

পিতা মাতা বন্ধু ভাই; কোথা রহিল এখন, দারা সুত ধন জন, কালগ্রাসে পক্কে পক্ক হইল বিলয়।

অনন্তজীবনে একা পাইনু এখন, নিরঞ্জন, একমেবাদ্বিতীয়ম্; তুমি মা আমি ছেলে, থাকি দুই জনে মিলে, কিসের ভাবনা আমার কিসেরই বা ভয়।

বিশ্বাস আলোক এবে করহে উজ্জ্বল, দেও বল, চরম সম্বল; খোলো পরলোক দ্বার, দেখি দেখি একবার নিত্যানন্দ-লীলাধাম অমর আলয়।

কে আমি কোথায় এবে গেল অহংজ্ঞান, অভিমান, জাতি কুল নাম ধাম; চিদাকাশে চিদাভাস, মহাযোগে করে বাস, বিন্দু যথা সিন্ধুনীরে একাকার হয়॥ ১২০৭ ॥

খাম্বাজ।—যৎ।

ওরে আমি, কে তুমি, তার জান কি কোন সন্ধান।

তোর পিতা যে রাজরাজেশ্বর বিশ্বপতি ভগবান্।

থাকে যদি অহংকার, দেখাও গৌরব তাঁর, পরিহরি লোকাচার জাতি কুল অভিমান।

জনমিয়া দেবঅংশে, দ্বিজকুলে ভক্তবংশে, দেখ যেন ডুবাইও না পবিত্র পিতার নাম॥ ১২০৮ ॥

খাম্বাজ।—ঠুংরি।

কি আর বলিব তোমায় হে। অন্তর্য্যামী জান সমুদয়।

অনন্ত বন্ধনে, প্রেম আকর্ষণে রেখেছ বেঁধে আমায় হে;
তাই প্রাণ টানে, নাথ, তোমাপানে, কোথাও শান্তি না পায় হে।

পাপ মোহে প্রভু, যদি মোরে কভু ভুলায়ে দূরে লয়ে যায়
হে তুমি যে আমার, কত আপনার, তখনই ভাল বুঝা যায় হে।

দুর্গম সংসারে, এ ভব পাথারে, বিঘ্ন বাধা পায় পায় হে;
পথশ্রান্ত জনে, কাতর নয়নে, তোমা পানে শুধু চায় হে।

তুমি হে কেবল, দুর্ব্বলের বল, নিরুপায়ের উপায় হে;
(নাথ) চলিতে নারি আর, বহিয়া পাপভার, ধর ধর পিতা
আমায় হে ॥ ১২০৯ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ।—ঠুংরি।

দেও মা অভয় পদে স্থান। ত্রিতাপে তাপিত প্রাণ।

অভয়ে বরদে দেবী, কর বরাভয় দান।

তব কৃপাবিনে, এ পাপ জীবনে, কেমনে সিদ্ধ হইব
সাধনে; শুভ আশীর্ব্বাদে, করুণাপ্রসাদে, কর ব্রত সমাধান।

হয়ে চিরদিন, তোমার অধীন, সাধিব অনন্ত ব্রত

অনুদিন; অনন্ত শাসনে, নিয়ম সংযমে, বন্ধনে হয় পরিত্রাণ ॥ ১২১০ ॥

কীর্ত্তন।

হৃদয়মাঝে দেখ নববৃন্দাবন। ওরে আমার মন।
অনন্ত স্বর্গের ছবি নিত্য শান্তিনিকেতন।

হয়ে আনন্দে বিহ্বল, যত হরিভক্তদল, নিরবধি করে হরিনাম কোলাহল; তথা যোগানন্দে মগ্ন কত আত্মারাম যোগিগণ।

ও সেই অনন্তধামে, অনন্ত প্রেমে, করেন অনন্তলীলা অমরগণে; অনন্ত লীলারসে মত্ত স্বয়ং ব্রহ্ম নিরঞ্জন ॥ ১২১১॥

কীর্ত্তন।

নিত্যানন্দময়ী মা আমার।
নিত্য নববেশে নব রসে হৃদয়ে কর বিহার।

হেরি ও রূপ মাধুরী ঘুচাই মনের অন্ধকার; করি শ্রীচরণে লুটাইয়ে প্রণিপাত বারংবার।

তুমি শান্তিপ্রদায়িনী, সর্ব্বসন্তাপহারিণী মা; নাহি তোমাবিনে এ জীবনে কিছু সুখ-শান্তি আর॥ ১২১২॥

ভজন।

দেহি মাতঃ দেহি মাতঃ! দেহি অভয় পদে স্থান, করগো কর বর দান,—পরিত্রাণ বিধান।

লইনু শরণ মা তোমার চরণে, তার তার নিজ গুণে, অনাথ দীন জনে।

জয় দেবি ভবরাণী, ত্রিতাপহারিণী, ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী; অনন্তরূপিণী, জগতমোহিনী, তারিণী বিশ্বপালিনী; জগদম্বে, অম্বে, অম্বালিকা সতী; অভয়ে অনাদ্যে আদ্যাশক্তি, চিন্ময়ী ভগবতী।

দণ্ডবৎ প্রণিপাত করি সবে মিলে লুটায়ে ধরণী; ডাকি সকাতরে, ব্যাকুল অন্তরে, উদ্ধার পতিতপাবনী; সঁপিয়ে জীবন পড়িয়া রহিনু পদতলে, রাখ গো ভকতবৎসলে, অমর দেবদলে।

অনন্ত মিলনে, সুরনর সনে, হয়ে এক পরিবার; যুগ যুগান্তরে, লোক লোকান্তরে, গাইব যশ তোমার; বিতর

প্রসাদ সর্ব্বজনে সর্ব্বেশ্বরী, বল শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি, দয়াময়ী ক্ষেমঙ্করী ॥ ১২১৩ ॥

ভৈরবী।—একতালা।

মা মা বলে, মা তোমার কোলে, স্নেহগলে মিশে থাকি।
পাপভারাক্রান্ত শ্রান্ত হৃদয়ে, হৃদয়ে রাখ ঢাকি।
এ ভবকাননে, পারিনে পারিনে, থাকিতে আর একাকী; মা তোমা বিনে, বাঁচিনে, বাঁচিনে, তাই গো তোমায় ডাকি।
অব্যবধানে, তব ধ্যানে জ্ঞানে, নাম গানে প্রেমসুধারস পানে, মিলে প্রাণে প্রাণে, নিত্য বিদ্যমানে, মুখপানে চেয়ে থাকি;
তোমার হাতে খাব, তোমার সঙ্গে রব, সুখ দুঃখ যত তোমারে জানাব; হাসিব কাঁদিব তোমার কাছে শোব—চরণে মাথা রাখি ॥ ১২১৪ ॥

কাফিসিন্ধু।—যৎ।

জীবন্ত জলন্ত তুমি অনন্ত মহান্।
পরম চৈতন্য দেব পুরুষপ্রধান।
আত্মজ্ঞানে, দেহ মনে প্রাণে জীবনে, হৃদয়ে বর্ত্তমান।

গম্ভীর মূর্ত্তি, নিরমল জ্যোতি, তেজোময় সর্ব্বশক্তিমান্ ; (তুমি) তোমার প্রভাবে, প্রচণ্ড প্রতাপে, ভয়ে রোমাঞ্চিত বিশ্বধাম।

সিন্ধু উথলিত, ভূধর স্তম্ভিত, সৌর লোক ভ্রাম্যমাণ ; হাসে সৌদামিনী, কাঁদে কাদম্বিনী, বজ্রনাদে বিকম্পিত প্রাণ।

তোমার আদেশে, ফেরে দেশে দেশ, সমীরণ অবিরাম ; বিবিধ বরণে, ফুটে ফুল বনে, বিহঙ্গগণে গায় গান।

ইঙ্গিতে তোমার, করিছে সঞ্চার, জড় জীব দেহে প্রাণ ; তবে কেন আমি, হে প্রাণের স্বামী, থাকি মৃতের সমান।

তব সহবাসে, পবিত্র পরশে, কেন গলে না হিয়া পাষাণ ; কেন মম চিত্ত, হয় না চমকিত, না হয় পুলকিত প্রাণ॥ ১২১৫॥

মূলতান।—একতালা।

জীবনের লীলা সাঙ্গ হল মাগো, এখন তোমার কাছে ফিরে যেতে চাই।

বল কি হবে কি হবে, (মা গো) থেকে আর ভবে, দেও বিদায় দেশে চলে যাই।

অলক্ষিতে কাল পশি দেহঘরে, জরা জীর্ণ করে, বল

বীর্য্য হরে, ইন্দ্রিয় সকল, (মাগো আমার) হইল বিকল, মরণেরও আর দেরী নাই।

যদি রাখ মা আমারে, ভবকারাগারে, থাক তবে কাছে সর্ব্বদাই ; নৈলে এ বৃদ্ধ বয়সে, (মাগো) বিদেশে প্রবাসে, কে লবে সংবাদ ভাবি তাই।

আমার কি ভয় মরণে, রণে কিংবা বনে, ব্যসনে বন্ধনে, না ডরাই ;—যদি তব দরশনে,—আশ্বাস বচনে,—অভয় চরণে শান্তি পাই ; দেও দেও আশা,—অনন্ত পিপাসা ;—তব পদে ভক্তি,—জীবে ভালবাসা,—বার্দ্ধক্যে যৌবন, (মাগো দেও) অনন্ত জীবন, এই ভিক্ষা মাগি তব ঠাঁই ॥ ১২১৬ ॥

বিভাস।—একতালা।

ভাবিতে ভাবিতে তোমারে নাথ ভুলিব ভবভাবনা।
দেখিতে দেখিতে ও প্রেমআনন, পাশরিব দুঃখ যাতনা।
প্রেমরাগে রূপ হইয়া রঞ্জিত, হৃদয়ফলকে রহিবে অঙ্কিত, নয়নে নয়নে রাখিব নিয়ত, পূর্ণ হবে মনস্কামনা।
রূপসুধারস করিয়া পান, আনন্দে মাতিয়া উঠিবে প্রাণ, দু বাহু তুলিয়া তোমার জয় করিব সদা ঘোষণা ; পরিহরি

আত্মজ্ঞানঅভিমান, নেহারিব তন্ময় বিশ্বধাম, তব দর্শনে, অভয় বচনে পাইব চিরসান্ত্বনা।

তোমার সৌরভে, অনন্ত গৌরবে, ক্ষুদ্র প্রাণ মোর বিলীন হইবে; দ্বৈতজ্ঞান ব্যবধান ঘুচে যাবে কোন ভেদাভেদ রবে না॥ ১২১৭॥

লুম ঝিঁঝিট।—ঠুংরি।

সখা হে তোমারি সনে, গাইব তোমার গুণ মিলে দুজনে।

তোমার মধুর স্বরে, পরাণ পাগল করে, উথলে হৃদয়, ধারা বহে নয়নে।

গাইব তোমার সঙ্গে, নানা রসে নানা রঙ্গে, ভাসিব প্রেমতরঙ্গে বড় সাধ মনে।

এক সুরে সমতানে, লয় হয়ে প্রাণে প্রাণে, মাতিব অনন্ত হরিসঙ্কীর্ত্তনে॥ ১২১৮॥

ললিত।—কাওয়ালি।

এস আজি সবে, ভ্রাতৃপ্রেমোৎসবে, আনন্দে পূজি মায়ের চরণ।

মরি কি সুমধুর প্রীতি, প্রিয় সহোদর প্রতি, ডাকিলে ভাই বলে, হৃদয় উথলে, ভাসে প্রেমজলে নয়ন।

প্রাণের সহোদরে, স্নেহসমাদরে প্রেমভরে করি বরণ; পুষ্পমালা গলে, পরায়ে কুতূহলে, কপালে দেও প্রেমচন্দন; সাজায়ে নববাসে, পরম উল্লাসে, ভুঞ্জাও উপাদেয় ভোজন; হয়ে পুলকিত, স্নেহে বিগলিত, কর প্রেমব্রত সাধন; বরষে বরষে, দিবসে দিবসে, বাঁধ নব প্রেমবন্ধন।

আহা কি মধুময়, প্রেমের বিনিময়, ভূতলে হয় স্বর্গ দরশন; প্রেম আলিঙ্গনে, বাঁধি জগজনে, ভাসে চিরসুখে ভক্তগণ; এক মায়ের ছেলে, আমরা সকলে, তিনি জীবনের জীবন; ভাই ভগ্নী মিলে, প্রেমরসে গলে, হও অনন্ত প্রেমে মগন॥ ১২১৯॥

মিশ্র মল্লার।—ঠুংরি।

কুসুম সুন্দরী, তোমার মাধুরী, নেহারি আকুল হয় প্রাণ।

পূরে না লালসা, মিটে না পিপাসা,—রূপ সুধারস করি পান।

নয়নরঞ্জন, বিচিত্র বরণ, কোমল অঙ্গে ঝরে মধুর ঘ্রাণ; প্রফুল্ল আননে, নরনারীগণে করে কত প্রীতিসুধা দান।

লাজে তোমাপানে, চাহিতে পারিনে, কাছে যেতে ভয় হয়; ভক্ত মনোরমা, স্বর্গের সুষমা, অমরবাঞ্ছিত মধুময়; তোমার সৌরভে, বিপুল বিভবে, ব্রহ্মতেজ দেদীপ্যমান; ছোঁব না ছোঁব না, এ চক্ষে দেখব না, অন্তরে অন্তরে করিব ধ্যান॥ ১২২০॥

বাউলে।—সুর।

হরি আমার ফুটন্ত ফুলের বাগান।

যার গন্ধে মত্ত, স্বর্গ মর্ত্ত্য, আনন্দে পাগল প্রাণ।

অপরূপের শোভায়, হাসির ছটায়, নিত্য নব রসে নব ভাবে মন ভুলায়; ভক্তঅলিবৃন্দে, সদানন্দে মকরন্দ করে পান।

ঐ ফুলমধু খেয়ে, হরিগুণ গেয়ে, ফুলের সঙ্গে ফুল হয়ে ভুলিব অহংজ্ঞান; মিশে অঙ্গে অঙ্গে, রঙ্গে রঙ্গে বিলাইব হরিঘ্রাণ।

হরিপ্রেমরসে, হরিপরশে, ফুটিবে জীবন-কুসুম হৃদয়-সরসে; আপন সৌরভে, সাধুভাবে, নিরখিব ভগবান্॥ ১২২১॥

খাম্বাজ বাহার।—একতালা।

তোমারি সম্বন্ধে আত্মীয় সকলে, নৈলে বল কেবা কার।
তুমিই পিতা মাতা, মঙ্গলবিধাতা, তুমি সর্ব্ব মূলাধার।

কে কোথায় ছিল, কোথায় জন্মিল, অজ্ঞাত অপরিচিত কুলশীল; প্রেমের বিধানে, বাঁধি প্রাণে প্রাণে, বিরচিলে পরিবার।

তোমার ইচ্ছায় আত্মীয় স্বজন, ছাড়ি যায় কাটি মায়ার বন্ধন, তোমারই কৃপায়, কালে পুনরায়, পর হয় আপনার; দেখি তব লীলা ওহে লীলাময়, হাসি কাঁদি করি কত অভিনয়, জয় জয় দেব হোক তব জয়! আমি ধূলিসম অসার।

এ নব দম্পতী তোমার আশ্রয়ে, থাকে যেন চির দাসদাসী হয়ে, তোমারে লইয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে, হোক দোঁহে একাকার।

॥ ১২২২ ॥

বিভাস।—আড়াঠেকা।

এস মা আনন্দময়ী, দেখা দেও দীন সন্তানে।
তব কৃপাবিন্দু আশে ডাকি গো কাতর প্রাণে।

আজ সংবৎসর পরে, পিপাসু ব্যাকুলান্তরে, ঊর্দ্ধনেত্রে যোড় করে চেয়ে আছি তোমা পানে।

বিনাশ ভয় ভাবনা, পাপ সন্তাপ যাতনা, হৃদয়ে দাও সান্ত্বনা, মধুর অভয় দানে; তব করুণা কেবল, আশা ভরসা সম্বল, দুর্ব্বলের তুমি বল, ভীষণ ভবতুফানে॥ ১২২৩॥

সুরট জয়জয়ন্তী।—ঠুংরি।

রোগে জর জর, ক্ষীণ কলেবর, কাতর অন্তর ব্যথিত প্রাণ।

আর এ যাতনা, সহে না সহে না, কর শান্তিদাতা শান্তি দান।

ধন জনবল, বিজ্ঞানকৌশল, তব কৃপা বিনা সকলই বিফল; তুমি হে কেবল, ভরসা সম্বল, বিঘ্নবিনাশন ভগবান্!

কর যা ইচ্ছা হয়, ও হে দয়াময়, সুখে দুঃখে নাথ হোক তোমার জয়; নামমহৌষধি, পিয়াও নিরবধি, মা'ভৈঃরবে নাশ ভবভয়; ইহ পরলোকে, জরা মৃত্যু শোকে, তব কোলে যেন পাই স্থান॥ ১২২৪॥

কীর্ত্তন।

(লোফা) হরিনাম রসে, রসে মত্ত হয়ে, চল যাই নববৃন্দাবনে।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপ হেরিব প্রেমনয়নে।

হরিভক্তগণসঙ্গে, নিত্য নানা রসরঙ্গে, মাতিব নাম সঙ্কীর্ত্তনে; ব্রজরজ অঙ্গে মাখি লুটাব হরিচরণে।

(প্রেম) বিরহবিকারে মরি; হরি হরি হরি।
বড় সাধ মনে, তব দরশনে, জনম সফল করি।
মধুর অভয় বাণী, শুনি প্রাণ ভরি; জুড়াই
হৃদয়, ও হে দয়াময়, ও চরণ বক্ষে ধরি।
সখা বলে, প্রেমে গলে, আপনা পাসরি;
প্রেমের হিল্লোলে আনন্দে ভাসিব সুখ দুঃখ পরিহরি।

॥ ১২২৫ ॥

সুরট জয়জয়ন্তী।—ঝাঁপতাল।

কাঁদে যিশু পিতা বলে, একাকী বিজন বনে।
রক্তঘর্ম্ম ছুটে দেহে, ধারা বহে দুনয়নে।

অদূরে বসে নীরবে, শিষ্য সহচর সবে, নিদ্রাভারে অবশাঙ্গ, নিরাশ বিষণ্ণ মনে।

উন্মাদ পবন বহে স্বন স্বন -গিরিশিরে, কাঁদিছে অলিত তরুরাজী নিশির শিশিরে; শশাঙ্ক শোকে মলিন আকাশ তারকাহীন, আকুল হৃদয়ে কেঁদে উঠে বনদেবীগণে।

লুটায়ে ধরণী কয়, যদ্যপি সম্ভব হয়, বাঁচাও আমারে পিতা লইনু চরণাশ্রয়; কিন্তু যাহা ইচ্ছা হয়, তাই কর ইচ্ছাময়, হউক তোমার জয় জীবনে মরণে ॥ ১২২৬ ॥

সিন্ধু।—ঠুংরি।

কেন হে, কি দোষে ক্রুশোপরে।
ওহে যিশু, দেবশিশু; দেখে শোকে হৃদয় বিদরে।

যে পদপাদুকাবন্ধন, খুলিতে না পারিয়া জন্, বিনয়ে করিত ক্রন্দন, হায়! সে পদে শেল বিদ্ধ করে।

আহা কেন অকারণ, অপমান নির্য্যাতন, ব্যসন বধ বন্ধন কিসের তরে; ফাটে বুক পিপাসায়, ঘন ঘন শ্বাস বয়, তিলে তিলে প্রাণ যায়, সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা ঝরে।

কাঁদে মেরী মাতা হেরি পুত্রের নিধন, অধীর হইয়া শোকে কাঁদে শিষ্যগণ; পরিয়া শোকবসন, কাঁদে নিখিল ভুবন, আঁধারে ধরা মগন, উঠে হাহাকার চরাচরে ॥ ১২২৭ ॥

ললিত।—কাওয়ালি।

কেঁদ না আমার তরে। ওহে ভ্রান্ত নর নারী, শোকদগ্ধ অন্তরে।

আপনা আপনার জন্য, কর এখন ক্রন্দন, তোমাদের ভাবী দুঃখে আমার হিয়া বিদরে।

পক্ষিমাতা রাখে যথা নিজ শাবক সকলে, যতনে অতি সাবধানে ঢাকি পক্ষপুটতলে; আমিও তেমনি করে, তোমাদের বক্ষে ধরে, রেখেছিনু মায়ের মত, ভাল বেসে সমাদরে।

পিতার আদেশ মতে, এসেছিনু এ জগতে, পুত্রধর্ম্ম শিখাইতে যতেক অবাধ্য নরে॥ ১২২৮॥

ভৈরবী।—একতালা।

কালের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চল যাই অনন্ত ধামে। ভুলি মাস বর্ষ যুগ ব্যবধান মত্ত হয়ে হরিনামে।

মিলে প্রাণে প্রাণে অনন্তের টানে, ছুটে যাই সবে অনন্তের পানে; এক জ্ঞানে, এক তানে, এক গানে ডাকি প্রাণারামে।

কিসের ভাবনা, কিসের ভয়, পাই যদি মৃত্যুঞ্জয়পদাশ্রয়, তাঁর নামে জয়ী হইব নিশ্চয় মৃত্যুর সংগ্রামে; অনন্ত সঙ্গীত

গাইতে গাইতে, যাইব অনন্ত জীবনের পথে, দেবলোকে হরিধ্বনি-প্রতিধ্বনি উঠিবে গ্রামে গ্রামে॥ ১২২৯॥

কীর্ত্তন।

দেহমন্দিরে হচ্চে হরিসঙ্কীর্ত্তন। শুন রে আত্মন্।

দিবস রজনী, হরিধ্বনি করে নিশ্বাসপবন।

তালে তালে বাজায় হৃদয়, হয় নাক একটী বার কথনি বেলয়; নাচে শিরায় শিরায় রক্তবিন্দু আনন্দে লোহিত বরণ।

প্রাণতন্ত্রী মিলায়ে হরি, গাইছেন মধুর স্বরে হরি হরি হরি; নীরবে একাকী, মুদে আঁখি, ও রে মন কর শ্রবণ।

এই নিত্যসংকীর্ত্তনে মাতিয়ে, অবিরাম হরিনাম গাও তুই তায়ে; সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে কর রে হরি ভজন॥১২৩০॥

কীর্ত্তন।—তেওট।

সদা আনন্দে কর হরি নাম গান।

থেক না, থেক না, শোকে ম্রিয়মাণ।

কিসের ভয়, কি সংশয়, হরিদয়াময়; বল হরির জয়, হরিনামে পাবে ত্রাণ।

ঈশা চৈতন্য মোহম্মদ, ভক্ত মহাজন যত, করিছেন নিয়ত অভয় দান; তাঁরা আয় ভাই আয় বলে, ডাকিছেন প্রেমে গলে, দু বাহু তুলে; আগে আগে ধরিয়া বিজয়নিশান।

বিষয়বাসনানলে দহিছে হৃদয়, নাসিকায় নিরাশার শ্বাস বয়; লয়ে শাক্যের চরণে শরণ, নির্ব্বাণ কর হে সাধন, পাইবে শান্তিধন; হবে সুখ দুঃখ মানাপমান সমান॥ ১২৩১॥

ভৈরবী।—একতালা।

মা আমি ছাড়ব না তোমায়। ভবখেলা ঘরে, ভোগা দিয়ে মোরে, ভুলাইয়ে রেখে যাচ্চ কোথায়।

মা হয়ে সন্তানে, বল কোন প্রাণে, ভুলাইতে চাও মিছে মায়ায়; আমি হয়েছি শেয়ানা, (মাগো) নেব না খেলনা, ভুলব না আর ছেলেখেলায়।

ভক্তশিশুদলে, ভকতবৎসলে! মিলাইয়া কেন দাও না আমায়; মিশে সেই দলে, বসে তব কোলে, প্রাণ এখন আমার খেলিতে চায়॥ ১২৩২॥

কীর্ত্তন।

(তেওট) ধন্য দয়াময় পিতা পতিতপাবন। ভবভয়ভঞ্জন ভূভারহরণ, জগতজীবন।

দেখে নরনারী সকলে, তাপিত পাপানলে ; নরক ঘোরে (মহাঘোর) তুমি পাঠালে সুপুত্র দেবনন্দন।

মহাপুরুষোত্তম যিশু হে আমার, পাপীর পরম বন্ধু পুণ্য-অবতার ; দীন দুঃখীদের সঙ্গে মিলে, পথে বেড়াইলে, কত কাঁদিলে ; (জীবের দুঃখ দেখে) যুগপ্রলয় করিলে তুমি সংঘটন।

(খয়রা) আহা আমাদের লাগি, হয়ে সর্ব্বত্যাগী, দিলে আত্মবলিদান ; (স্বার্থ পরিহরি) সহিয়া যাতনা, মরম বেদনা, ক্রুশে হারাইলে প্রাণ। (চোর দস্যু সনে)

কাঁটার মুকুট শিরে, চলেন ধীরে ধীরে, কাল্‌ভেরী মহা-শ্মশানে ; (যিশু তোমার প্রাণে কতই সয় হে) কাঁধে ক্রুশভার, দুঃখের অবতার, আঁখি দুটী স্বর্গ পানে। (লোহিত বরণ)

(হায়) যে করকমল, চরণযুগল, পরশে পাতক হরে ; (কত তাপিত প্রাণ শীতল হয়রে) শেল হানে তায়, হায় হায় হায়, সোণার অঙ্গে রক্ত ঝরে। (প্রাণ কেঁদে উঠে)

যে শোণিত পান করি কত পাপী পাইল নবজীবন ;

(যুগে যুগে পাপী) নিদারুণ ক্রুশ হল এবে কত ভকত হৃদয়-ভূষণ। (আহা মরি মরি) ঘুচল বিচ্ছেদ, পিতা পুত্র দোঁহে হইল পুনর্ম্মিলন।

হায় এত জেনে শুনে, তব দেবগুণে, কেন মজিল না প্রাণ; (নরাধম আমি) হৃদয় ভরিয়া পবিত্র শোণিত, কেন না করিনু পান। (গতি কি হইবে)

(তেওট) কবে যিশুর ক্রুশ মাথায় লয়ে, তাঁর পথের পথিক হয়ে, অপমান সয়ে; (প্রেম দিয়ে) আমরা বলিব তোমার ইচ্ছা হোক পূরণ॥ ১২৩৩॥

খাম্বাজ।—কাওয়ালি।

করহে আনন্দে জয়গান; হয়ে এক প্রাণ।

আমরা সকলে সেই এক পিতার (মায়ের) সন্তান।

এক জ্ঞান এক শক্তি, এক ধর্ম্ম এক ভক্তি, এক পথ, এক গতি, এক গম্য স্থান; তবে কেন ভেদবুদ্ধি, কেন বৃথা অভিমান্।

গৃহবিবাদ অনলে, রাগ দ্বেষ হলাহলে, জ্বলে প্রাণ শান্তি-জলে করহে নির্ব্বাণ; সহে না সহে না আর লোকনিন্দা অপমান।

যে দেশ হইতে সবে, এসেছি ভাই এই ভবে, সেখানে যাইতে হবে, বিধির বিধান; তিনি বিনা কারো কাছে নাহি আর পরিত্রাণ।

হরিপ্রেমরসে গলে, প্রেমধামে যাই চলে, ভাই বলে করি সবে আলিঙ্গন দান; যেথানে ভকতবৃন্দ, সেইখানে ভগবান্।

জয় দেব প্রেমময়! হইল প্রেমের জয়, তব নামে নাহি রয় ভেদ ব্যবধান; প্রেমদাস ও চরণে অন্তে যেন পায় স্থান॥ ১২৩৪॥

কীর্ত্তন।

(লোফা) ডাক রে দীনবন্ধু বলে, সবে মিলে ডাক ভাই সমতানে।

ব্যাকুল অন্তরে ডাক, চেয়ে তাঁর মুখপানে।

যে ভাবে ভক্ত গৌরাঙ্গ, সঙ্গে লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ, ডাকিতেন তাঁরে কাতর প্রাণে; (দয়াল হরি বলে) সেই ভাবে না ডাকিলে, পাবে না শান্তি প্রাণে।

(খয়রা) দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, ডাক তাঁরে অনিবার; (দয়াল হরি বলে হে) ত্যজি অহংজ্ঞান, মান অভিমান, হরিনাম কর সার।

ভক্তপদধূলি, লয়ে মাথে তুলি, কাঁদ হরি হরি বলে, (কাঙ্গালের বেশে) কাঙ্গালশরণ, দিবেন দরশন, পাষাণ হিয়া যাবে গলে। (হরিভক্তিরসে)

(লোফা) হরি আমার বড় দয়াময়।

আর নাহি ভয়, নাহি ভয়।

(বল জয় দয়াময়) এস তাঁরে সমতানে, ডাকি সবে আকুল প্রাণে, ও ভাই শীতল হইবে হৃদয়।

ছাড়ি কুবাসনা, কুমন্ত্রণা, করি হরিনাম সাধনা, অন্তে হরিপদে হইব লয়। (হরি বোল বলে)

(দশকুশি) হরের্নামৈব কেবলম্, হরের্নামৈব কেবলম্—হরি বিনা আর গতি নাই; (পরাধীন বঙ্গবাসীর) (এই উনবিংশ শকে) পরিহরি ভেদাভেদ, বিবাদ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, প্রেমানন্দে হরিগুণ গাই।

যে হরিনাম কীর্ত্তনে, মাতাইল জগজনে, শিবশুক নারদ প্রহ্লাদ; দাউদ ঈশা চৈতন্য, জনক নানক জন, মোহম্মদ হইল উন্মাদ। (যে হরিসঙ্কীর্ত্তনে)

(খয়রা) হরি হরি বলে, দুই বাহু তুলে, এস সবে মিলে ডাকি বার বার।

হরিকৃপাবলে, হবে মরুভূমি প্রেমের পাথার।

যেমন প্রেমের পাগল নব রসের গোরা প্রেম অবতার।

আহা দেখরে কেমন! নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম অবতার।

বহে অবিরত শত প্রেমধারা নয়নে তার। প্রেমে পুলকিত, যেন কদম্ব কুসুম আকার। আনন্দে মাতিয়া নাচিয়া গাইয়া ঐ ভক্তসনে করিব বিহার।

ভক্তিরস পান করি, মাত হরি নামগানে ॥ ১২৩৫ ॥

বাহার খাম্বাজ।—একতালা।

জয় জয় জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম জিহোবা ঈশ্বর ভগবান্।

গড্ খোদা হরি, বহু নাম ধরি, দেশে দেশে বিরাজমান।

[জয় ব্রহ্ম জয়! জয় ব্রহ্ম জয়! জয় ব্রহ্ম জয়। জয় ব্রহ্ম জয়! লোক লোকান্তরে, গায় সুরে নরে, সবে সমস্বরে জয় জয়; ঈশা মোহম্মদ, জনক দাউদ, গায় সবে মিলে তোমারি জয়; নিখিল ভুবনে, অনন্ত গগনে উড়ায়ে বিজয়-নিশান।

তুমি এক পিতা মাতা সবাকার, নর নারী যত সন্তান তোমার, একমেবাদ্বিতীয়ং নিরাকার, জয় সর্ব্বশক্তিমান্; [জয় ব্রহ্ম জয়! জয় ব্রহ্ম জয়!] সিনেগগে মঠে, প্রতি ঘটে ঘটে, মন্দিরে গির্জ্জায় তোমারি জয়;—পুরুষোত্তমে জেরুশালমে,

মেক্কা কাশীধামে তোমারি জয়;—বেদ পুরাণে, বাইবেল্ কোরাণে, ললিতবিস্তরে তোমারি জয়; যোগী ঋষি ভক্ত, হয়ে প্রেমে মত্ত, করিছে তোমার মহিমা গান॥ ১২৩৬॥

কীর্ত্তন।

এক বার দয়া করি, ও হে হরি, দেখা দাও আমারে।

আমি অন্ধ হয়ে পড়ে আছি মোহ অন্ধকারে।

এ কঠিন প্রাণ, পাষাণ সমান, পাপেতে বিকৃত কলঙ্কিত, মত্ত অহঙ্কারে।

তব নামে নাহি রতি, আমি অতি পাপমতি, তুমি অগতির গতি লয়ে যাও ভবপারে।

হারাইয়ে তোমাধনে, কাঁদি একা ভববনে, ভক্তিসুধা দানে বাঁচাও প্রাণে ডাকি বারে বারে॥ ১২৩৭॥

বেহাগ।—কীর্ত্তন।

মা বলে কাঁদি সকলে আয়। তোরা আয় আয়, আয়, আয়। মা বিনা আমাদের আর নাহি যে উপায়।

ছিন্ন কন্থা বাঁধি গলে, ভাসি শোক অশ্রুজলে, মা মা বলে ডাকি পড়ে তাঁর পায়।

রোগ শোক পাপজ্বরে, ভারত বক্ষ বিদরে, অকালে মানুষ মরে, হায় হায় হায়; ঘরে ঘরে হিংসা দ্বেষ, ভ্রাতৃনিন্দা ছদ্মবেশ, নাহি সুখ শান্তিলেশ, দুঃখে প্রাণ যায়।

মা বিনা ভবে আর গতি নাই। এ বিপদে বল কার কাছে যাই।

মোরা দীনহীন, পরাধীন, কাঙ্গাল দুর্ব্বল সবাই। কাতর প্রাণে, চেয়ে তাঁর পানে, এস মা মা বলে ডাকি ভাই।

কর প্রেম ভক্তিভরে, মাতৃপূজা ঘরে ঘরে, মা নামে ত্রিতাপ হরে, মৃতে প্রাণ পায়॥ ১২৩৮॥

কীর্ত্তন।

গাও হরি নাম, অবিরাম আনন্দ মনে। হরিনামের হিল্লোলে ভেসে যাই শান্তিভবনে।

যুগ যুগান্তর যে হরিধ্বনি ছুটিছে ভারতগগনে; (প্রেমসমীরণে) বংশপরম্পর, বহে নিরন্তর, ভকতজীবনে জীবনে।

হরি নামের বাতাসে, দেবনিশ্বাসে, কত মহাপাপী সশরীরে যায় স্বর্গবাসে ; এস দেহ মনে, ভাই দুই জনে, মাতি নামকীর্ত্তনে ॥ ১২৩৯ ॥

কীর্ত্তন।—একতালা।

দিনান্তে এক বার বল হরি, ছাড়ি অসার বাসনা।

একান্ত মনে, বসিয়া নির্জ্জনে, সেই পতিতপাবন, অধম-তারণ, হরি নাম কর সাধনা। (একবার ভক্তিভরে বল রসনা)

সচ্চিদানন্দঘন, মূরতি মোহন, হৃদয় মাঝে কর ধ্যান ধারণা ; পরম সাধন, হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ;—স্মরণ শ্রবণ আত্ম-নিবেদন অর্চ্চনা পাদবন্দনা।

হরিপ্রেমরসপানে, নামগুণগানে, পাবে শান্তি ঘুচিবে যাতনা ; থাকিতে সময়, লহ হরিপদাশ্রয়, ভবে কেও নহে কার, হরি নাম সার, (ভাই মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকি) প্রাণান্তে সে নাম ভুল না ভুল না ॥ ১২৪০ ॥

খাম্বাজ।—একতালা।

তুমি দিয়াছিলে, তুমিই লইলে, ওহে প্রভু দয়াময়।

জীবনে মরণে, বিপদে সম্পদে, তব ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

জলবিম্ব যথা জলধিতরঙ্গে, জনমিয়া লয় হয় তার অঙ্গে, অন্তে জীব তথা মিশে তোমা সঙ্গে, যোগেতে জীবিত রয়॥ ১২৪১॥

নগরকীর্ত্তন।

চল যাই বৃন্দাবনে।

আনন্দ মনে, হরি হরি বলে বদনে।

ঐ দেখা যায় নবউষা, নবভারত গগনে।

নবীন মূরতি ধরি, করেন যেখানে হরি, নবলীলা ভকত সনে; সেরূপ আনন্দঘন, যোগিহৃদয়রঞ্জন, নেহারিব নব নয়নে।

নবীন বৈরাগিবেশে, নবভক্তি প্রেমাবেশে, নবরাগে নব রসোল্লাসে; (নবদেব দরশনে,—চল যাই, যাইরে) লয়ে নব ভালবাসা, নবোদ্যম নব আশা, নবোৎসাহে নবীন বিশ্বাসে। (চল চল যাইরে, প্রাণ সখার দরশনে) বিধান নিশান ধরি, বাজায়ে বিজয়ভেরী, নরনারী মিলে এক প্রাণে; (চল চল যাইরে) নিরখি সখার মুখ, পাসরিব ভবদুঃখ, মাতিব আনন্দসুধা পানে।

কি বা নবরসে রঞ্জিত, নবভাবে শোভিত, আকাশ অবনী

জল স্থল ; নব নিরমলাকাশে, নবীন নীরদভাসে, হাসে নব দামিনী সকল।

কি বা নব রবি শশী তারা, বরষে আনন্দধারা, নবরাগে করে ঝলমল ; নব বসন্ত সমীরে, নাচিতেছে ধীরে ধীরে, নদী সরোবর সিন্ধুজল।

প্রকৃতি নবযৌবনে, সাজিয়ে নব ভূষণে, সপ্ত স্বরে গায় হরিনাম ; নবকিশলয়ে সাজি, তরু লতা বনরাজি, বিকাশে নব কুসুমদাম। (আহা কিবা শোভারে)

হরির কৃপায় সবে, জীবন্মুক্ত হয়ে ভবে, প্রবেশিব নবজীবনে ॥ ১২৪২ ॥

সুরট মল্লার।—ঝাঁপতাল।

ধন্য ধন্য ধন্য মাতঃ প্রণিপাত ও চরণে।

তোমার করুণা কত দেখিলাম এ জীবনে।

তোমার কটাক্ষে হয়, পরাজয় ভবভয়, রোগজীর্ণ তনু হয় জীবিত নবজীবনে।

ফেলিয়া বিপদ ঘোরে, কখন কাঁদাও মোরে, পর ক্ষণে কোলে করে হাসাও স্নেহচুম্বনে।

নানা রঙ্গে কর খেলা, মা তোমার অনন্ত লীলা, না বুঝিয়া ভয়ে মরি, কাঁদি বিষণ্ণ বদনে; ইহলোকে পর লোকে, অন্ধকারে আলোকে, অনিমেষে চেয়ে আছ মা তুমি প্রেম-নয়নে ॥ ১২৪৩ ॥

কীর্ত্তন।

(তেওট) নিরলসে ভজ ভজ হরি, কর হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন।

হরি পিতা হরি মাতা, প্রাণসখা চিরন্তন ধন।

শ্রীহরি মঙ্গল কথা, শুনিলে যায় মর্ম্মব্যথা, শোক তাপ হয় বিমোচন; তাঁর প্রেমাননে, প্রেমনয়নে, সদা করে অমৃত বরষণ।

(দশকুশী) চেয়ে কার মুখপানে, রয়েছ ভুলে এখানে, কারে বা ভাবিছ রে আপন; (কেউতো তোমার নয়, তোমার নয়,—শ্রীহরি বিনা) বিরহে ব্যাকুল হয়ে, পিপাসিত হৃদয়ে, হরি বলে কর রে রোদন।

(খয়রা) পাষাণ হৃদয় মম; কেন কাঁদে নারে। (হা নাথ! হা নাথ! বলে) কেমনে ধরিব প্রাণ, বিনা সে শ্রীহরি; চারি দিক অন্ধকার দেখে ভয়ে মরি। (তবু প্রাণ)

ফুরাইবে লীলা খেলা দুই দিন পরে; কার সঙ্গে পরলোকে যাব ভবপারে।

(দশকুশী) অনাথ বালকের মত, ডাক তাঁরে অবিরত, দয়াময় দয়াময় বলে: (দিনের দিন ফুরাইল) ডাকিলে কাতর প্রাণে, পাইবে সান্ত্বনা প্রাণে, পাপ তাপ সব যাবে চলে। দুঃখ রবে না, রবে না) (পয়রা) দর্শনে স্পর্শনে, শ্রবণে, কীর্ত্তনে, সদানন্দ মনে করিব বিহার; মিলে ভক্তদলে, প্রেমসাগরে খেলিব সাঁতার।

সখার চরণ, করিয়া ধারণ, দিব আলিঙ্গন প্রেমভরে; বিরহ বিচ্ছেদে, আবার কাঁদিব কাতর স্বরে। ভক্তগণসঙ্গে, নিত্য নানা রঙ্গে, বিহরিব নববৃন্দাবনে; লীলা দরশনে, প্রেম-ধারা বহিবে নয়নে।—ভব বিমোহিত যুগলরূপ দরশনে। মহা ভাবরসে, মত্ত হয়ে শেষে, ভুলে যাব আমি আপনারে; মহা-প্রেমে গলে, "মুই সেই" বলে, দুই জনে মিলে হব একাকার॥ ১২৪৪॥

কীর্ত্তন।—যৎ।

আহা এ কি লীলা দেখাইলে শ্রীহরি।

নবীন সন্ন্যাসী গোরা দেখে যে কেঁদে মরি।

একে মহাভাবভক্তি, তাহে বৈরাগ্যের জ্যোতি, যেন রবি হাসে, শশী পাশে অপরূপ রূপ ধরি।

কামনা বাসনা সবে, কাঁদে হাহাকার রবে, বৈরাগী বেশ দর্শন করি ; কাটি মায়ার বন্ধন, কত ধনী জ্ঞানিজন, দলে দলে সঙ্গে চলে সংসার পরিহরি ॥ ১২৪৫ ॥

পাহাড়ী মিশ্র ।—একতালা ।

পিতা তব প্রেমরাজ্য আসিছে ধরাতলে ।

আশাপথ চেয়ে মোরা রহিয়াছি সকলে।

দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, নরনারী তব নামে, রচে প্রেম-পরিবার তোমার পদতলে।

পাপরাজ্য হবে ধ্বংস, বাড়িবে বিশ্বাসিবংশ, অভিনব আর্য্যবংশ জন্মিবে দলে দলে ।

নূতন বিধানে সবে, রাজভক্ত হয়ে রবে, নিরাপদে বাস করিবে, তোমার খাসমহলে ।

বাঁধিলে আজ দু জনে, অনন্ত প্রেমবন্ধনে, স্থান দিয়ে শ্রীচরণে রাখ দোঁহে কুশলে ॥ ১২৪৬ ॥

বড় হংসসারঙ্গ।—চৌতাল।

তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ, অসীম সেই বিশ্বশরণ, তাঁর জগত-মন্দিরে।

অনাদি কাল অনন্ত গগন, সেই অসীম মহিমা মগন, তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন, আনন্দ নন্দ নন্দরে।

হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি, পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি, কতই বরণ কতই গন্ধ, কত গীত কত ছন্দে রে।

বিহগ-গীত গগন ছায়, জলদ গায় জলধি গায়, মহা পবন হরষে ধায়, গাহে গিরি-কন্দরে; কত কত শত ভকত প্রাণ, হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান, পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম টুটিছে মোহবন্ধ রে॥ ১২৪৭॥

কানেড়া।—ঝাঁপতাল।

চমৎকার অপার জগত-রচনা তোমার,
শোভার আগার বিশ্ব-সংসার।
অযুত তারকা চমকে রতন কাঞ্চন-হার,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধরা ধন ধান্যময়, হায়, পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার;

হে মহেশ! অগণন লোক গায়—ধন্য তুমি ধন্য এই গীতি অনিবার ॥ ১২৪৮ ॥

শঙ্কর।—ঝাঁপতাল।

কি ভয় অভয়ধামে, তুমি মহারাজা,
ভয় যায় তব নামে।
নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে,
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে।
তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়,
লোক ভয় বিপদ মৃত্যু ভয় দূর হয় তার;
আশা বিকাশে সব বন্ধন ঘুচে,
নিত্য অমৃত-রস পায় হে॥ ১২৪৯ ॥

কাফি।—যৎ।

তার তার' হরি দীন জনে।
ডাক তোমার পথে করুণাময়,
পূজনসাধনহীন জনে।
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ,

পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,
মরণ মাঝারে শরণ দাও হে,
রাখ এ দুর্ব্বল ক্ষীণ জনে।
ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো,
বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো,
পথ নাহি প্রভু পাথেয় নাহি,
ডাকি তোমারে প্রাণপণে।
দিক হারা সদা মরি যে ঘুরে,
যাই তোমা হতে দূরে সুদূরে,
পথ হারাই রসাতল পুরে,
অন্ধ এ লোচন মোহঘনে ॥ ১২৫০ ॥

দেশ।—সুরফাঁকতাল।

দেখিয়ে হৃদয়মন্দিরে ভজনা শিবসুন্দরে, কি ভ্রমে ভুলিয়ে তাঁরে, কর অযতন, এখন কর কর সাধন।

এই সে পতিতপাবন, এই সে জগৎ-তারণ, এই সে পরম কারণ, করহ তাঁরে মনন।

হইয়ে বিষয়ে মত্ত, হারালে পরমতত্ত্ব, না ভাবিলে সেই সত্য নিত্য বিভু নিরঞ্জন;

হৃদয়ের প্রেমহার, দেও হে তাঁহারে উপহার,পেয়েছ কৃপায় যাঁর, দেহ হৃদয় জীবন॥ ১২৫১॥

ধুন।—ঠুংরি।

অন্ধজনে দেহ আলো মৃত জনে দেহ প্রাণ।

তুমি করুণামৃতসিন্ধু, কর করুণা-কণা দান।

শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন-পাষাণ সম, প্রেমসলিল ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান।

যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাক ডাক, তোমা হতে দূরে যে যায় তারে তুমি রাখ রাখ; তৃষিত যে মন ফিরে, তব সুধাসাগরতীরে, জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে, সুধা করাও হে পান।

তোমারে পেয়েছিনু যে, কখন হারানু অবহেলে, কখন ঘুমাইনু হে, আঁধার হেরি আঁখি মেলে, বিরহ জানাইব কায়, সান্ত্বনা কে দিবে হায়, বরষ বরষ চলে যায়।

হেরিনি প্রেমবয়ান,—দরশন দাওহে দাওহে দাও কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ॥ ১২৫২॥

মান্দ্রাজি ভজন।

অন্তরের ধন, প্রাণরঞ্জন, স্বামী। এসেছি হেথা আমি তোমারি আশে।

প্রেমচন্দ্র! তোমা হেরি দুখঘন দূরে যায় বিমল জোছনা ভায়, আনন্দ বিকাশে।

সুন্দর মূরতি হেরিয়ে বিস্মিত মোহিত আমি; সঙ্গীত শুনি অন্তরে, সুধাময় তব বাণী॥ ১২৫৩॥

আলেয়া।—আড়াঠেকা।

সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার, নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই।

চৌদিকে বিষাদ ঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে, তোমার আনন্দমুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই।

ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়, যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়।

তবু সে মৃত্যুর মাঝে, অমৃত মূরতি-রাজে, মৃত্যু শোক পরিহরি ঐ মুখপানে চাই। তোমার আশ্বাসবাণী শুনিতে পেয়েছি প্রভু, মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু।

হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত যাচিয়া লব তোমার অভয় কোলে পেয়েছি পেয়েছি ঠাঁই॥ ১২৫৪॥

মিশ্র বেহাগ।—ঝাঁপতাল।

আজ আনন্দে প্রেমচন্দ্রে নেহারো হৃদি গগনমাঝে কর জীবন সফল।

কর পান হৃদয় ভরি, পড়িছে ঝরি অমিয়া, নূতন প্রাণে পাইবে নূতন বল।

সেই সুধা লাগি, কত ঋষি যোগী বিষয়ে বিরাগী, রহে যোগাসনে অটল।

এ রস পাইলে স্বাদ, না থাকে অপর সাধ, দূর হয়রে বিষাদ, উথলে প্রেম নিরমল॥ ১২৫৫॥

পূর্ণ ষড়ম।—একতালা।

(একি) লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে,
আনন্দ বসন্ত সমাগমে!
বিকাশিত প্রীতিকুসুম হে,
পুলকিত চিতকাননে।

জীবনলতা অবনতা তব চরণে।

হরষ গীত উচ্ছ্বসিত হে,

কিরণ মগন গগনে ॥ ১২৫৬ ॥

বিভাস।—টিমেতেতালা।

ব্রহ্মনাম বদনেতে বল অবিরাম।

ব্রহ্মানন্দে মেতে সবে কর নামগান।

চেয়ে দেখ বিশ্বজন ব্রহ্মানন্দে মাতিল, পশু পক্ষী তরুলতা ব্রহ্মনাম গাইল; নরনারী সবে তবে, কোন্ প্রাণে ঘুমে রবে, হৃদয় ভরিয়ে বল জয় প্রাণারাম। (জয় প্রাণারাম) (জয় জয় জয় প্রাণারাম)।

সারানিশী যাঁর কোলে নিরাপদে ছিলে, যাঁহার কৃপায় পুনঃ নয়ন মেলিলে; আগে তাঁরে প্রণমিয়ে, ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, জাগিয়ে আনন্দে বল জয় প্রাণারাম। (জয় প্রাণারাম) (বল জয় জয় প্রাণারাম) ॥ ১২৫৭ ॥

আলেয়া মিশ্র।—যৎ।

(আজি) নিমন্ত্রিত সবে সখার প্রেম-ভবনে।

(তাই) আনন্দ ধরে না আজি এ মলিন মনে।

মধুমাখা ডাকে হরি, (এনে) সবে নিমন্ত্রণ করি, বিলাইবেন প্রেমামৃত এ পাপী জনে।

ক্ষুধিত তৃষিত সবে, (সখার) মহাযজ্ঞ মহোৎসবে, লভিব প্রেমান্ন আজি—যত সাধ মনে।

সখার সনে সখার নাম, (আজি) আনন্দে করিব গান, পাইব জীবন আজি মৃত জীবনে॥ ১২৫৮॥

ভৈরবী।—আড়খেমটা।

(এক বার) পাই যদি দেখিতে; (তাঁরে) নয়নে নয়নে রাখিব, থাকিব এক মনে এক চিতে।

শীতল চরণ, কর্‌বো ধারণ, জীবন জুড়াইতে; পেলে গাঁথিয়ে রাখিব রতন হৃদয়ের সহিতে।

করচিহ্ন, চরণচিহ্ন পাইবে নিরখিতে; (আমার) তাই দেখে প্রাণ সদাই ব্যাকুল, না পারি ভুলিতে।

কাতর প্রাণে যখন ডাকি, কাঁদিতে কাঁদিতে; (সাড়া) পাই যেন কার, ওগো আমার অন্তর নিভৃতে।

না দেখে যে রইতে নারি না পারি সহিতে; (ওগো) আমাতে কি আছি আমি, মজেছি প্রীতিতে।

দেখা দাও জীবনের জীবন, জীবন থাকিতে; (আমার) হৃদয় মাঝে বিরাজ কর দিবা যামিনীতে ॥ ১২৫৯ ॥

বিভাস।—একতালা।

উঠে হরি বল মন। ঘুমে থেকো না অচেতন।

পূরব গগন উজলিত হল, বিহঙ্গম জাগিয়া উঠিল, অলস হইয়ে আর কেন, বল "জয় দয়াময় পতিতপাবন।"

দূরে গেল অন্ধকার দুঃখ-নিশা, প্রকাশ হইল সুখময়ী ঊষা, এবে প্রাণভরে পুলকঅন্তরে,দেখ প্রাণারাম ভুবনমোহন।

মৃতপ্রায় হয়ে থেকো না রে আর, (হবে) সঞ্জীবনী শক্তি নামেতে সঞ্চার, যাবে পাপমলা হৃদয়ের ভার সেই নামে নূতন জীবন ॥ ১২৬০ ॥

ভৈরোঁ।—একতালা।

চিদাকাশে নীলাকাশে জ্যোতি প্রকাশে। জলে কমল স্থলে কমল, হৃদয় অমল হাসে।

জেগেছে পাখী, জেগেছে প্রাণ, মধুর ললিতে তুলিয়ে তান, দুলিছে হৃদয়, দুলিছে কমল, করুণা বাতাসে। (ব্রহ্ম)

করে অলি গুন গুন, মন গুন গুন, প্রভাতসঙ্গীতে সমান নিপুণ, প্রেমমদিরা পিয়ে মাতোয়ারা পরম উল্লাসে।

উঠেছে যোগী, উঠে নাই ভোগী, উঠেছে ভকত প্রেমানুরাগী, বন্দে ছন্দে জগত বন্দে প্রাণেশ মহেশে ॥ ১২৬১ ॥

রামকেলি ।—ঠুংরি ।

জাগ রে ভাই হল নিশি অবসান।
কর আনন্দে মা নাম গান ।

প্রণমি মায়ের চরণকমলে, নব অনুরাগে ডাক মা বলে, আগে তাঁহার মুখ, দেখরে দেখ দেখ, পাইবে মৃতদেহে প্রাণ।

উঠিছে নব রবি নবীন কিরণে, ফুটিছে নব রসে ফুল বনে বনে; বহিছে ধীরে ধীরে নব সমীরণ, মধুর ঝঙ্কারে গাহিছে পিকগণ, উষার আলোকে আনন্দে পুলকে, জাগিল ভবশ্মশান।

জননীর প্রেমরস পান করি, তাঁহার নাম গুণ গাও প্রাণ ভরি; চল নব-জীবনপথে অবিরত, মাতি নবোৎসাহে শিশুর মত হাসিয়া, খেলিয়া না'চয়া, গাইয়া, (চল) মায়ের পথে অবিরাম ॥ ১২৬২ !

বাউলে সুর।—কাওয়ালী।

ও আমার মন চল রে যাই নিজদেশে।
কেন মিছে ভ্রম রে আর বিদেশে।

কি সুখে আর তুই রে হেথায় আছিস মন, ও তোর ঘরের ভেদী, ঘোর বিবাদী আছে রে ছয় জন; কিসে ডুবিবি তুই লাভে মূলে, সদাই তারা ফেরে রে এই উদ্দেশে।

ভেবে দেখ মন তোর এ ঘরের কি দশা, একে ফুটো ফাটা, দুয়ার নটা তায় পাঁচ ভূতের বাসা, আবার কোন দিনে ঘর দেবে ভেঙ্গে, যেদিন তারা যাবে পাঁচে পাঁচ মিশে।

চল রে মন ত্বরা করে মনরথে চড়ে, ওমন প্রেমভক্তি জোড়া ঘোড়া দাও দাও তাতে জুড়ে, ঘোড়া না যায় ছুটে অন্য পথে, ঠিক হয়ে তুই রাশ ধরে থাকিস বসে।

দেখবি গিয়ে মন সে কেমন সুখের দেশ, সেথায় সব ফোটা ফুল দুখের কীট তায় করে না প্রবেশ; সেথা নাই রে রবী শশীর আলো, উজল হতেও উজল দেশ স্বপ্রকাশে।

দীন যদি হয় তোর এ শুভ মনন, তবে কুটিকাটি, ময়লা মাটি সব দিয়ে বিসর্জ্জন; ও দীন হও উদ্যোগী, সাজরে যোগী, ফল পাবি না কথার এ উপদেশ॥ ১২৬৩॥

সিন্ধুখাম্বাজ।—একতালা।

যদি পার হবি রে ভবনদী হরি হরি বল।

হরিনাম বিনে পারের নাই রে আর সম্বল, ও সে সম্বল, ও সে সম্বল সংগ্রহ করি, পার ঘাটেতে চলরে চল।

বেলা গেল সন্ধ্যা হল, বিলম্বে কি ফল, ওরে দেখলি তুই এ ভবের হাটে, হাট করা লোকসান কেবল।

তোর আপন যারা ছজন তারা পেতে নানা ছল, ও তুই পার হতে, না পারিস যাতে, তার তরে বেঁধেছে দল॥ ১২৬৭॥

খাম্বাজমিশ্র।—কাওয়ালী।

(বাউলে সুর)

ও কত রঙ্গ জান, রঙ্গবিহারী। (হরি)

তোমার মত মজার লোক আর দুটি না হেরি।

জলে চলাও জলচরে, স্থলে চলাও স্থলচরে, শূন্যে রবি শশী আদি গ্রহনিকরে; এদের যার নাই চরণ তারেই আবার চালাও দিবা শর্ব্বরী।

কখন ডাকি পবনে, কি বলে দাও তার কাণে কাণে,

গাছ পাড়ে ঘর পাড়ে লোকের সর্ব্বস্ব টানে; (পবন) জোর ঝড় তুফানে উড়াইয়া দেয় নগর নগরী।

বরুণ কভু তোমার কথায়, জল জুয়ারে জগত ভাসায়, কেউ বা ডোবে কেউ ভেসে যায়, হাহাকার করি; (হরি) জীবে তার মাঝে করুণাচিহ্ন দেখাও কৃপা বিতরি।

কভু বা বসি নির্জ্জনে, নানা ছাঁদে নানা বর্ণে, সাজাও কানন অসাধারণ সে কারিকুরি, (হরি) দেখে ফল ফুলের সুষমা শোভা কাঁদি আর হেসে মরি।

গড়েছ যে এক প্রকৃতি, তারে দিয়ে নিতি নিতি, দেখাও যে কত কারখানা, যাই বলিহারি; (হরি) সে জলকে স্থল করে হে কভু, স্থল কে দেখায় জল করি।

চতুর প্রেমিক তুমি হরি, জান হে কত চাতুরী, যে চায় তা চরণ খানি সর্ব্বস্ব ছাড়ি; (হরি) হেসে দীন বলে হে রসিক গোঁসাই, তার সঙ্গেই লুকোচুরী॥ (কেঁদে)॥ ১২৬৫॥

বিভাসমিশ্র।—খ্যেমটা।

(বাউলে সুর)

এসে এই ভবের হাটে, খেটে খুটে, বেশ ব্যবসা করলি রে মন।

নিজে তুই বোদ্ধা যেমন, বুদ্ধিদাতা মিলেছে তোর তেমনি ছ'জন।

ওরে, খুব লেনা দেনা ফেলাও করে নাম পসারে চলছো এমন; ও তোর সব ফক্কা বাজি, এতেই বুঝি, পাবি রে তুই মনোমত ধন।

ও মন, এখনও তোর হুঁস হলো না, বেচতে কিনতে হয় যে কখন; না বুঝে কিনে চড়ায়, বেচে কড়ায়, মিছে কর রে আস্ফালন।

ওরে, তুই খাতা ধরে, রাওয়া করে, বুঝবি যখন জানবি তখন; থাকুক রে লভ্য দূরে, মূলের ঘরে, হতেছে তোর অধঃপতন।

মিছে তোর এ দোকানঝাল, আজ নহে কাল, ধ্বংসপুরে করবে গমন, তখন কি জবাব দেবে, আসল চেয়ে, ব'সবে যখন মহাজন।

মহাজন দয়াল বটে, এ দুর্ঘটে, ত্রাণ পেতে তুই চাস যদি মন; দীনে রে সঙ্গে লয়ে, ধরগে গিয়ে, একান্তে সেই অভয় চরণ॥ ১২৬৬॥

কানেড়া।—একতালা।

কি গাব আমি কি শুনাব আজি আনন্দধামে। পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে, তোমার অমৃত নামে।

কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা,
কেমনে রটিব তোমার করুণা,
কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ,
তোমার মধুর প্রেমে।

তব নাম লয়ে চন্দ্র তারা অসীম শূন্যে ধাইছে, রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে;

অসীম আকাশ নীল শতদল,
তোমার কিরণে সদা ঢলঢল.
তোমার অমৃতসাগর মাঝারে,
ভাসিছে অবিরামে ॥ ১২৬৭ ॥

কাফি।—কাওয়ালী।

জানি তুমি মঙ্গলময়, জানি তুমি মঙ্গলময় হে,—জানি তুমি মঙ্গলময়, প্রতি পলকে পাই পরিচয়।

সুখে রাখ দুঃখে রাখ, যে বিধান হয়, কিছুতেই নাহি ভয়।

আর যাই কর প্রভু, মোরে ত্যজিবে না কভু, এই মম ভরসা; এস প্রভু, এস প্রভু হৃদয়মাঝে, হবে শুভ নিশ্চয় ॥ ১২৬৮ ॥

মান্দ্রাজি ভজন।

প্রণমামি অনাদি, অনন্ত, সনাতন, পুরুষ; নিখিল জগত-গতি, পরম গতি, মহান, ভকত-জীবন-ধন।

ভূমা, প্রভু, পরম-ব্রহ্ম, পরমায়ণ, কারণ, শরণাগতবৎসল, শরণাগত বৎসল, পূর্ণসত্য, সকল দুখবারণ।

ভব-জলধি-তারণ, শরণ, অতি পবিত্র, শুভনিধান, অজর, অভয়, অবিনাশী।

সুর-নর-বন্দন, জগ-চিত-রঞ্জন, ভবভয়-ভঞ্জন, বিতর কৃপা।

দীননাথ, করুণাময়, সুন্দর, প্রেমসিন্ধু, মধুময়, নাহি উপমা, নাম-রূপ-গুণ-অতীত, চিন্ময়, অন্তরে তোমার আসন।

॥ ১২৬৯

দেওনট।—ফেরতা।

(ঝাঁপতাল) ধন্য, তুমি ধন্য; ভব-জলধি-তারণ তুমি ব্রহ্ম। ত্রিভুবন বরেণ্য, অখিল শরণ্য তুমি সবাকার প্রাণ আত্মার আনন্দধাম।

(ঠুংরী) হৃদিরঞ্জন, দুঃখভঞ্জন, ভবখণ্ডন, পুরুষোত্তম, তুমি অন্তরতম জীবের জীবন তাপিত-চিত্ত-বিশ্রাম।

(ঝাঁপতাল) তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি পাতা, তুমি ত্রাতা তুমি সখা, তুমি গুরু, তুমি শুভদাতা; ভাষা আকুল বর্ণিবারে নাহি পায় কথা।

যুগ যুগান্তর ধরে কত গুণী, কত মুনি কত ঋষি তোমার মহিমা বাখানি রচিল কত গাথা; কত গীত কত গান; তবু তো নারিল বর্ণিতে মরম তোমার; তুমি বাক্য মনের অগম্য ॥ ১২৭০ ॥

মনোহর সাই।—একতালা।

চঞ্চল অতি, ধাওল মতি
নাথ তরে ভব ভুবনে;
শশী ভাস্কর, তারানিকর,
পুছত সলিল পানে।

(ও কেউ দেখেছ নাকি, আমার হৃদয় নাথে)

হে সুরধুনী, সাগর গামিনী,

পতি তব বহু দূরে ; (সাগরসম্ভাষিতে)

হেরিলে কি তুমি, ভাসাইয়া ভূমি,

যাঁর তরে আঁখি ঝরে (তোমার ধারার মত)

মিহির ইন্দু, কোথা সে বন্ধু,

দিশি তব বহু দূরে ;

(গগন মাঝে যে থাক) (বল্‌লে বল্‌তেও পার)

হেরিছ নগর, সরসী সাগর,

নাথ মম কোন্ পুরে ॥ ১২৭১ ॥

ললিত। ঠুংরী।

আর নাই রাতি, পূরবে ভাতি

গাও জগপতি মঙ্গল গাথা ;

মঙ্গল স্মরি উঠ নর নারী

ভকতি করি শুন হরি কথা।

ফুটন্ত ফুলে ভ্রমর দোলে,

গুণ গুণ রোলে কার গুণ রটে ;

ডালে বসি পাখি, সুললিত ডাকি

বলে মেল আঁখি, সুপ্রভাত বটে।

আলোক আঁধারে কোলাকুলি করে

দুইটি সোদরে স্নেহ প্রেমভরে ;

প্রভাত বায়ু, পরশিয়া স্নায়ু,

বাড়াইয়ে আয়ু চলে ধীরে ধীরে।

শিশির ফোঁটা মুকুতা ছটা

শোভিত পাতা কি বা মন হরে ;

সহজে রসনা, শিখাতে হল না

করে নাম রটনা হরে হরে হরে ॥ ১২৭২ ॥

ঝিঁঝিট।—একতালা।

(মিশ্র কীর্ত্তন)

সাড়া পেয়ে ছুটে আসিলাম নিকটে, তেমনি ক'রে একবার দাঁড়াওনা (হৃদ্‌মাঝারে) (দেখে জনম সফল করি)।

তোমারি নামে ফুটেছে ফুল, গন্ধে প্রাণ করেছে আকুল, যতনে গাঁথিয়া এনেছি মালা আদর ক'রে একবার পর না। দেখি দেখি তোমায় কেমন সাজে)

বড় ভালবাস সদা মনে রাখ বিবেক বংশীতে নাম ধরে

ডাক, সে রব শুনিয়ে সংসারে মজিয়ে থাকিতে তো আর পারি না ॥ ১২৭৩ ॥

আলেয়া।—আড়াঠেকা।

মা আমার অন্তরে, রূপে আলো করে;
ডুবেছে মন প্রাণ রূপ সাগরে।
মায়ের ঐ পদতলে, সাধু ভক্ত দলে দলে,
অলি যেমন শতদলে, কি শোভা ধরে।
দেখিলে মায়ের মুখ, দূরে যায় সব দুখ,
মা নহেন তারে বিমুখ, যে ডাকে কাতরে।
বুকে ধরে রাঙ্গা পদ, তুচ্ছ করি রাজ্যপদ,
বিপদ হয় সম্পদ, শমনে কে ডরে।
বিরহে হই আকুল, দেখিলে হই পাগল
আমার একি হল বল, জানাই কারে ॥ ১২৭৪ ॥

সিন্ধু।—যৎ।

সিন্ধুতে এক বিন্দু ফেলে আত্মহারা হয়ে গেছি; বড় ছোট মিশে গিয়ে দুজনেতে এক হয়েছি।

পাপ সংসারে আগুন দিয়ে নূতন করে ঘর বেঁধেছি; বনের ঠাকুর গৃহে এনে কর্ত্তা করে বসায়েছি।

আমার আমি গেল কোথা, তার তত্ত্ব কিসের লাগি, সে যে ব্রহ্মপুরে গেছে মরে এই সংবাদ পাইয়াছি।

কেব্লা কেব্লা বলত সবে, এখন কেবলরাম হয়েছি; মার আদরের গোপাল হয়ে খেয়ে খেলিয়ে বেড়াতেছি॥১২৭১॥

ভৈরবী।—ত্রিতালী।

লুকাবে কোথায় (হরি তুমি) তৃষিত নয়ন আমার পিছে পিছে ধায়।

যাবে তুমি হিমালয়ে, রেখেছি তারে বলিয়ে, আছে উচ্চ-শীর হয়ে প্রহরীর প্রায়।

পশিবে অতল জলে, সে যে তোমায় ধরে তুলে, উত্তাল তরঙ্গচ্ছলে একি হল দায়।

বনে বনে ফুল পাখী, দিবা রাতি ফিরে চৌকি, কোন্ বনে পালাবে দেখি ধরিতে তোমায়।

আকাশে আকাশ হয়ে, যাবে বুঝি মিশাইয়ে, চন্দ্র তারকা-নিচয়ে ছাড়ে না তোমায়।

সত্তার অবগুণ্ঠনে, রহিবে কি সঙ্গোপনে, প্রকাশে মিষ্ট বচনে সিন্দুর ফোটায়।

ধূলো খেলায় গোলে মালে, মিশিবে শিশুর দলে, হেসে তারা ডেকে বলে (ও কে) হরি দেখবি আয়।

ভকত হৃদয়কমলে, লুকাবে কোন কৌশলে,ভাসিয়ে নয়নজলে বলে দেয় সবায়॥ ১২৭৬॥

বাহার।—ত্রিতালী।

এস সবে মিলে করি হরি সাধনা, হরি সাধনা মধুর উপাসনা—রবে না রবে না পাপ যাতনা।

হৃদয় আসন পাতি বসায়ে তাঁহারে, পূজিব অভয় পদ ভকতি উপচারে; দেখিব সুন্দর রূপ নয়ন ভরে।

রাখিব হৃদয়ে গাঁথি ছাড়িব না ছাড়িব না॥ ১২৭৭॥

ললিত।—খেমটা।

বল রে বল হরি হরি বল ; এতে প্রাণ করে শীতল।

ক্ষীর ছানা নবনীত, খেয়েছ সকল, সুধামাখা হরিনাম কেমন মিষ্ট বল।

পাপ রোগে, ভুগে ভুগে, হয়েছ দুর্ব্বল, সুব্যবস্থা নামৌ-ষধ, সঞ্চারে অন্তরে বল।

ধন দারা পুত্র কন্যা, কে বা কার বল, অসময়ের বন্ধু হরি, চিরকালের সম্বল।

কিসের দুঃখ কিসের শোক, কেন চক্ষে জল যার হরি সহায় তারে কাঁদায় কার সাধ্য বল।

এ সব দেখে শুনে মন আমার, হওরে সরল কি ভয় জীবন মরণে, হরি পৃষ্ঠবল॥ ১২৭৮॥

বিভাস।—খেম্‌টা।

(বাউল)

পাঠায়ে নববিধি, গুণনিধি, বঙ্গভূমে অবতরি।

যাচিয়ে স্বর্গরাজ্য, চতুর্ব্বর্গ, বিলাচ্চ হে বাড়ী বাড়ী; জীবের দুঃখ আর থাকল না, ভয় ভাবনা, এত যখন দয়া ভারি।

সাজিয়ে নবীন সাজে, ভক্ত মাঝে, বল্‌ছ মুখে হরি হরি; সঙ্গে লয়ে মোহম্মদ, মুশা গৌর ঈশা নানক,নারদ আদি করি।

মিশে জমজম,যমুনা জর্ডান,হয়েছে নূতন ত্রিবেণী, ভাস্‌ছ তার প্রেম হিল্লোলে, তুফান তুলে, সাজায়ে প্রেমের তরী।

মজিল বিধিবাদী, নিরবধি, অপরূপ রূপ নেহারি; আয় রে আয় জগদ্‌বাসী, হের আসি, অবতীর্ণ দয়াল হরি ॥ ১২৭৯ ॥

ভৈরবী।—একতালা।

শুনে যা ভাই ঐক্যতান বাদন, শুনিলে বিধানবাদ্য জুড়াবে শ্রবণ।

বাজায় বীণা বীণাপাণি, দাউদ নারদ মুনি, তম্বুরা শূল-পাণি, বাঁশরী নন্দনন্দন।

মরিয়ম মুষার ভগিনী, আনন্দে বাজায় খঞ্জনী, করে ভগীরথ শঙ্খধ্বনি, বিগলিত নারায়ণ।

গণেশ মৃদঙ্গ ল'য়ে, বাজায় তাল লয়ে লয়ে, গৌর নিতাই দুটি ভেয়ে নাচিছে কেমন। (হরি ব'লে)

কেশব এক তন্ত্রী করে, বাঁধি সবে এক সুরে, প্রেমদাসের গলা ধরে, করেন বিধান কীর্ত্তন। (নব) ॥ ১২৮০ ॥

ভৈরব।—ঝম্পা।

(উষা) শুভ্র বসনে শোভি দিব্য ফোঁটা ভালে,

হাঁসি হাঁসি পরকাশি দিঙ্‌মণ্ডলে ॥

কোথা হ'তে আসিছ মা এ সুন্দর সাজে;

(ওমা) কার জ্যোতি তব মুখমণ্ডলে বিরাজে ॥
কি বিমল ভাবে সতি, বরষি প্রেমাশ্রু ধার ;
ভাসায়ে ধরণীতল, হাঁসিতেছ অনিবার।
তোমার পুলকে দেখি, তৃণ লতা দলে,
বরষিছে প্রেম-অশ্রু, নিহার ছলে ॥
মৃত প্রায় জীবগণ, ছিল নিদ্রায় অচেতন,
লভিল নবজীবন, তব আগমনে ;
দেখাবে কি কৃপা করি, বারেক তাঁহারে,
যে হেন জীবনী মন্ত্র, শিখালে তোমারে ॥
কার যশ গাইছে মা, তোমার বিহঙ্গকুল,
কার গন্ধ বিতরিছে, তোমার ফুল্লিত ফুল ;
ব্যাকুল পরাণ মম, নিরখিতে তাঁরে,
(ওগো !) কমল নয়ন মেলি. নিরখিছ যাঁরে ॥

॥ ১২৮১ ॥

বৈষ্ণবের সুর।—যৎ।

নিমন্ত্রিত সবে সখার প্রেম ভবনে ; তাই আনন্দ ধরেনা আজি এ মলিন মনে।

মধুমাখা ডাকে হরি, (এনে) সবে নিমন্ত্রণ করি, বিলাইবেন প্রেমামৃত, এ পাপী জনে।

ক্ষুধিত তৃষিত সবে, (সখার) মহাযজ্ঞ মহোৎসবে, লভিব প্রেমান্ন আজি, যত সাধ মনে।

সখাসনে সখার নাম (আজি) আনন্দে করিয়ে গান, পাইব জীবন আজি, মৃত জীবনে॥ ১২৮২॥

মালকোষ।—তীব্রতাল।

সরস হরিরস পিওরে; মন ভৃঙ্গ মাতোয়ার কেনবা ভ্রমরে, মধু অন্বেষণে কেতকীবনে, ছাড়ি কমলে।

আনন্দময় হরি ফুল্ল কমল, ছাড়ি কেন রহরে বিহ্বল, অশেষ যাতনা ক্লেশসঙ্কুল, অজ্ঞানরূপ কেতকীদলে।

জগবন্দন হরিপাদ কমল, সুন্দর মকরন্দ বিমল, পিয়ে জীবন কররে সফল, পূর্ণ কাম হও রে; হরিনাম গুণ গুণ গুণরবে, অনুদিন প্রাণ গাওরে, প্রসারিয়ে তব মুক্ত পাখাযুগ, মুক্তিধামে উড়ে যাও রে॥ ১২৮৩॥

খাম্বাজ।—পোস্তা।

সে প্রেম পিয়াসা ভালবাসা কৈ হৃদয়েশ!
যে প্রেমসঞ্চারে হরি যায় প্রাণে ক্লেশ!

মনে হেন অনুমানি, তব প্রেমে গুণমণি, সদা ডুবে থাকি, তোমায় দেখি হে অনিমেষ।

মরুভূমিসম প্রাণ, নীরস পাষাণ সমান, তাহে ত্রিতাপ অনল জ্বলে, নাহি রসলেশ॥

আশু প্রীতিকর ধনে, জ্বলন্ত বর্ত্তিকা জ্ঞানে, মন মত্ত পতঙ্গের সম করে পরবেশ।

হায় নাথ কি হইবে, দীনের দিন কি এমনি যাবে, তোমার প্রেমসিন্ধুর বিন্দু এক, দাও পরমেশ॥ ১২৮৪॥

সিন্ধু-কাফি।—যৎ।

হৃদয়বৃন্দাবনে, আজি চাহি হে দেখিতে তোমারে, হৃদি-বিহারি।

বহুদিনের সাধ, পূরণ করহে ভকতবৎসল হরি; আনন্দে মাতিব, তবগুণ গাইব, নাচিব তোমাসনে চিদানন্দকারি।

প্রীতিসুগন্ধিত চন্দন কুমকুম, অরূপ অঙ্গে দিব ঢারি;

প্রেমসুরঞ্জিত গোলাবনীর, অর্পিব ভরিয়ে ভাবোচ্ছ্বাস—পিচুকারী ॥ ১২৮৫ ॥

ঝিঁঝিট।—কাওয়ালী।

অসার প্রেমেতে ভুলে কেন হও প্রবঞ্চিত।

বিপদকালে দেখিবে কে তব সুহৃদ কত।

রূপ গুণ যৌবনে, শ্রুতিমধুর বচনে, বিমোহিত হয় যেই সে অতি অবোধ চিত।

অদ্য যে প্রেয়সী শোকে, করাঘাত হানে বুকে, কল্য সে বিবাহ তরে হইতেছে সুসজ্জিত।

নয়নান্তরাল হলে, কে কাকে আপনার বলে, সরল হৃদয়ে ভাল বেসে হয় আনন্দিত।

প্রেমের আকর যিনি, তাঁরে ভাল বাস তুমি, পাইবে অক্ষয় শান্তি-নিত্য সুখ অবিরত ॥ ১২৮৬ ॥

পিলু-ভৈরবী।—যৎ।

অসার ভবসংসারে আসিয়ে দুদিনের তরে, সারসম্বল পুণ্য ধন লও হে সঞ্চয় করে।

ধন মান উপার্জ্জনে, পরিবার প্রতিপালনে, মত্ত হয়ে দিবানিশি থেক না ভাই একেবারে।

আত্মীয় পুত্র পরিবার, সকলই মায়ার ব্যাপার, এদের ফাঁদে পড়ে দেখ যেন আসল কর্ম্ম ভুল না রে।

যে কয় দিন থাক এখানে, এই কথাটি রেখ মনে. হরি-নাম বিহনে, শেষের দিনে, কেহ সঙ্গে যাবে না রে॥ ১২৮৭॥

সিন্ধু।—মধ্যমান।

অনিত্য সুখ সাধনে জীবন ফুরায়ে গেল। তথাপি হৃদয় মোর পরিতৃপ্ত না হইল।

ধন মান বিদ্যা সম্পদে, পান ভোজন আমোদে, যে কিছু আনন্দ শান্তি তড়িতসম চঞ্চল।

অদ্য যাহা স্পৃহণীয়, চরম পরম প্রিয়, কল্য তাহা পুরাতন যেমন শুষ্ক কমল।

হায়! কোথা পাব এমন, নিত্যসুখ প্রস্রবণ, সুধাময় আস্বাদন, নূতন অনন্ত কাল॥ ১২৮৮॥

সিন্ধু ভৈরবী।—যৎ।

অদ্ভুত প্রকাণ্ড কাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কি চমৎকার।

অবাক্ হয়ে আছি দেখে বাক্য নাহি সরে আর।

মহাবেগে ঘূর্ণমান, শূন্যমাঝে লম্বমান, রবি শশী গ্রহ তারা জ্যোতির্ম্ময় কি বাহার।

পরস্পর আকর্ষণে, রাখিয়াছে যথা স্থানে, কেহ কারে নাহি জানে, কিন্তু সখা ব্যবহার।

যাঁহার শক্তিপ্রভাবে, আছে সবে নিরালম্বে, অনন্ত মহিমা তাঁর, করি তাঁরে নমস্কার॥ ১২৮৯॥

মল্লার।—আড়াঠেকা।

অবিদ্যা ঘনে করিল নিবিড় অন্ধকার।

অহমিতি মমেতি নাদে গর্জ্জয়ে বারংবার।

ধনাশা বায়ু প্রচণ্ড, বহে প্রতিক্ষণ দণ্ড, শশকা করকা বর্ষে মোহ বারিধার।

পড়িয়ে দুর্যোগে হরি, অন্ধ পথ কিছু না হেরি, দেখি কদাচিত চিত তড়িৎ সঞ্চার; দুঃখাশনিতে মূর্চ্ছিত, কভু ভ্রমে মুদাম্বিত, এ যাতনা অকিঞ্চনে হরি না দিও আর॥ ১২৯০॥

মুলতান।—আড়া।

আপন বলিয়ে কারে করিব হে আলিঙ্গন। নাহি হল কারো সনে প্রাণের চিরবন্ধন।

সুহৃদ্ বান্ধব মিত্র, সম্পদের বরযাত্র, বিপদে দুঃখ দুর্দ্দিনে করে তারা পলায়ন।

সংসারের প্রণয়, বিনিময় ব্যবসায়, নাহি তাহাতে হৃদয়, পলকে হয় বিলীন।

কোথা হে! করুণাসিন্ধু, অধম জনের বন্ধু, হৃদয়ে রাখি তোমারে জুড়াব তাপিত প্রাণ॥ ১২৯১॥

বাউলে সুর।—একতালা।

আর ভাল লাগে না সংসার। মুখে রক্ত উঠে, খেটে খেটে, অস্থি চর্ম্ম হল সার।

পরের মন যোগাতে দিন গেল, আসল কর্ম্ম, পুণ্য ধর্ম্ম, কিছুই না হল; বিনা সম্বলে কেমনে বল হব ভবনদী পার।

মোহে অন্ধ হয়ে কত কাল, বহিব ভূতের বোঝা পাপের জঞ্জাল; মরি যাদের জন্যে এত করে তারা কেউ নয় আপনার।

কোথা ওহে জীবনসহায়, চরমকালের বন্ধু প্রভু দয়াময়; আমি দেখ্‌লাম ভেবে, অসার ভবে, তুমি বিনা সকল অসার॥ ১২৯২॥

বাউলে সুর।

আর কেন মন দেরি কর। সংসার আসক্তি ছেড়ে বৈরাগ্য সাধন কর।

পড়ে সংসারানলে, রাত্রি দিন মর জ্বলে, কত সুখ বৃক্ষতলে, গিয়ে একবার দেখ; তথায় নীরবে সব তরুলতা, শিখাইতে সহিষ্ণুতা, ফল ফুল ছায়াদানে তুষিতেছে নিরন্তর।

যাদের আপনার বলে, রয়েছ মায়ায় ভুলে, এক দিন তাদের সঙ্গে হবে ছাড়াছাড়ি; যিনি চিরকালের সহায়, মন ভাল বাস্‌তে শেখরে তাঁয়, প্রেমিক বৈরাগী হয়ে মিছে মায়া পরিহর।

যা হবার হয়ে গেছে, কেন আর ভাবনা মিছে, ভাব্‌লে পর গত সময় ফিরে ত আস্‌বে না; এখন ত্যজে বিলাস ভোগ বাসনা, মন কর কর যোগ সাধনা, ভক্তদের সঙ্গে চল হয়ে তাঁদের অনুচর॥ ১২৯৩॥

কীর্ত্তন।

আর কত কাল, পিতা বল গো কাঙ্গালের পানে, পাপী বলে ফিরে তুমি চাবে না।

পিতা পাপী দ্বারে, ডাকে কাতরে, একবার দেখ চেয়ে, দয়া করে চরণতলে রাখ আমারে; নাথ দুরন্ত রিপুগণে, বধে গো তোমার সন্তানে, তোমার কৃপা বিনে, হে দয়াময় পাপীর প্রাণ আর বাঁচে না।

পিতা বল সে দিন হইবে কখন, পেয়ে ও চরণ, জুড়াইব অনেক দিনের জ্বলন্ত জীবন; পড়ে রইলাম গো তোমার দ্বারে, সময় হলে চেও ফিরে, আমি জেনেছি ঐ চরণ বিনা মনের আগুন নিব্‌বে না॥ ১২৯৪ ॥

বাউলে সুর।

আমায় দেও হে নাথ তোমার ঐ চরণ।

পারি না যে এ পাপ জীবন করিতে বহন।

প্রেমামৃত হাতে লয়ে, হৃদয়দ্বারে দাঁড়ায়ে, ডেকেছ প্রতি সময়ে, করি নাই শ্রবণ (ও গো পিতা)।

চরণতলে পড়ে থাকি, পদধূলি গায়ে মাখি, পাপ তাপ দূরে রাখি, জুড়াই গো জীবন। (ও গো পিতা)॥ ১২৯৫ ॥

বাউলে সুর।

আমি কেমন করে করি বল সত্যের সাধনা। আমায় সতত চঞ্চল করে রিপু ছয় জনা।

সত্যেতে উৎপত্তি ধর্ম্ম, রাজা যুধিষ্ঠির তার জানে মর্ম্ম, আমার হল বৃথা জন্ম, জানতে পারলাম না।

ছয় রিপুতে ঝগড়া করে, আমার সত্যনাম না দেয় সাধিতে, জ্বালিয়ে মারে দিনে রাতে, মতে চলে না।

পঞ্চভূতে করে ঝগড়া, দিলে ছারে খারে সোনার আখড়া, মানব দেহের মালিক মাকূড়া, তাও চিনলাম না ॥ ১২৯৬ ॥

বাউলে সুর।—একতালা।

এই বিষম সংসারের গুরু ভার। প্রভু বইতে যে পারিনে আর।

খেটে মরি দিন রজনী, তবু কাজের শেষ মরে না থাকে যেমন তেমনি; পড়ে অকূল ভবসিন্ধু জলে, হল ওষ্ঠাগত প্রাণ আমার।

অসার ভবিষ্যতের ভাবনায়, গায়ের রক্ত শুকিয়ে গেল শীর্ণ হল কায়; হায়! কার জন্যে বা মরি ভেবে কেউত নহে আপনার।

যাদের জন্য দিলাম এ জীবন, পেলাম না এক দিনের তরে তাহাদেরও মন ; এখন দয়া করে দীনবন্ধু বিপদে কর উদ্ধার ॥ ১২৯৭ ॥

কীর্ত্তন।

একবার ডাক্‌রে দিন যায় বয়ে।

ডাক তাঁরে দয়াল বলে হৃদয় ভরিয়ে। (একবার ডাক্ ডাক্‌রে)।

ডাক তাঁরে সবে মিলে ব্যাকুল হৃদয়ে (একবার ডাক্ ডাক্ রে)।

নামের গুণে তরে যাবে ভব পার হয়ে। (পতিতপাবন নামের গুণে রে)

কি করিলে ভবে আসি জনম লইয়ে। (কেবল এলে আর গেলে রে)

শমন নিকটে তোর রয়েছে বসিয়ে, (চেয়ে দেখ্ দেখ রে)

যখন কৃতান্ত লইয়ে যাবে কেশেতে ধরিয়ে। (তখন কি হবে রে)

ভাই বন্ধু দারা সুত যাইবে ফেলিয়ে। (কেহ সঙ্গে যাবে না রে ॥ ১২৯৮ ॥

পরজ বাহার।—ঠুংরি।

এমন দয়াল নাম সুধারসে আমার মন কেন না মজিল রে। আমার মন মন কেন না মজিল রে।

আমি না জানি কোন্ অপরাধে না মজিল রে। (সেই দেবতার বাঞ্ছিত ধনে)

আমি না জানি কোন্ মহাপাপে না মজিল রে। (গতি কি হবে রে)

এমন জনম বিফলে গেল, না মজিল রে। (কখন কি হবে রে)। ॥ ১২৯৯ ॥

ভৈরবী।—ঢিমেতেতালা।

এমন দিন না রবে তা জান।

এসেছিলে একেলা, একা যাইবে।

চিরদিন, রহিবে যে ধন, সেই ধনে রাখ যতনে ॥ ১৩০০ ॥

কীর্ত্তন।

একবার দাঁড়িও এসে, ওহে ভবের নাবিক দীননাথ, ভবের কূলে সেই দিন হলে।

চরণতরী দিও মোরে দেখে অসহায়, পাপীর তোমা বই কে আছে আর অকূলে।

চক্ষু হবে অন্ধ, কণ্ঠ হবে বন্ধ, তখন দয়াল নাম পারব না নিতে; মৃত্যুযন্ত্রণায় ভুলে যাব তোমায়, দিও সেই সময়ে স্থান ও চরণতলে ॥ ১৩০১ ॥

বাউলে সুর।

ওরে মনপাখী চাতুরী করবে বল কত আর।

বিধাতার প্রেমের জালে পড়বে না কি একবার।

সাবধানে ঘুরে ফিরে, থাক সদা বাহিরে, জাল কেটে পালাও উড়ে, ফাঁকি দিয়ে বারেবার; তোমায় এক দিন ফাঁদে পড়তে হবে, সব চালাকি ঘুচে যাবে, অন্ন জল বিনে যখন করবে দুঃখে হাহাকার।

যে দিনে ব্যাধের বাণে, কাল-ভুজঙ্গ-দংশনে, জ্বলে মরিবে প্রাণে দেখবে চক্ষে অন্ধকার; তখন আপনা হতে পোষ

মানিবে, তাড়াইলেও নাহি যাবে, পিঞ্জরে বসে হরিগুণ গাইবে নিরন্তর ॥ ১৩০২ ॥

গাঢ়া ভৈরবী।—আড়া।

ওহে ভক্তরাজ যিশু মানবকুল পাবন। বিনয়ের অবতার ধর্ম্মবীর প্রধান।

যুগান্তর ঘটাইলে, নরকে স্বর্গ দেখালে, পাপকলঙ্ক নাশিলে, করে পুণ্য বিতরণ।

ক্রুশে হারাইলে প্রাণ, দিতে জীবে পরিত্রাণ, তব প্রেমে পরাজিত হইল পাষণ্ডগণ।

জীবন্ত বিশ্বাসবলে, মহাপাপী উদ্ধারিলে, মরিয়ে জীবন দিলে, ধন্য হে তব জীবন।

এমন প্রিয়দর্শন, সুন্দর মিষ্ট বচন, দেখে নাই নয়নে কেহ করে নাই কর্ণে শ্রবণ।

দুর্ল্লভ মানব তুমি, বিশ্বাসীর চূড়ামণি, তাই তোমারে ভ্রান্ত নরে বলে স্বয়ং ভগবান্ ॥ ১৩০১ ॥

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।—একতালা।

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে, অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ মূরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শত ধারে।

গৌর মত্ত মাতঙ্গের প্রায় প্রেমাবেশে নাচে গায়, কভু লুঠায়ে ধরায় নয়নজলে ভাসে রে; কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি, সিংহরবে রে; আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, যাচেন দাস্যমুক্তি দ্বারে দ্বারে।

কি বা মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগিবেশ, দেখে ভক্তিভাবাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে; জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে; প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, চৈতন্য চরণে দাস হয়ে সঙ্গে বেড়াই ঘুরে ঘুরে॥ ১৩০৪ ॥

বিভাস।—একতালা।

নাথ এস এস, কলুষ হৃদয়ে মম, এসহে হই ধন্য।

করুণা বিতর অধীনী আমি হে, সবে ধন তুমি প্রাণধন, দাসীর এ জীবন কেবলি তোমারি জন্য।

এস এস এস জীবন আমার, অধিনী অবলার হৃদয় মাঝার, এক বার এস হে, ডাকে কাতরে তোমারি দুঃখিনী কন্যা।

পবিত্র করিয়া হৃদয় আসন, প্রীতিপুষ্প আর ভকতি চন্দন, উপহার হে, দিবে চরণে পাপিনী এত কি পুণ্য।

হিংসা পরনিন্দা বিলাসবাসনা, স্বার্থচিন্তা বৃথা সুখের কামনা, রিপুগণ হে, যেন না রহে আমার হৃদয়ারণ্য ॥ ১৩০৫ ॥

খাম্বাজ।—মধ্যমান।

কেটে গেল দিন দয়াময় পাপের শাসনে হে।

আর কবে সেবিব তোমায় পরাধীন আমি হে।

ইন্দ্রিয় সুখেতে ভাসি, সংসারেরে ভাল বাসি, কত যে কলঙ্করাশি তুলিয়ে লয়েছি গলে; জীবনের সার ধন জানিলাম না কেমন, বুঝি এ জনমে হলো না আর দরশন (পরিচয়) তব সনে ॥ ১৩০৬ ॥

ঝিঁঝিট।—মধ্যমান।

অধম সন্তানে করুণা করি, চরণতরি দেও হে তরি হে ভবের কাণ্ডারী।

কুকথা কুকার্য্য লয়ে, বিষয়ে মজিয়ে জীবন যায় বয়ে, পাপের নরক হতে উঠাও হে কেশে ধরি।

অনুতাপ অগ্নি জ্বালি, হৃদি কানন করি দাহন, তব সিংহাসন, পবিত্র করিয়ে প্রভু লও হে তব যোগ্য করি ॥১৩০৭॥

কালাংড়া।—আড়া।

অনন্ত আনন্দ সুখধাম, মরি কি হেরিলাম ঐ রোগ শোক পাপ তাপ নাহিক দুঃখের নাম।

শান্তির ক্রোড়ে বসি, মোহিনী আশা রূপসী, গাইছে সুতানে, মহানির্ব্বাণ সলিলে, প্রার্থনা বায়ুহিল্লোলে, প্রেমের লহরি কি বা, খেলিতেছে অবিরাম ॥ ১৩০৮ ॥

মূলতান।—একতালা।

কত দিনে তোমায় পাব।

হৃদয় আসনে বসা'য়ে যতনে, নয়নে নয়নে রাখি দিব।

নবীন জীবন ক'রে আলিঙ্গন, প্রীতির সাধন সত্যের পালন, বিশ্বাস অন্তরে, বাঁধি দৃঢ় করে, শোক তাপ ভয় ভুলে যাব।

ভগিনী ভ্রাতায় মিলিত হইয়ে, এক পরিবারে পবিত্র

হৃদয়ে, গাইয়ে তোমার (দয়াময়) করুণার সারি, প্রিয় কাজে তব রত রব ॥ ১৩০৯ ॥

ইমন্।—একতালা।

নয়ন ভরিয়ে দেখ রে অদূরে ভবসিন্ধুমাঝে স্বরগের তরি, অতি মনোহর নয়নরঞ্জন, হাসিছে জগৎ তার রূপে ভরি।

গলে শোভে তার, প্রীতি ফুলহার, কলকণ্ঠে গায় আরোহীরা তার; মধুর হিল্লোলে, ধীরে যায় চলে, কে যাবে এসহে এস ত্বরা করি।

স্বরগের দ্বারে বসি দেবগণ, অমৃতের ধারা করে বরিষণ, শান্তিনিকেতন সে সুখসদন, সতত উথলে অনন্দলহরী ॥১৩১০॥

মেঘ।—একতালা।

দুঃখভারে ভরা জীবনতরণী, কোথা ভেসে যায় না জানি না শুনি, নিরাশার স্রোতে ভবের সাগরে কে আর রাখিবে হে—পথ যে হারায়ে গিয়াছে হে।

কত যে যাতনা, নিদয় আঘাতে, ভাঙ্গিছে জীবন পরতে

পরতে, আরত সহে না ডুবু ডুবু তরি, খরবেগে ক্রমে স্রোতে গো—দীনশরণ হে,—ঘুচাও এঘোর বিপদ হে ॥১৩১১॥

সাহানা।—টিমেতেতালা।

দিশাহারা কোথা যাও রে মন ছুটিয়ে।

আকুল তৃষিত প্রাণ আশাপিপাসায়ে।

সংসার মরুর মাঝে ঘুরিও না আর, ঘুচিবেনা তৃষা জ্বালা বিনা প্রেম তাঁর, ফের হের অমৃতের স্রোত বহে যায় নয়ন ফিরায়ে দেখ সম্মুখে চাহিয়ে।

যাও যাও ছুটে যাও অমৃতের পানে, টুটিবে মোহের পাশ কি ভয় মরণে, থেক না থেক না আর হয়ে অলস,ডুব রে ডুবরে মন সেই প্রেম অমিয়ে ॥১৩১২॥

ভৈরবী।—টিমেতেতালা।

গাও হরিনাম অবিরাম বদন ভরে।

হৃদয়নিকুঞ্জ মাঝে হেরিয়ে তাঁরে।

ফুটুক প্রীতির ফুল, মন-অলি হ'ক আকুল,

বিমল সে প্রেমমধু পান তরে।

শান্তির মলয়ানিলে, প্রেমানন্দে হেলে দুলে,
গাউক পরাণপাখী মধুর স্বরে।
দূরে যাক সব বাধা, একসূত্রে হয়ে বাঁধা,
গাও রে সে নাম আনন্দ অন্তরে ॥১৩১৩॥

সাহানা।—ঝাঁপতাল।

তমসপূরিত চিত, কে করে গো আলোকিত,
দুর্ব্বল হৃদয় মোর কে করে সবল।
পাপ জলদরাশি, আবরি বিবেকশশী,
ছাইছে হৃদয়াকাশ, লয়ে নিজ দল।
প্রেম, ভক্তি, তারাগণ, নিভিতেছে একে একে,
সংশয় তিমিররাশি ঘেরিতেছে পাকে পাকে।
হারায়ে ফেলেছি পথ, হারায়ে ফেলেছি সাথ,
এখন রয়েছে বহু দূরে, শান্তি আলো।
যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে অন্ধকার,
পদে পদে লাগে পায়, আগুতে পারি না আর।
ত্যজেছে বান্ধবগণ, ত্যজেছে আত্মীয় জন,
কেবল ভরসা মাগো তব ও পদযুগল ॥১৩১৪॥

বেহাগ।—ঝাঁপতাল।

কেমনে হৃদয় মাঝে রাখিব তোমায়।
পাপের আধার আমি সদা মনে হয় ভয়।
এই থাকি স্বরগে, এই থাকি নরকে, ক্ষণেকের মাঝে কেন হেন দশা বিপর্য্যয়।
শান্তিনিকেতনে, এই হেরি নয়নে, পরক্ষণে কেন সব হয় হে আঁধারময় ॥১৩১৫॥

কীর্ত্তন।

তোমার চরণতলে এসেছে শরণাগত।
তৃষাতুরে দাও মাগো তব পুণ্য প্রেমামৃত।
তুমি শুদ্ধতার আধার, তুমি প্রেমের সাগর,
তোমার করুণা হতে কর না কারে বঞ্চিত।
তাই মাগো সকাতরে ডাকি তোমায় অবিরত।
তুমি দুর্গতিনাশিনী, তুমি শুভবিধায়িনী,
অশুভ নাশিয়ে মাগো কর শুভ আশীর্ব্বাদ;
হৃদয়মন্দির মাঝে থাক চির বিরাজিত ॥১৩১৬॥

বাউলের সুর।

হৃদয়ের নাথ আস্‌বে রে আজ হৃদয়ের মাঝারে। তাই সেজেগুজে দাঁড়াও আজি প্রীতিপুষ্পহার পরে।

অনেক দিনের বিরহ শোক যাব মোরা পাসরে, মোদের হৃদয়সরসী আজি খেল্‌বে প্রেমের লহরে।

মান, অভিমান, অহঙ্কার সব যাবে তারা ছারখারে, মোরা আনন্দেতে গাইব সবে হরিনাম বদনভরে।

থেক না আর বদ্ধ হয়ে মিছে অসার সংসারে, ডাকিছেন প্রিয়তম সেজে নাও ত্বরা করে ॥১৩১৭॥

বাউলের সুর।

তোমায় দেখ্‌ব বলে এসেছি হে বড় সাধ করে।

দেখা দিবে নাকি হে দয়াময় অনাথ কাতরে।

ভজন পূজন নাই কিছু আমার, কি দিয়ে তুষিব তোমায় ওহে প্রেমাধার, নাথ, মগন মলিন মন নিরাশার আঁধারে।

জানি তোমার দয়ার নাই সীমা, কাতর প্রাণে ডাক্‌লে পাপী কর হে ক্ষমা, দাও নিরাশ হৃদয়ে প্রেম বিতরি সরস করে।

জানি তোমার করুণা অপার, তাই আশা করে এসেছি

আজ তোমারি দুয়ার, আমায় দেখা দিতে হবে, নাথ, যাব না শুধু ফিরে ॥ ১৩১৮ ॥

মনহরসাই।—ঝাঁপতাল।

মধুর যোগের লীলা দেখ্‌রে আজ প্রাণ ভরি।

বিরাজে জননী প্রিয় পুত্রগণ কোলে করি।

যেন শত শশধর বিকাশে অসীমাকাশে (সবে) ফুল্লমন ফুল্লপ্রাণ, হেথায় অমরপুরী।

জননীর ক্রোড়াসনে (যদি) মিলিবে তাঁদের সনে (তবে) মাতৃভক্তি সাথী করি চল ভক্তপথ ধরি।

প্রেমে রাঙ্গা মায়ের মুখ, তাহে শুভ্র পুণ্য হাসি, হেরিয়ে সে রূপরাশি, সার কর সে চরণতরি ॥ ১৩১৯ ॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

এই ক্ষীণ তরি লয়ে যেতে হবে পার।

চৌদিকে ঘেরিছে ঘোর ভীষণ আঁধার।

অশনিসমান রোলে, ভীষণ তরঙ্গ দোলে, আঁখি পাতা আসে মুদি ভয়ে বার বার।

ভাঙ্গিয়া পড়িছে হাল, ছিঁড়িয়া পড়িছে পাল, বিষম বিপাকে প্রভু পড়িনু এবার।

কি করিব হায় হায়, আশাতরি ডুবে যায়, কোথা তুমি কোথা তুমি ভবকর্ণধার॥ ১৩২০॥

কীর্ত্তন।

একি সুরে একি তানে বাঁধ্‌তে হবে প্রাণ মন।

তা নৈলে কি কথায় শুধু হয়রে ভাই প্রাণের মিলন।

একতা বীণার স্বরে,সব প্রাণ এক করে, উঠুক আনন্দধ্বনি ভেদি অসীম গগন। থেক না থেক না আর ঘুমঘোরে অচেতন।

জীবনের মহাপথে, সবে মিলে হবে যেতে, কারে ফেলে কারে লওয়া তাও কিরে হয় কখন। তা হলে হবে না কভু এ মহাব্রত সাধন।

জাগ, বাঁধ, এক হও, সব বাধা ভুলে যাও, তবেত যাইবে যাওয়া সেই অমৃত সদন, এক মনে এক মন্ত্র জপ সবে অনুক্ষণ॥ ১৩২১॥

কীর্ত্তন।

নমামি পাপহরণ হরি লীলারসবিহারী।
ভকত হৃদিরমণ বিভু ভূভারলাঘবকারী।
তারিতে মানবে, পাঠালে এ ভবে
কত তব সাধু সন্তান;
নামিলেন তাঁরা স্বরগ হইতে
ধরি তব জয়নিশান;
অবনমি শির ধরিল ধরণী
নব নব তব বিধান;
নর নারী শত, সে বিধান রসে
করিল অবগাহন;
পাপনাশন ভবতারণ
দুঃখহরণ হরিহে—
জয় জয় সব দেশ কালে
তোমারি জয়।
কখন বিশ্বাস বৈরাগ্যের কভু
অনল জ্বালিলে ভবে
কখন প্রেমের মধুর প্রবাহে
ভাসাইলে মানবে;

যুগে যুগে তব নব নব লীলা
দেখাইয়া দয়াময় ;
কত ভাবে কত দেশ কত বার
তরাইলে কত দায় ;
পাপনাশন ভবতারণ
দুঃখহরণ হরি হে—
জয় জয় সব দেশে কালে
তোমারি জয় ॥ ১৩২২ ॥

ইমনকল্যাণ।—ধামাল।

জাগো জাগো সবে, বিলাস বিভবে, মাতোয়ারা আর রবে কত দিন।

সুধামাখা স্বরে, ঐ যে প্রেমভরে, স্বরগের পতি ডাকে অনুক্ষণ।

স্বরগের পতি ডাকে অনুক্ষণ।

সাজিল প্রকৃতি,করিতে আরতি,নবভানুপ্রভা ছাইল গগন।

মন্দ মৃদু হাসি, ছড়ায়ে রূপরাশি, আসি ফুলদল দিল দরশন।

আসি ফুলদল দিল দরশন।

প্রভাতসমীরে, নাচিয়ে মধুরে, গায় তরু লতা বিভু-যশোগান।

বিশ্ব ত্রিভুবন, সে নামে মগন; তবে কেন সবে রহ অচে-তন।

তবে কেন সবে রহ অচেতন ॥ ১৩২৩ ॥

বসন্ত।—একতালা।

ঢালিল কে সজীবতা আজি এ অবশ প্রাণে;

বাজিছে হৃদয়তন্ত্রী কার কর পরশনে।

টুটিল আঁধার আলোকপরশে, অমৃতের নদী ছুটিছে হরষে, মধুর বহিছে প্রীতির সমীর হৃদয়ের গীতি ছড়ায়ে সুতানে—

গেল শোক তাপ গেল দুঃখভয়, শান্তির লহরী ধীরে বহে যায়, গৃহে বাঁধা আর কে থাকিতে চায়, এস সবে পূজি সে মনোমোহনে ॥ ১৩২৪ ॥

বেহাগ।—আড়াঠেকা।

কি বেশ ধরেছ আজি শারদীয়া নিশিথিনী।

কৌমুদীবসনে, পূর্ণ কলানাথ কিরিটিনী।

উজ্জ্বল তারকারাজি, কুণ্ডল শোভিছে কি বা, ছায়াপথ সীমন্তেতে জনমনোমোহিনী।

প্রশান্ত প্রসন্নাননে, হাসায়ে জগতজনে, মোহিত করেছ নাকি হৃদয়ানন্দদায়িনী ; কে তোমারে এই সাজে, সাজায়েছে বল সখি, (কোথায় জননী তব সবার জননী যিনি) কাহার নন্দিনী তুমি বল কে তব জননী ॥ ১৩২৫ ॥

বিভাস।—একতালা।

তাই ভাবি হে মনে, কেন অকারণে পাপী জনের প্রতি এত করুণা।

তোমার কৃপায় ধরি হে জীবন, তবু তোমায় করি অবমাননা।

তোমারি অন্নেতে শরীর পোষণ, তোমারি জলেতে তৃষ্ণা নিবারণ, তবু তোমার দয়া না করি স্মরণ, এত পাপীজনেও ঘৃণা কর না।

এতই যদি দয়া কর অকারণ, নিজ গুণে একবার দেও দরশন, আর যেন তোমায় না হই বিস্মরণ, এই ভিক্ষা দিয়ে পূরাও বাসনা ॥ ১৩২৬ ॥

বাউলে সুর।

কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু মধুর ভাষে, যেতে স্বদেশে।

আমার ধন মান পরিজন, কাজ নাই গৃহবাসে।

আমি অভাগা দীন পরাধীন, আছি রোগে শোকে পাপে তাপে পিতা মাতাহীন ; কবে যাবে জ্বালা প্রাণ জুড়াবে, হৃদে পেয়ে প্রাণেশে।

আর কত দিন এই আঁধারে পড়ে, থাকব বিদেশেতে একাকী সেই মায়ের কোল ছেড়ে ; আর ফিরাব না পাষাণ মনে জননীরে নিরাশে।

এবার পাইলে সেই হারান রতন, রাখ্‌ব মনের সাধে হৃদে বেঁধে করিয়ে যতন,যাবে জন্মদুঃখীর সকল জ্বালা প্রেমবারি পরশে ॥১৩২৭॥

বাউলে সুর।

কেন রে মন অকারণ। কি হবে কি খাবে বলে ভেবে মর অনুক্ষণ।

গর্ভশয্যা তেজে ধরায় ভূমিষ্ঠ হলে যখন, ভাব কার কৃপাতে মাতৃস্তনে দুগ্ধ পেয়েছ তখন।

তদবধি যখন যাহা হইতেছে প্রয়োজন, ভাব কে তোমায় তা মুক্তহস্তে করিছেন পরিবেশন।

জগৎপতির অক্ষয় ভাণ্ডার খোলা আছে সর্ব্বক্ষণ, তাতে অভুক্ত থাকে না কেহ কল্লে আতিথ্য গ্রহণ ॥১৩২৮॥

ভৈরোঁ।—ঠুংরী।

গা তোল পুরবাসী, রজনী পোহাইল, দয়াময় নাম কর গান।

কর হে ভজন, কর হে সাধন, কর হে চিত্ত সমাধান।

আলস্য ত্যজিয়ে,হৃদয় ভরিয়ে,দয়াময় নাম রস কর পান।

ভজ হে দয়াময়, পূজ হে দয়াময়, দয়াময় রূপ কর ধ্যান।

শয়নে দয়াময়, স্বপনে দয়াময়, দয়াময়,নাম বল অবিরাম।

অনলে অনিলে, অচলে সলিলে, দেখরে দয়াময় বিরাজমান।

নগরে প্রান্তরে, অন্তরে বাহিরে, দেখ হে দয়াময় বিরাজমান।

ভূতলে গগনে,অরুণ কিরণে,দেখ হে দয়াময় বিরাজমান।

তরুলতা নীরবে, পশু পক্ষী মানবে, গাইছে সকলে দয়াময় নাম ॥১৩২৯॥

বিভাস।—আড়াঠেকা।

তোমা বিনা কে বুঝিবে মনোবেদনা।
কারে কব কে আছে আর সংসার মাঝে।
উৎকণ্ঠিত ভয়াকুল, অনুক্ষণ আছে হৃদয়,
সন্তানে করুণা করি কর কর অভয় দান ॥ ১৩৩০ ॥

ভৈরবী।—আড়া।

তোমার চরণ বিনা গতি নাহি এ সংসারে।
প্রবল সংসারাঘাত সহিব কাহার বলে।
কৃপা করি কৃপাময়, হে মহাপাপীর আশ্রয়, চরণ কর রক্ষণ, মম হৃদয়কুটীরে।
পরীক্ষাতে জানিয়াছি, নিজের মনের বল, তাই নির্ভর করেছি নাথ তোমার চরণোপরে ॥ ১৩৩১ ॥

বাউলে সুর।

কি বলে তাঁর দিব পরিচয়।
তিনি দয়ার চন্দ্র প্রেমজলধি, দেখ্‌লে নয়ন শীতল হয়।

কোটি সূর্য্য এক করিলে তুলনা তাঁর নাহি হয়, তিনি অনন্ত আকাশে পূর্ণ আশ্চর্য্য আলোকময় ॥১৩৩২॥

বসন্তবাহার।—টিমেতেতালা।

কেমন করে তোমায় ছেড়ে থাকি আমি বল। তোমা হেন সখা আমার কে আর আছে বল বল।

বহু দিন ভগ্ন ঘরে, বাস করেছি অনাদরে, কৃপা করে যদি দেখা দিলে দয়াময়, চরণ ধরে, সকাতরে বলি হে তোমায়, এবার যেন জন্মের মত নিবারি হে চক্ষের জল।

কত দিন কত ক্ষণে, ভাবিয়াছি সংগোপনে, শুভক্ষণে দরশনে জুড়াব জীবন; অকিঞ্চনে কত দয়া দেখিব কেমন; পূরাইলে সকল আশা প্রদানিলে কত ফল।

উৎসবেতে পাপীসনে, বসিলে হে একাসনে, দেখাইলে কত ব্যাপার নয়নে নয়নে; প্রাণান্তে সে সব যেন কভু ভুলিনে, এবার যেন নব বর্ষে সকল আশা হয় সফল ॥ ১৩৩৩ ॥

লুম খাম্বাজ।—ঠুংরি।

ক্যা শোচ মে হো করূলে সওদা, জগ্ দো দিনূকি হায় বাজরিয়া।

যব্ আওয়ে রবিসুত পাখড় লে চলে গা, ভুল পড়ে সব্ নাগরিয়া।

পানি ঘটঘট পড় রসরি টুটি, এক চঞ্চল নারী ভরে গাগরিয়াঁ।

গুণন্ গুণন্ সব পার উতার গেই, হাম নিরগুণ ভই বাওরিয়া॥ ১৩৩৪॥

আলেয়া।—যৎ।

তু মেরে প্রাণ আধার। (প্রভুজী) নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দন অনেকবার জো বার। (প্রভুজী)।

উঠত বৈঠত শোয়ত জাগত, এ মন তুঝেহি চিতারে; যো তুম কর, সোহি ভল হামারে, তুসি আগে সার। (প্রভুজী)

তু মেরে ওঠ বল বুদ্ধি ধন তুমহি, তু মেরে পরবার; সুখ দুখ সব মন কি বরেথা, পেক নানক গুরু চরণার। (প্রভুজী) ॥১৩৩৫॥

জয়জয়ন্তী।—যৎ।

দরমা দে খাঁড়ে দরবারা।

তুঝ্ বিন সুরত কৌন লেয় হামারা, দরশন দিজে খোল খোল কেওয়াড়া।

তোম ধন ধনী, উদার ত্যাগী, শ্রবণেন শুনিয়াত, সুযশ তোমারি; মাঙ্গ কিস্‌সে, আওর রঙ্ক সব দেখ, তুমহি মেরে নিস্তারা ।

জয়দেব নামা, বিপ্র সুদামা, তেন্‌কো কৃপা ভঁাই ও অপারা, কহত কবীর তু সমরথ দাতা, চার পদারথ দেত অনিবারা ॥ ১৩৩৬ ॥

লুম খাম্বাজ ।—যৎ ।

ঠাকুর তেঁই শরণাই আয়া ।

উতারা গেয়া মেরে মন্‌কি সংশয়, যব্‌ তেরে দরশন পায়া ।

অনুবোলত্‌ মেরে বেরথা জানি, আপনা নাম জপায়া; দুখ নাটে সুখ সহজে গমায়া, আনন্দে আনন্দ গুণ গায়া ।

বাঁহ পাখড়ত কাড় লিনে আপনা গৃহ, অন্ধকূপ তে মায়া; কহে নানক গুরু বন্ধন কাটে, বিছরত আন মিলায়া ॥ ১৩৩৭ ॥

জয়জয়ন্তী ।—যৎ ।

যেঁও জান তেঁও তার স্বামী । মায় কুটিল খল কপট কামী ।

জপ তপ নেম শুচ সংযম, এন বিধ নেহি ছুটে কার স্বামী; গরদ ঘোর তু অন্ধ সে কাড়ো, নানক নজর নেহার স্বামী ॥ ১৩৩৮ ॥

মূলতান।—আড়াঠেকা।

বিরথা কঁহ কৌনসি মনকি।

লোভ গ্রাস দর্শহূ দিশ্ ধাবত, আশা লাগে ধন কি।

সুখকা হেতু বহুত দুখ পাওয়ত, সেবা করত জন জনকী; দ্বারে দ্বারে সোয়ান্ জেন ডোলত নহি শুধু হরি ভজন কি।

মানুখ জনম অকারণ খোওয়াত, লাজ না লাগে লোক হাঁসন কি; নানক হরি গুণ কেঁউ নেহি গাও তে,কুমতি বিনাশ মন কি। ১৩৩৯ ॥

ঝিঁঝিট।—একতালা।

তু দয়াল দীন হো তু দানী হোঁ ভিখারী।

হোঁ প্রসিদ্ধ পাতকী, তু পাপপুঞ্জহারী।

তু ব্রহ্ম হোঁ জীব, তু ঠাকুর হোঁ চিরো, তাত মাত গুরু সখা তু সববিধ হিত মেরো।

নাথ তু অনাথ কো, অনাথ কৌন মো সো, মো সমান আর্ত্ত নেহি, আর্ত্তিহর তুসো।

তুহে মোহে নেত অনেক, মানিয়ে যো ভাওয়ে ; যো তো তুলসী কৃপালু, চরণ শরণ পাওয়ে ॥ ১৩৪০ ॥

পাহাড়ী।—আদ্ধা।

মোকো কাঁহা ঢুঁড়ো বন্দে, মায়ত্তো তেরে পাশ মো।

ন হোঁয়ে মো ঝগ্‌ড়ি বিগ্‌ড়ি, ন মে ছুরি গড়াসে মো, হোঁয়ে মো খাল রোমমে, ন হাড্‌ড়ি ন মাস মো।

ন দেবলমো ন মসজিদ্‌মো ন কাশী কৈলাসমো, ন হোয়ে মর আউধ দ্বারকা, মেরা ভেট বিশ্বাসমো।

ন হোঁয়ে মে ক্রিয়া করমমো, ন যোগ বৈরাগ্ সন্ন্যাস-মো, খোজেগা তো আ মেলোঙ্গা, পল্ ভরকে তলাসমো।

সহরসে বাহার ডেরা হামারি, কুঠিয়া মেরি মৌয়াসমো, কহত কবীর শুন ভাই সাধু (শান্ত) সব্ সন্তান কি সাধমো ॥ ১৩৪১ ॥

পাহাড়ী।—আদ্ধা।

তুঝ্‌হে হাম্‌নে দেল্‌কো লাগায়া যো কুচ্‌ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

এক তুঝ্‌কো আপনা পায়য়া, যো কুচ্‌ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

সব্‌কি মঁকা আওর দেল্‌ কি মঁকি তো, কৌন্‌সা দেল্‌ হ্যায় যেস্‌মে নেহি তু, হরিয়েক্‌ দেল্‌ মে তুহি সমায়া, যো কুচ্‌ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

কায়সা মোলায়েক্‌ কায়সা ইনসান, কায়সা হিন্দু কায়সা মোসলমান; যেয়সা চাহা তুমে বানায়া, যো কুচ্‌ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

কাবামে ক্যা৷ আওর দয়েরমে ক্যা, তেরে পরস্তেস্‌ হ্যায়গী সব্‌জাঁ; আগে তেরে শের সভোনে ঝোঁকায়া, যো কুচ্‌ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

আর্শসে লে ফর্‌স জমী তক্‌, আওর জমিসে আর্শ বরিঁতক্‌, যাঁহা মায় দেখা তুহি নজর আয়য়া যো কুছ হ্যায় সো তুহি হায়।

শোচা সম্‌ঝা দেখা ভালা, তু যেছা ন কৈ ঢোঁড় নিকালা

আব্ ইয়ে সমঝ্ মে জফর কি আয়য়া, যো কুচ হ্যায় সো তুহি হ্যায় ॥ ১৩৪২ ॥

সুরট মল্লার ।—যৎ ।

নাম না লেয়েৎ গোঁয়ারা, (হরিকে) ক্যা শোচতা বারম্বার।

দরশন কর না চাহিয়ে, তো দর্পণ মাজ্ত্ রহিয়ে; যব দরপণ লাগে কাই, তো দরশন কাঁহাতে পাই।

পার উতারা না চাহিয়ে, তো খেঁওটে সে মেল্ রহিয়ে; যব উতরি পাতরি গেয়া পারা, তো কাঁহা হাম্ কাঁহা জগৎ সংসারা।

দেখ কবীর জীকে করণী, ওয়াকে অন্তর বিচ্কা তরণী; কা তরণীকা ফাঁন্দা ছুটে, তো রহস রহস যম্ লুটে ॥ ১৩৪৩ ॥

কালাংড়া ।—ঠুংরী ।

তন্ মন্ সে যো ঈশ্বরকো জানে, মুমে প্রেমকে বাণী, কহে কবীরা শুন্ ভাই সাধু ওহি সাঁচ্চা জ্ঞানী।

মান্কা ফেরাকে জনম গোঁয়াই না গেয়া মন্কা ফের, ছাড়্কে মান্কা ডারকে আব্ মন্কা মান্কা ফের

মালা ফেরাকে হরকো পাঁওয়ে, মায় ফেরাওঁয়ে ঝাড়, জেরা পাথ্‌ল পূজকে হরকো পাঁওয়ে হাম্ পূজে পাহাড় ॥১৩৪৪

খাম্বাজ।—আড়াঠেকা।

তোমার কি দোষ দিব সকলি নিজ দোষে করে।

বলিবার পথ রাখি নাই কিছু আর বলিতে তোমারে।

কেমনে আর এ পাপ মুখে, ডাকুব তোমায় পিতা বলে, অবাধ্য সন্তানের প্রতি নাথ চাহিবে কি ফিরে; ইচ্ছা হয় কেঁদে গিয়ে, পড়ি আবার তোমার পায়ে, কিন্তু প্রাণ কাঁপে ভয়ে, পাপরাশি মনে করে।

কত পবিত্র ভূষণে, বহুমূল্য নানা রত্নে, সাজাইয়ে দিয়েছিলে যতন করে; হায় কোথায় সে নির্ম্মল মুখ, কোথায় সে পবিত্র ভাব, পাপাগুনে দগ্ধ করিয়াছি নিজ করে ॥১৩৪৫॥

জয়জয়ন্তী।—আড়াঠেকা।

তোমারি কৃপায় পিতা তব পুত্র কন্যা আজি, মিলিত হইল নাথ শুভ বিবাহবন্ধনে।

এই দম্পতী হৃদয়ে, চিরপ্রেম প্রকাশিয়ে, মঙ্গলবিধান কর, স্নেহ আশীর্ব্বাদ দানে।

তোমার ধর্ম্ম পালনে, নবদম্পতীর মনে, উৎসাহ স্থাপন কর স্বর্গীয় বল বিধানে ॥১৩৪৬॥

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।—একতালা।

দয়াময়, একবার এ সময়ে, দাঁড়াও হে দেখি নয়নে।

আমার ভবের খেলা হলো, সকলি ফুরাল, এখন স্থান দাও প্রভু তব চরণে।

দেখে পাপের তরঙ্গ, বাড়িছে আতঙ্ক, তাই ভয় পেয়ে প্রভু ডাকি সঘনে;

আমায় দাও হে চরণতরী, ও ভবকাণ্ডারী, নতুবা হে ডুবি এ পাপ তুফানে ॥১৩৪৭॥

কীর্ত্তন।

দয়াময় নাম ভুল না রে মন।

এ নাম চিরদিনের শান্তি ধন।

নামের কত মহিমা, আর কেহ জানে না, মহাপাপীর পরিত্রাণে কিছু যায় জানা; পাপীর নয়ন ভাসে আঁখার জলে করিলে নাম উচ্চারণ।

পাপীর হৃদয়ের ভার, কিছু থাকেনাক আর, ভক্তিভাবে গলায় দিলে দয়াল নামের হার; পাপী আনন্দেতে ঊর্দ্ধ মুখে, করে এ নাম আস্বাদন।

নামের কত করুণা, কারেও ঘৃণা করে না, পাপী সাধুর ভেদাভেদ এ নাম জানে না; সদা স্নেহভরে সমভাবে, করে সবে আলিঙ্গন॥ ১৩৪৮॥

আলেয়া।—একতালা।

দিন যে ফুরাল আমার।

প্রভু দুঃখের কথা তোমায় বলিব কি আর।

দেখিলাম নানামত, এড়াতে পাপের হাত, নিরুপায় হইয়ে নাথ, এখন ডাকি তোমায় বারেবার।

বড় ছিল মনে সাধ, হয়ে শুদ্ধ চিত, ভক্ত হয়ে থাকৃব ঐ চরণে; আমার সে আশা পূর্ণ হল না, (ওহে দীনবন্ধু), আরত বহিতে পারিনে হৃদয়ের ভার॥ ১৩৪৯॥

বাউলে সুর।

দীননাথের চাইতে হবে।

এ কাঙ্গালের দিন কি এমনি যাবে।

যদি পাষাণে বীজ না হল অঙ্কুর, তবে জগজ্জনে বল্‌বে কেন হে কাঙ্গালের ঠাকুর; যদি ব্রহ্মডাঙ্গায় না দাঁড়াল জল, তবে নাম দয়াময় বল্‌বে কে হে ভকত বৎসল; তোমায় মনে হলে, পাষাণ গলে, (ও রূপ) মনাদি ইন্দ্রিয় সবে॥ ১৩৫০॥

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।—একতালা।

দীনবন্ধু, তোমায় সেই দিনে হে দেখ্‌ব কেমন বন্ধু তুমি।

কে পার কর্‌বে হে আমারে, শমনের দ্বারে, যে দিন গিয়ে বন্ধন পড়বো হে আমি।

ওহে তুমি বন্ধু বট, আমি কিন্তু শঠ, শঠের প্রেমে বুঝি হবে না প্রেমী; তুমি নির্ব্বিকার নির্ম্মল নিত্য বস্তু কিন্তু ও দীননাথ, তোমার শঠ সরল সমান হে অন্তর্যামী।

ওহে তুমি প্রাণ-বল্লভ, হও দীনবান্ধব, হতে হবে সে দিন অগ্রগামী; একবার সেই দ্বারে হে, যদি না দাঁড়াবে (ওহে শমন-দমন) (তবে কি হবে) তবে কি হবে উপায় হে হৃদয়স্বামী॥১৩৫১॥

ভৈরবী ।—তিওট ।

দাও অভয় পদ এ বিপদকালে হে ।

পাপানলে পড়ে প্রাণ যায় হে, দিয়ে দরশন বাঁচাও বিপন্ন জনে ।

ঘোর বিষয়ের বনে, অন্ধ হয়েছি নয়নে, সময় পেয়ে শত্রুগণে, বুঝি বধে জীবনে ।

ঘোর বিপদ সময়, ডাকি তোমায় দয়াময়, দেও কাতরে আশ্রয়, এই মিনতি চরণে ॥ ১৩৫২ ॥

ঝিঁঝিট ।—মধ্যমান ।

পিব রে হরিনামামৃতরসং, রসমেবহি সুরসম্ ।

রসনে ! রসসদনে, কুরু রে জপমনসম্ ।

কথমিক্ষুং পরিবাঞ্ছসি, চূতংবা পনসং, দধিদুগ্ধ ঘৃতস্তুদেব ত্যজ রে খলু বিরসং ॥ ১৩৫৩ ॥

কীর্ত্তন ।

পিতা খোল দ্বার, এসে দেখ হে দয়ার নিধি, অপরাধী সন্তানে ।

আমি সেই তোমার পাষণ্ড সন্তান, করে অপমান, দগ্ধিয়াছি বারে বারে পিতা তোমার প্রাণ; আমার কোথাও কি আছে সুখ, ত্রিসংসার হয়েছে বিমুখ, তোমার প্রসন্ন মুখ তোল পিতা হেরি একবার নয়নে।

আমার অস্থিচর্ম্ম হয়েছে গো সার, দেখ্‌তেছি আঁধার, অনাহারে পিপাসায় প্রাণ কচ্ছে হাহাকার; পিতা সদাব্রত তোমার দ্বারে, কখন কেউ না যায় ফিরে, আমি পুত্র হয়ে অনাহারে হারাব কি জীবনে।

তুমি নিজে প্রাণ দিয়েছ আমায়, কি বল্‌ব আর, তাই ভেবে তোমার কাছে এলাম গো আবার; আমার অপরাধ সব যাও গো ভুলে, দয়া কর সন্তান বলে, আজ সাধ পুরে একবার পিতা লুটাই তোমার চরণে ॥ ১৩৫৪ ॥

বেহাগ।—আড়াঠেকা।

পিতঃ, ক্ষম অপরাধ, অবোধ সন্তান আমি।

না শুনে তোমার কথা, করেছি কুকর্ম্ম কত, হেলায় সুপথ ছেড়ে, হয়েছি কুপথগামী।

স্বাধীনতামহারত্ন, স্নেহে মোরে দিয়ে তুমি, পাঠালে

ভবের হাটে সুধা কিনিতে ; তায় আমি কি করিলাম, বলিতে

বিদরে হিয়ে, কিনিলাম সে মত্তারতে,

পাপ তাপ দুঃখরাশি ॥ ১৩৫৫ ॥

বাউলের সুর।

ফকিরী লওয়া বড়ই কঠিন।

ফকির পথের তৃণ হতে দীন।

বেশেতে হয়না ফকিরী, বাক্যের ফকিরী কেবল শঠের চাতুরী ; ও মন ষড়রিপু দমন করে হতে হয় রে দীনহীন।

নিত্য সুখে সদাই তার আস, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট সম বিষয় ভোগ বিলাস ; মন অন্ন বস্ত্রের অভাব হলেও হয় না তার বদন মলিন।

মান অপমান হইবে সমান, মিষ্ট বাক্য পরুষ বচন হবে সমজ্ঞান ; ও মন বিনয় প্রণয় হৃদয় ভূষণ, করে রাখ্‌তে হবে চির দিন।

সাধু হওয়া সামান্যত নয়, সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী বিনয়ী হতে হয় ; ও মন পিতার ক্ষমা স্মরণ করে হতে হয় প্রেমের অধীন।

সেই ফকিরী করিব গ্রহণ, সদানন্দে ভবের মাঝে কাটাব

জীবন; এখন ত্বরায় এনে দাও দয়াময় সেই প্রার্থনীয় শুভ দিন ॥ ১৩৫৬ ॥

ফকিরী নেওয়া গোসাঞী কেমনে পারি। (তাই বল গোসাঞী) আপন মনের অনুরাগে নেয় ফকিরী (গোসাঞী)।

ফকিরী নেওয়া অতিশয় কঠিন, সে দিন ধর্‌তে গেলে হতে হয় যে দীনের অধীন; আপনার মান অপমান ত্যেজে, হতে হয় নাছের ভিখারী (গোসাঞী)।

গোসাঞী আমার শ্রীরূপ সনাতন, ফকিরী নিয়ে ছিল তারা ভাই দুই জন; তারা বাদ্‌সার উজিরী ছেড়ে, ছেঁড়া কাঁথা কড়োয়াধারী। (গোসাঞী)

গোসাঞী বৈষ্ণব বাউলে বলে, পরসুখে সুখী হলে অঙ্কুর জন্মে অন্তরে; আপনার মান অপমান ত্যেজে, হতে হয় নাছের ভিখারী (গোসাঞী) ॥ ১৩৫৭ ॥

আড়া।—খেম্‌টা।

বল ওহে তরুবর, কে তোমায় সাজায়ে দিলে শাখা পত্র পুষ্প ফলে।

কাহার কৃপাতে তুমি, উদ্ভেদ করিয়া ভূমি, উদ্ভিজ নামেতে খ্যাত হইয়াছ ভূমণ্ডলে।

বীজমধ্যে গুপ্তভাবে, ছিলে তুমি কার প্রভাবে, তত ক্ষুদ্র হয়ে এত বড় হলে কার কৌশলে।

তৃপ্ত হয় সব জন্তুগণে, তব পত্রফলাশনে, পথিকে হয় গতশ্রান্ত তব সুশীতল তলে ॥ ১৩৫৮ ॥

ঈশ্বরের এক শত আট নাম।

বল, বল, বল আনন্দে সবে।

জয় অকিঞ্চননাথ, অমৃত অক্ষয়;
অন্তর্য্যামী, অন্তরাত্মা, অনন্ত, অভয়।
জয় অগতির গতি, অখিলকারণ;
অরূপ, অনাথবন্ধু, অধমতারণ।
জয় করুণানিধান, কাঙ্গালশরণ;
কৃপাসিন্ধু, কল্পতরু, কলুষনাশন।
জয় গতিনাথ, গুণনিধি, জ্ঞানময়;
চিরসখা, চিন্তামণি চিদানন্দময়।
জয় জগত আধার, জীবের জীবন;
জগন্নাথ, জ্যোতির্ম্ময়, জগতপালন।
জয় দয়ার ঠাকুর, দারিদ্র্যভঞ্জন;
দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু, দুর্ল্লভ রতন।

জয় দরিদ্রপালক, দেব, দয়াময় ;
জয় ধর্ম্মরাজ, নিত্য নিখিল আশ্রয়।
জয় নিত্যানন্দ, নিরুপম, নিরঞ্জন ;
নিষ্কলঙ্ক, নির্ব্বিকার, নয়ন অঞ্জন।
জয় পিতা, মাতা, প্রভু পতিতপাবন ;
পরব্রহ্ম, পরাৎপর, পাষণ্ডদলন।
জয় পূর্ণ, পরিত্রাতা, পুণ্যের আলয় ;
প্রাণধন, পুরাণ, পবিত্র, প্রেমময়।
জয় পরম ঈশ্বর, প্রসন্নবদন ;
পরমাত্মা, প্রজাপতি, প্রীতিপ্রস্রবণ।
জয় ব্রহ্ম, বিশ্বপতি, বিপদবারণ ;
বিজয়, বিধাতা, বিভু, বিঘ্নবিনাশন।
জয় ভকতবৎসল, ভুবনমোহন ;
ভবকাণ্ডারী, ভূমা, ভবভয়হরণ।
জয় মহিমার্ণব, মৃত্যুঞ্জয় মহান্ ;
মুক্তিদাতা, মোক্ষধাম, মঙ্গলনিধান।
জয় যোগেশ্বর, শুদ্ধ, শান্তির আকর ;
শ্রীনিবাস, স্বর্গরাজ, স্বয়ম্ভু, সুন্দর।
জয় স্বপ্রকাশ, সদ্‌গুরু, সারাৎসার ;
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বমূলাধার।

জয় সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বারাধ্য, সুখময় ;
সুধাসিন্ধু, সিদ্ধিদাতা, স্রষ্টা, স্নেহময়।
জয় সর্ব্বশক্তিমান্, সত্য, সনাতন ;
জয় জয় হৃদয়েশ, হৃদয়রঞ্জন ॥ ১৩৫৯ ॥

বিভাস।—একতালা।

ভবে কত দিন আমায় ঘুরাবে। সারা হলাম ভেবে ; আমি দিবা নিশি ডাকি, শুনেও শুন না কি, এ অধমে ফাঁকি দিলে কি যশ হবে।

কোরে থাকি যদি অপরাধ ঐ পদে, শরণ নিলে মাপ হয় না কি বিপদে, একবার দয়া করে এস আমার হৃদে, (দয়াময় হে) হরি তব দয়া বিনে কে তোমায় পাবে।

ভক্ত আদি কিংবা অভক্ত সকল, তোমায় যদি ভোলে তুমি কি তায় ভোলো, তব নাম হরি পথের সম্বল, (দয়াময় হে) হরি, তুমি কৃপাময় বলেন সবে ॥ ১৩৬০ ॥

কীর্ত্তন।

মুখে হরিনাম ব্রহ্মনাম বল রে আমার মন।
হল দিন আঁখিরি অল্প দেখি, নিকটে কাল এল শমন।

হরিনাম সুধাসিন্ধু, পান কর তার এক বিন্দু নাম পরম বন্ধু; খেলে নামের সুধা, ভাঙ্‌বে ক্ষুধা, পাপ তাপ হবে রে তোর সব বিমোচন।

নাম রসেতে ডুবে থাক, দীনবন্ধু বলে ডাক, চেয়ে কি দেখ; ডুব্‌লে নামসাগরে নামের নীরে, ও তুই পাবি রে অমূল্য রতন ॥ ১৩৬১ ॥

পরজবাহার।—ঠুংরি।

হরি নাম সার কররে। সার কর, সার কর, হরি নামের মালা পর রে।

হরি নাম মহামন্ত্র সর্ব্ব শাস্ত্রের ফল, উত্তমেরই প্রাণধন রে, অধমের জঞ্জাল রে।

হরি নাম দয়াল নাম বড়ই মধুর, যেই জন তার ভজে সেই সে চতুর রে।

হরি নাম বিনে রে ভাই সকলই অসার, ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ নয় কার রে।

জীবন যৌবন ধন স্বপন সমান, মরণ কালেতে কেবল সার হরি নাম রে।

নয়ন মুদিলে হবে সব অন্ধকার, হরি এক মাত্র বন্ধু ভব-কর্ণধার রে ॥ ১৩৬২ ॥

বেহাগ।—আড়াখেম্‌টা।

হবে এই ভিক্ষা দিতে।

যায় যেন প্রাণ তোমায় দেখিতে দেখিতে।

যদি কৃপা কোরে দীনে, দিলে স্থান ও চরণে, ছাড়িব না ও চরণ এ প্রাণ থাকিতে।

তোমার প্রেমের দ্বারে, যেই যায় নাহি ফেরে, দিও প্রভু তব গৃহে দাসত্ব করিতে ॥ ১৩৬৩ ॥

নগরকীর্ত্তন।

পঞ্চবৃষ্টিতম মাঘোৎসব।

(তেওট) তোরা আয়রে ভাই করি সবে মধুর ব্রহ্মনাম সুধাপান।

সে অমিয় পিয়ে, অমর হইয়ে, যাই আনন্দধাম; গভীর নিনাদে তুলি সবে জয়গান।

মধুর বিহগগানে, তটিনীর কলতানে, নামসুধা বরিষণে (নামে) মগন ভুবন।

ভানু শশী গ্রহ তারা, সেই গানে মাতোয়ারা, (নামে) ঝরে প্রেমধারা; সুর নর প্রেমানন্দে গায় অবিরাম।

(খয়রা) আজ আনন্দে মাতিয়ে, সে নাম গাইয়ে করি জীবন সফল; (দুঃখ দূরে যাবে রে—আনন্দময়ীর নামে)।

ঘুচুক বিবাদ, মোহ অবসাদ, হৃদয় হ'ক সবল (হরি-কৃপাবলে)।

ভক্তগণ সনে, প্রসন্ন বদনে, বিরাজেন আনন্দময়ী—(ঐ দেখ দেখরে; মার কোলে ভক্তবৃন্দ)।

কিবা নয়নরঞ্জন, রূপ অতুলন, রয়েছেন ভুবন ছায়ি (মা আনন্দময়ী।)

(লোফা) (মায়ের) অনন্তরূপসাগরে (খেলে) অনন্ত-ভাবলহরী, ভাসিছে তাহে সুন্দর বিধানের তরী। (কিবা শোভা মরি মরি) (অনন্তভাবের খেলা; দেখে জনম সফল হ'ল) যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান, তাহে কর্ণধার, চারে মিলে পার করে ভবপারাবার, (বিভাগ করো না, করো না, চারই নিতে হবেই হবে)।

(দশকুশী) সে রূপ পরশ পেয়ে, কে রহিবে ঘুমাইয়ে, ভাঙ্গিবে না মোহনিদ্রা কার, (দিন চলে গেল রে—বৃথা মদে মত্ত হয়ে) সাজি সবে নব বেশে, দেখ হৃদে হৃদয়েশে, দূর কর হৃদয়ের ভার, (তাঁরে হৃদে দেখেরে—নাম রস পিয়ে রে।)

(ঝাঁপতাল) চল আনন্দধামে, সাধু ভকত সনে, গাইয়ে মার নাম গান। সে নামেতে দুঃখ পাপ, হিংসা দ্বেষ পরিতাপ হইবে সকল অবসান, (জ্বালা দূরে যাবে রে)।

মিলে সবে প্রাণে প্রাণে, গাব নাম এক তানে, ভেদাভেদ না রহিবে আর, (আনন্দময়ীর ঘরে রে)। ঘুচিবে সব যাতনা, না রবে পাপবাসনা, পিব নামসুধা অনিবার (নবজীবন পাব রে)।

(খ্যামটা) মায়ের নাম গাও বাহু তুলে, বিধাননিশান হাতে লয়ে রে ভাই। ডাক মা মা মা বলে, গাওরে ভাই (মা বিনে আর গতি নাই রে)।

যে নামে ভকতবৃন্দ, পিপাসিত মন প্রাণরে, যে নামে সকলি দুঃখ হয় অবসান। মাতি নাম সুধা পানে, নাচ আর গাও অবিরাম, সিংহনাদে গাও, তুলে বিজয়নিশান। (জয় মা জননী বল রে) (জয় নববিধান বল রে)।

(খেওট) আজি এ মধুর দীনে, বাঁধি সবে প্রাণে প্রাণে এক হয়ে যাই ; ভেদাভেদ রেখে কোন কাজ নাই। প্রভু এই ভিক্ষা সদা মাগি, ও পদ হৃদয়ে রাখি, যেন চিরসুখে জীবন কাটাই ॥ ১৩৬৪ ॥

ছায়ানট।—আড়া।

সঁপিলাম নাথ, প্রাণ মন আজ তোমার মঙ্গল চরণে।

জেনেছি জেনেছি নাথ মঙ্গলদাতা, পিতা পাতা, সুখ-দাতা, নাহি আর তোমা বিনে।

ধর হে ধর হে নাথ এই অধম সন্তানে, লও হে অভয়-দাতা,তব শান্তিনিকেতনে॥ ১৩৬৫ ॥

সিন্ধু।—কাওয়ালী।

হরি নামের গুণ কত তা জানিনে। ভক্তগণ জেনেছিল কিঞ্চিৎ ধেয়ানে।

দেবঋষি নারদ মুনি, করিতেন সদা হরিধ্বনি, বীণাযন্ত্রে মধুর তানে; শুকদেব জনকাদি, যুধিষ্ঠির সত্যবাদী, জীবন্মুক্ত হয়ে ছিল এই নাম সাধনে।

ধ্রুব প্রহ্লাদ নামের বলে, মোক্ষধামে গেল চলে, তার প্রমাণ আছে পুরাণে; ভক্তিভাবে করে যে জন, এই হরির নাম সঙ্কীর্ত্তন, পায় সে অন্তিমে স্থান হরির চরণে।

নিতাই গৌর দ্বারে দ্বারে, হরি নাম ঘোষণা করে, দিলেন ভক্তি অভক্ত জনে; জগাই মাধাই ভাই দুই জনে; তরে গেল নামের গুণে অমর হইল হরিনামামৃত পানে॥ ১৩৬৬ ॥

ঝিঁঝিট।—মধ্যমান।

বসতু মম মানসে তব চরণম্।

হরতু তাপমলং বিতরতু পরে তৃপ্তি ভজনম্।

ভবতু নিমিত্তমহো তব গুণকথনে, বিশতু হৃদয়ে পুনঃ সিগুণিতমননে, দিশতু মম মানসে, দীনশরণ, তব পথোহ-হুদিনমনুসরণম্।

অপনয়তু পাপচয়ং কুমতিমভিমানং; স্ফুরতু তদত্র সদা কলুষকুলমথনম্॥ ১৩৬৭॥

ঝিঁঝিট।—মধ্যমান।

নাথ, ভাতি হি তব তত্ত্বমবিশেষম্।

হৃদি নিদধাতি চ জহাতি চ খেদমশেষম্।

বিনা কৃপাকণমা স্ফুরতি ন হৃদয়ে, তত্ত্ববিদোহপি ভজনমনুলেশম।

বিতর করুণামহো ময়ি অতিদীনে, ভজনপূজনাদিক-শরণবিহীনে, পারয় ভবজলধৌ, বারয় মম মনসঃ, সংস্থিতি-বিষয়বিনিবেশম্॥ ১৩৬৮॥

মূলতান।—আড়াঠেকা।

ময়ি দীনে কুরু করুণালেশম্।
বিবুধবিভাবিতচরণসরোরুহ, হর মম ক্লেশমশেষম্॥
হৃদয়নন্দন, মম যাচিতমেবং, বারয় কুমতিকলুষ-প্রতিযানং দীনজনস্য মম কুরু বহুসঞ্চিতসুবিদিতদুরিত-বিনাশম্॥ ১৩৬৯॥

মূলতান।—আড়াঠেকা।

হরে, কোহি তব বেদ মহিমানং।
বিবুধোঽপি সুবিধুরো ন জানাতি তত্ত্বসন্ধানম্।
তর্কাবিদোঽপি বহুতর্করচনাদনুমানং, গায়তি ঋষি-গণোঽপি বীণয়া গুণগানম্।
নর্ত্তয়সীহ বহুতত্ত্ববিদং, বারয়সি প্রণ[illegible] বিষয়রসপানম্।
মুহ্যতি করোতি কুমতিরহহ অ[illegible]নং, নহি নহি মুঞ্চ মামবিবেকশয়নশয়ানম্॥ ১৩৭০॥

বেহাগ।—কাওয়ালী।

ধন্য ধন্য জগদীশ দয়াময়, ধন্য প্রভু দয়াময়।
কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু পরাৎপর, পরম মঙ্গলালয়।

অপূর্ব্ব রচনা, নাহিক তুলনা, অনন্ত মহিমা তোমার ;
অশেষ কৌশলে, জগৎ স্বজিলে, সুন্দর অতি চমৎকার।

মঙ্গল শাসনে, সুচারু নিয়মে, পালিছ বিশ্ব সংসার ;
বিবিধ বিধানে, পরম যতনে, দিতেছ সুখ অনিবার।

করিতে পোষণ, জীবের জীবন, করেছ কত আয়োজন ;
সুরস অন্ন জল, প্রচুর শস্য ফল, যাহার যত প্রয়োজন।

বিদ্যালোক দিয়ে, আঁধার নাশিয়ে, বিতরিলে তত্ত্বজ্ঞান ;
ধর্ম্মামৃত দানে, দীন হীন জনে, দেখালে মুক্তিসোপান।

হইয়ে প্রহরী, দিবা বিভাবরী, নিকটে আছ পিতা তুমি ;
কৃতজ্ঞ অন্তরে, আমরা তোমারে, ভক্তিভরে প্রণমি॥ ১৩৭১॥

কীর্ত্তন।

আহা কে দিবে [illegible] ও সেই হৃদয়নাথে,
[illegible] যাঁর লাগি প্রাণ কাঁদে, হায়!
আমি কি [illegible] হইয়ে থাকব এ সংসারে, হারায়ে জীবনসর্ব্বস্ব ধনে।

হায় কোথায় গেলে আমি তাঁরে পাব, দেখে তাপিত প্রাণ জুড়াইব।

যদি একবার দেখ্‌তে পাই তাঁরে, বলি মনের দুঃখ প্রকাশ করে ॥ ৯৩৭২ ॥

বাউলে সুর।

ভাই, ভাবের ঘরে ভাবুক এসে ভাব দিয়াছে।

সে ভাব ভেবে উঠা যায় না রে ভাই, ভাবের অভাব হয়ে আছে।

ভাবুক যে দেশের মানুষ, সেথা সকলে বেহুঁস; দশ জনেতে বসে বলে একশত একুশ; আবার হাজারে বেজার হয়ে বিধির দোহাই দিতেছে।

ভাই তার সকল চালাকী, কথায় কথায় দেয় ফাঁকি, বলে তিন থেকে সাত বাদ দিলে রয় সতর বাকি; তার গণন দেখে, গণন থেকে, কত লোকে বাদ দিয়েছে।

আর আশ্চর্য্য এক বল, যাহে [illegible] না বুদ্ধিবল, [illegible] হল না তার উপরে বানালে ত্রিতল, ধরে বাস করে, [illegible] কুলো শেষে মসলা দিয়ে গেঁথেছে।

ভাই কার পানে আর চাও, কোন্ দিকে [illegible] যাও, যে পথে ঐ ভাবুক গেছেন সেই পথেতে যাও; কোন বিঘ্ন বাধায় ভয় রবে না ভাবুক সাথে রয়েছে ॥ ১৩৭৩ ॥